



নির্বাচিত গ্রন্থাবলী—প্রথম বণ্ড

নাট্য-নব্রাট

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

বঙ্গমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, 'বঙ্গমতী-বৈজ্ঞানিক-রোটারী-মেনিনে'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

। মূল্য ১।০০ দুই টাকা।

শঙ্করাচার্য্য

(ধর্মমূলক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

(১৩১৬ সাল, ২রা মাস, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনয়)

উৎসর্গ

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাণী—

কালীপদ ঘোষ ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার ত্রীদক্ষিণেথরে মূল্যমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি মরদেহে আমার “শঙ্করাচার্য্য” দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেন, তুমি গ্রহণ কর ।

গিরিশ

মহাদেব । ব্রহ্মা । বাসুদেব । শঙ্করাচার্য ।
 গোবিন্দনাথ শঙ্করাচার্যের গুরু ।

শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণ -

সমন্বন (পরে পদ্মপাদ), শাস্ত্রিতান, শিশুপতি, মণ্ডনমিশ্র (পরে সুরেশ্বর)
 হারা (পরে হরোদ্যনক), অম্বিকাদিরি, চিত্তমুক, ভোটে কাচার্য ।

রামদাস ও স্বাভাস	শঙ্করাচার্যের প্রতিদ্বন্দী ।
অগস্ত্য	ঐ শ্রীমদ্রত্ন তৃত্য ।
কুমারদেব	মন্ডকাচার্যের প্রবর্তক ।
প্রভাকর	শিষ্য ।
জকচ	কাপালিক-গুরু ।
উপাট্টের	কাপালিক ।
অভিনব গুপ্ত	ভাট্টিক পণ্ডিত ।

শিষ্যগণ :

ইন্দ্রাদি শিষ্যগণ, জীন, রাবি, বিভাধরগণ, চণ্ডালবেশী শৈবগণ, চক বোধকাপালিক ও

ভক্তিশাস্ত্র, চণ্ডিকাশাস্ত্র, মন্ডকাচার্যের দেবপতি ও শৈবগণ, কুমারদেব অট্টব

বিশ্বনাথ, বিভাধর, শিষ্টাদি কাপালিকগণ, মণ্ডনমিশ্রের সুরেশ্বর, অম্বিক

ব্রাহ্ম ও মণ্ডী, ব্রাহ্মণ ও বেতালী, প্রভাকর (হারাব পিতা) ও

ভাট্টিকবেশী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রভাস, ভৈরব,

অভিনব গুপ্তের শিষ্য, জকর ব্যাধি,

চণ্ডিকাশাস্ত্র, কাশীর মারদাদীশাস্ত্র ।

মহাশঙ্কর ও শিষ্টাদি

হরাদি ।

স্ত্রী

মুম্বাচার্য ।

বিশালী	শঙ্করাচার্যের মাতা ।
বনী ও মতা	ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ।
উত্তরভাষী	মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী (শাস্ত্রিতান শঙ্করতী)
মহাশঙ্কর ও মন্ডকাচার্য	অম্বিক ব্রাহ্মণ রাণী
কাপালিকা	জকচের উপসর্গী ।
অভিনবগণী ।	

মহাশঙ্কর, বিভা ও অম্বিকাদিরিগণ, বিভাধরগণ, চণ্ডালবেশী শৈবগণ,

দ্বৈতম শ্রীলোক, কুমারী, মন্ডকাচার্য, মন্ডল-শিষ্টমাতা, শিষ্টাদিগণ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অম্বিক ব্রাহ্মণ অম্বিক রাণীগণ, কাপালিকগণ,

প্রভাকরগণী, কাপালিকগণ, মন্ডকাচার্য, শিষ্টগণ,

কাপালিকগণী ইত্যাদি ইত্যাদি ।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অমৃত্যু দেবগণ।
 হে সর্গজ, কিবা ওব অজ্ঞাত ভুবনে,

তথাপি চরণাঙ্কুরে করি নিবেদন,
 হেরিবে রোক্তমান সুখার্হ সাগরে
 মাতার মনতা হর বেদতি বহিত,
 তেমতি একান্ত আন্তদৈবতামণ্ডল
 আদিগাছে মনস্তাপ করিতে আপন,
 জগৎ-জনক, তব বেহ-বুঝি হেতু।
 নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ-নারায়ণ
 ব্রাহ্মণের বিদ্বান্দর্প করিতে দমন—
 হইলেন বৃদ্ধ অবতার ;

সুস্তিবলে পরাজিয়ে বেনজ্জমণ্ডলে
 শূন্তবাদ প্রচারিলা রমেশ সমসারে।
 হীনমতি নরে, দেব-মারা বৃষ্টিতে না পারে,
 বেদবিধি শাগ-রজ্জ রহিত ধরায়।

নিরীখর স্বেচ্ছাচার শূন্তবাদ মতে,
 পাপভাব বৃদ্ধি দিন দিন,—
 যজ্ঞভাগ বিনা কত দেবতা মলিন।
 কর দেব, উপায় ইহার,
 বেদবিধি করহ উদ্ধার,
 সংসারে কল্যাণ পুনঃ হউক স্থাপন।

মণ। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
 ধর্মার রোদিন নিত্য স্পর্শে কর্ণে নোর,
 তাহে আবি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
 ধরি তবে নরেন্দ্র আকার,
 জতি গুহু তব আমি করিব প্রচার
 মানন কল্যাণ হেতু ;
 সেই গুহু তব মম আশ্রয় স্বরূপ—
 গ্রিয় গোবী গণপতি-কার্ত্তিকের হ'তে—
 নিশ্চয় অদ্বৈত-জ্ঞান দানির সংসারে।
 বাবে কার্ত্তিকের ভবে,
 বৌদ্ধগণে দম্বিরা প্রভাবে
 কর্ণকাণ্ড করিবে উদ্ধার।

ধরি নরেন্দ্র আকার, শিষ্যরূপে তব
 পদযোনি, কর্ণকাণ্ড করব উদ্ধার—
 'কিঞ্চন' নামেতে খ্যাত হইত বসন্তকালে।

নরকার ধরাতলে ধর জনে জনে,
 নিম্ন আচরণে, আদর্শ প্রদানে,
 বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
 ব্রহ্মসূত্র বেদার্থের করিতে প্রচার
 লইলাম ভার।
 শিষ্যমই হবে মম ধরায় বিহার।
 বৃষ্টিবলে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
 দম্বিব হুকৃতগণে আছে যে যথার।
 যাও ইন্দ্র, ধর নর-কাহ—
 রাজ্যোদ্ধার হরে রহ মম প্রতীক্ষায়,
 সুধিবে সুধবা নামে তোমা হবে ভবে।
 যাও সবে মাধার প্রভাব ধর নর-বার।

দেবগণ। জয় জয় উদ্যোগতি, জয় মাতঙ্গর,
 বেদসূত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হর।

[দেবগণের]

ম। এস মহামারা, লীলার আশ্রয় কর দান

(পাট পরিবর্তন)

সকিনীগণ সহ মহামারার আবির্ভাব

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সময় বহিরে স্বপন-গঠিত-জ্ঞানে
 অষ্ট বরষ শৌক হরষ ভাগাও মানব-প্রাণ
 স্বপনবোরে আপন পাসরে
 মনন-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
 যৌত ভ্রমসা যামিনী যৌত
 জড়িত স্বপন-ভেগে ;

সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবদাদি নাহি
 মানব-বেদনা ভ্রমণে, স্বপন ঘোর হবনে
 জ্ঞান-কিরণ দানে—

নর শরীরে হের দর্যপরে,
 জগাহিতে যৌত-নিদ্রিত নরে,
 বিমল বেদগানে ॥

* সঙ্গীতকারী দৃষ্টপটে প্রচারিত
 লীলা-ধারা—মাতৃকোটে শরদা-বাহুতে শরদা
 স্বপন-গিটার-বিকট শব্দের দ্বারা—
 হৃদয়-ভাঙার-প্রাণে পরিবর্তমান।

প্রথম অঙ্ক

— ১০২ —

প্রথম দৃশ্য

শঙ্করাচার্যের বাড়ি । *

(শব্দ)

শঙ্কর। স্যোম সন্ন্যাসী ! তপস নবিন ধবা,

অথ উচ্চ মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয় ।

কিবা যেন কর্ণে যের অশ্রু,

কহে কহে জন অধনীতী ভয়া—

"অকসে আপাসে কিবা হেতু :

এই-সব বন্ধাত্ত তোমার ।"

এ কি শোচনীয় নিকার !

কেনা আসিল ?

কেন শেষ উদ্বেজন ? এ প্রহি ।

মা' মা' ক'য় মন বস্ত্রিক বিকার,

সিহ মন বস্ত্রিক বিকার

অস্ত্রবাত্তা কহে, — "কি আসিল নিদীপন,

কেন সিহ উদ্বেজন পূর্ণ হুয় ।

কেন মন বস্ত্রিক বিকার,

কি হেতু আসিলে পূর্ণ জ্ঞান অদ্বৈত ?"

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য । বাবা, তুমি কেন এমন চণ্ড করি বঁচি
থাকি ? তোমার শাস্ত্রের সমাধি হইলে
নাম তোমার স্যোমবর্ষ একজন বা হুতো,
আমি তোমার বিবাহের উদ্দেশ্য করিয়া
তুমি বিবাহের সমাধি দিয়া দিহি । তুমি
নাম করি বহুদেবের নিকট পূজা কামনা করে-
ছিসন তার ফল তুমি সেইরূপ পূজি জন-
প্রিয় করি । তাই মনুষ্য সমাজ তুমি লোক
হিসে, বিন বর্ষ অতিক্রম কর নি, আমার হাত দ্বারা তুমি
অব্রোধ কবেছিসন, এই কারণে তুমি আমার
নামের উচ্চল হইব, সিহ বস্ত্রিক নাম চি-
বস্ত্রিক হইব, তুমি এত বটে গাধান-পালন
করো । বাবা ! আমি ভেঁ তাঁর সে প্রাজ্ঞ
পালন করতে পারিতি নে ।

* ত্রৈলোক্য প্রবেশের অন্তর্গত 'কল্যাণ' প্রথম শব্দসমূহ
হইল । এখানে এই প্রবেশ নাম 'প্রবেশ' ।

শব্দ । কেন মা—কেন এ কথা বলিছ ? তোমার
অসম্মি বহু জামি এক বৎসর বহু কমে বর্ণ
উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার
শিষ্যের প্রবণ শব্দ করি প্রবণ শব্দে অসম্মি
হইছি, তৃতীয় বর্ষে পুন্যের অনুভবের দাম
ব'লে অনির্কটমী আনন্দলাভ করেছি । তোমার
বাধন-পালন, তোমার শিক্ষার শঙ্করদের সেবা
অভাব করেছি, তবুও কৃপালাভে সমর্থ হইছি,
যেই অনির্কটমী করণার তিনি আমার বৈদিক
প্রদান করেছেন । তুমি আমার বসনী, সকলই
তোমার শিক্ষাপ্রভাব । মা গো, বহু তপস
তোমার স্থায় জননী গর্ভে অম্লপ্রবণ করেছি ।

শিষ্য । বাবা, তুমি যে বিবাহের অজ্ঞান
তোমার বাহুজ্ঞান শ্রুতি দেখি । যেমন বিজ্ঞান-
রাগ, বিদ্যারাগ প্রবণ নাই, এতে আমার
এই আশঙ্কা মান হই ।

শঙ্কর । মা গো, কিবা কল সামান্য বিষয়-
অনুভবে ?

তাহা তোমার বিনয়ের অনুভব কিবা ?

বিষয়কর্তিত চিত্ত উদ্ভক্তি-মাঝে

অসম্মি সত্ত্ব মাঝে !

জনম : ত্রিকা মন যৌব সাদৃশ্যে

কল্যাণবিলীন তব সত্ত্ব মাঝে—

শিষ্য : বহিষ্কৃত আদি ।

তোমার কল্যাণ সত্ত্ব জীবনে,

কি কল্যাণ করি বিবাহ-মাঝে ?

চতুর্থ আশ্রম দ্বারা শাস্ত্র এ প্রচার :

শব্দ এ স্তম্ভিত সত্ত্ব আশ্রম ।

তাহি বা শেখ, তোমার সত্ত্ব দ্বারা মাঝে,

দেহ বস্ত্রিক কল্যাণ, জননি, কল্যাণ—

মানব জীবন সত্ত্ব সত্ত্ব আশ্রম ।

শিষ্য । বসন্ত, বাবো তুমি —

আত্মক বিবাহে মন প্রাণ

বাহুজ্ঞান, অজ্ঞেব বহন তুমি হুগিনীর ধন,

পাতিহীন জননীতী আদি —

তব চন্দ্রমুখ হুগিনী পালন সকল প্রাণ,

দাম্পত্য কল্যাণ,

কেন তুমি সত্ত্ব সত্ত্ব সত্ত্ব মাঝে ?

শব্দ । জনক সন্ন্যাসী, বাবা, সন্ন্যাসী তুমি
উচ্চ শিক্ষা দানিতে সমর্থ ।

শঙ্করাচার্য

সাহ মন! আছিল শিতার।

বাহে কুমার কঁহার,

হুই তাঁর কণ্ঠস্বরকণে মকর।

হুই-পরা মতে কেহ যদি,

উচ্চগতি হয় সে বংশের,

সেই পদ্ম-প্রাণী পুত্র তব,

তাহে তুমি বিরদান করো না জননি!

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিমড়ে মড়া মাগী, বাবা-
ঠাকুর নর থেকে ফিরেভেঁটা খেয়েছিস, কটি
ছেলেটাকেও সেই ধারা শিশুছিস, এখানে
চাঁকন বিড় বিড় কচ্ছিস, এখনো খেতে
দিম নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনে,—

জগ। কি বলে শোনে,—কটি ছেলে ঠ' একটা
বাগনা নেবে নি? আহরা ওমিনে খাওয়ার দেবী
হ'লে হাতাতা দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে তবে ছাড়তুম।

বিশিষ্টা। বাবা শোন—বলে 'সন্ন্যাস নেবো'।

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলতে জানে মি!
সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল না কেনে সন্ন্যাস
কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আর যে আর,
হাউ মাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনে এনে
দেবো। নে রে, খাবি আর, চণ্ মাগী, দিবি
আর। ওঠ ওঠ—খাবি চল।

শঙ্কর। জগ দাদা, এখনো সন্ন্যাসবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সারবি। আমরা বুড়ো
মিছে, নাভার বেলা হ'লে, খিদেয় পেট চুই-
চুই কছে, আর তুই বাস্ নি। তা ছেলের দোষ
কি বল, ঐ মাগী সব শিখায়।

শঙ্কর। না জগ দাদা, বলে, ব্রাহ্মণের না সন্ন্যাস
সেরে খেতে নাই। মা'র এখনো জ্ঞান হয় নাই,
না জ্ঞান ক'রে এসে অর দেবেন।

জগ। এখন হু'কোণ শখ চানুকে খাবি না কি?
তা বা মর গা! এই ছেলেটাকে শিকের টাঙ্গিরে
ভুকো। জাত বাবে যে, মইলে দেখতুম—কেমন
উপোদী রাণি, আমি তিনবার এড়া ভাত
তেঁতুল লকার চটনি দিয়ে খাওয়াতুম।
সে—কি ল্যাংগাড়া সারবি আর, নে মাগী
পেয়ে আর! এই ঘরে দু'দটি জল খাওয়ার দে
কেনাই।

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন করবো।

জগ। বাস্ খাবি, যোনে পড়ে যরবি, তা আমায়
কি! আর, ছেলোটোর বেগে ভাল চানী দিয়ে
খাবি আর।

বিশিষ্টা। আমি ঠিক কাঁরে রেখে দিবেছি, তুমি
বাবা বাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল
জেলে আসতে দেবী হ'বে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পাল-
পার্কণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাকবি কিছু খাবি
মি! ছেলোটাকেও তাই বুঝি শিশুছিস?

(বিশিষ্টার প্রস্থান)

নে রে নে, কি ল্যাংগাড়া দাও করবি ফর,
তোরে খাইয়ে তবে নাওবা খাওয়া করবো।
শীশকির শীশকির দেবে নে, থেয়ে দেবে হু'ভেদে
হাউ মাবো। তুই সন্ন্যাস চাচ্ছিস তো, শেঁদ
জলে গুল ভাল সন্ন্যাস কিনে আনবো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে বাব দিন,

ভীষণ ভরল রক্ষে খেয়ে মহামায়া,
জীংকুল ভাসমান মড়া অন্ধকারে,
ঘোর ফেরে অন্ন-মৃত্যু-সুবিপাক-মাঝে।

এম-বলে রাহে ভুলে কণাণ না চায়,

সার বাব ঠেকে পুন গুন: রেখে,

শিখও না শিখে হাব!

মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,

জেনে শুনে আছি বদ্ধ জ্ঞাপন পাশরি।

অন্ধকারে কত দিন র'ব—কত দিন সব—

ভ্রমে ভ্রম গাভতর ক্রমে

বাই—বাই, বেথা আর তিল নাই র'ব,

হাঙ্কাল'র ধনি হারি কইই পনিব,

ছেদিস—ছোঁব মায়াব বকন দূচ,

জীংকুল ব্যাকুল সংসারে।

(শঙ্করের প্রস্থান)

জগ। ওই—ও—ও খোঁসো পান! আমার
গালে-বুড়ে চুড়ুতে ইচ্ছা হচ্ছে সেই বাসনা
বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুনে যে যে কটি
ছেলেকে ল্যাংগাড়া শিগিও নি, নাকি ঠিক
থাকবে নি।

(সন্ন্যাস প্রবেশ)

সন্ন্য। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি মনে করবে?

জগ। আবে, সে মনে করবে, এখনো

শিল্পী-প্রহাবলী

মাসী, তুইও ছোটো! বলছে কি জানো, "সার আমায় ডাকতেছে" আমি মাসীমিসের মাথা খুঁড়ে বসুম, তা শুনে নি। যু—এক পাখাপড়া শিখিও নি, এখন মাঠে গায়ে নিয়ে নাই, লানুক কুঁড়ত, হলের জেলে পাখাপড়া শিখিও নি,—তা মাসীও বুড় বড় ক'রে পুরণ বলে আর মিসেও খুঁড়ি নিয়ে মনে। এখন ছোটব মে মাথা বিগড়লে, সামাল দেব ক?

মসী। বি হযেছে রে—কি হযেছে?

এগ। ওগো মাসী, বরি লখতে কো জানতে। গোটা ছটো তোর কপালে না তুলে বসে "আমায় ডাকতেছে"—তাকিয়েছ, আমি খাই। এই ছেলে-বলে খেতে খেতে মাসী, আমার মাথাখুঁড় খুঁড়ো ইচ্ছে করে।

মসী। ও রে বাচ্চা! খায়েছে নি বে গায়েপনি। তবে শুনিও—ঠাকুরগো তখন দিনেই, বিশিষ্টা কীটকে মানা করতুম দে, ওর বক্ষ্যাবল্য শিরে মসিরে গান নি। এ রে বাচ্চা! শোন না গেলোই নর। একদিন কানাপুণী ঘরে বসেছে কি জানিস—ঠাকুরি কথা, তুই ছেলেব মতন, তাই বলি,—বো, 'ও দিদি, আমার খুঁড় হযেছে।' হলে, আমার মাঙ্গার হ'লো, স্মৃষ—"বল তো দে লেগে তো, তোর মাসী দিগে, ন ছেলে ছেলে ক'রে" তা ক'রেখী বসে কি জানিস—বো, 'ও দিদি, মসিরে আমার পেটে হাওরা সেরিয়েছে।' কানাপুণী হুগো ক'রে এলো—'তোমার ক'রে গিয়ে'।

এগ। কানাপুণী, জানো?

মসী। তুই ছোটো আমার মাসী,—মাসী করে নাই, তা শুনো, না হলে কি আর মুগে দেখেনো মসে?

এগ। তবে পেটে হাওরা বেরলো কি মাসী?

মসী। তবে গাঙ্গরও হযেছিল। মাসী বুঝেছে পারে নি এই শিরে মসিরে গান থেকে কোন উপদেশটা আশ্রয় করেছে, তা আমি এর মিসেবে খোঁজাশুন বো, ঠাকুরগো, শশিন চুনির ও মেনে ছেলেবেলা থেকে, তা আমার কথার কান দিবে?

এগ। না মাসী না, সোনার চাঁদ ছেলে, উপদেশটা খুঁড়ি দেবে কানো?

মসী। তুইও ঠি হাউডো বাসনের তাত খেবে হাউডো হযছিল কি না।

এগ। ক্যান গো, আমি কি কয়, ম? আমার খেত-গামতির কাঙ্গে যদি একটু বাদক বাদিক পাব, তা হ'লে আমার কানচলী দিবে দিও।

মসী। তুই আর কি করবি? তোর তো সব মনে আছে। ছেলে যে সিন হলো,—হলো ছেলে মিসে, হলো হলো মাসী ম? ছেলে দেখতে এলো না? বাত পুরণে কেউ চেনে সে, কোথেকে তারা এলো? আর এক মাসী এসেছিল—তা দেখছিলি? তার লোক পাটা অর্ধেক ছুড়ী।

এগ। বো ইং—সই মাসীকে লোক মাসেন দিকে দেখুম

মসী। এটো! সে অনেকগে মাসী মত দিন বেশে পাবে, ছেলেবেলা সাপাশন রাখবে, বেরতে চলে না। তুইও বাচ্চা মাগে খাটে বেশী রাত করিস নি

এগ। ও গো—তুই খুঁড়ি রে মাসী আসছে।

মসী। এক পাঙ্ক দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাসীটা বেরিয়ে থাক, কি লসকল হয়—কে জানে, ঠাকুরগো মরবার দিনও শুনেছি, শশানে মাসীরা এসেছিল। (অব্রের দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চলো যে রে!

এগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্ছি। [#] হই অসম্ভবে মাসী রে হই! সব বিগে যে চলেছিল? তোরা কে এসে বল তো? জানিস দেউরা, জগ' এখনো মনে নাই, তোদের ভিরকুটি চপে নি। ছেলেটার মাথা বিগড়তে এসেছিল? (অব্রের বহির্ভা ইহা মহামাসার প্রবেশ)

মহামাসী। ট্যা বাগ, ট্যা।

এগ। ভাল চা! তো এখান থেকে যা, মইসে কাস্ত দিবে তোর নাক কেটে দেবো।

(মহামাসী ও মজিনীগণের গীত)

বেলাভা নেম মাথা পেঙ্গে গাল বজালে হর খুঁড়ী।

মান-অপমান কমান তো তার,

তার কাছে মর কেউ দেবী।

এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তার ডাকে,

বোম তোলা' বসে কেন, নাও না বেচে মা খুঁড়ী

খা ফেলে দেছে, মর সে বেচে, ভাল মদ নাই ত'স

শঙ্কর। হই, আমাকেও পাচান গো। বোম্ গোলা—
বোম্ ভোলা— [শঙ্করের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ

নদীতে স্নান করিতে গাইয়ার গণ।

(রমা, গঙ্গা ও পদ্মার বিশিষ্টার প্রবেশ।)

রমা। এসো না গো— এসো না, এমন পায়ে পায়ে
গেলে তো মাতবিরে নদীর ধারে পৌছোয়া না।
বিশিষ্টা। তোমরা যাদে দ্বিষ্ট আমার শরীর
কেমন কৈছে। [স্বানন্দে উপবেশন।]

রমা। দেব দিদি, কোথায় হিচ্ছ ভাদনা রেণে
বাড়ি নে। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে?
এই আমাদের ঘরে ছেলে একটা বায়না নেয়
না? এই যে ভূতো দে দিন মেলা দেখতে
যেতে চাচ্ছিল, আমি হাত ধরে টেনে এনে
ঘুম পাড়ানুম—হুনে গেল। সন্ধ্যাসী হুন্না
মুখে বসি কি না, হুনের ছেলে সন্ধ্যাসী হয়ে
বেসিয়ে যাবে, তান ভেবে হাঁচচেন না। এসো
—এসো, বোলা শব্দে গেলে নাহবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমারা এগোও, আমি আর
চলেতে পারছি নি। [গমন।]

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ দেখ—সত্যি সত্যি তিরসি
গেলো নাকি? বউ—বউ; ও মা, কি করলো
গো, কি হবে।

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের দিবি দিবে কেন হ'রে
মিতে চাচ্ছে? আমি যে জনমজবিনী, আমার
অফের নতি বেস কেড়ে নিচ্ছ? আমি কি
ক'রে প্রাণ বংবো। আমি যে বাছাকে এক
কণ না দেখলে অস্ত্রবন অকড়ার দেখি। এ
কি! এ কি! বাবা, আমার ছেলে কোথা
গেল—ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাগা—এ কি সম্ভ সম্ভ বিকার হ'লো
নাকি? বাণী কি ব'কুচে গো।

(অতবেগে শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মা, মা—ওঠা মা।

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার
পুত্রদাও।

শঙ্কর। এই যে না—আমি তোমার কাছে এসছি।
বিশিষ্টা। কে যে, শঙ্কর! বাবা বল আমায়
কি বলে যাবি নি।

শঙ্কর। মা, আমি না সম্পত্তি দিল আমি কোথায়
যাবো?

রমা। দেখ দেখি খাটের আচ্ছন্ন। বাবা শঙ্কর, আমার
মাঝে এতদূর আর রান কতকো আচ্ছন্ন দিও না।
এখন জগলী হয়েছিল, সেই এতদূর নাহিত এনি
এতদূর আচ্ছন্ন দিও না বাবা।

শঙ্কর। আপনারা আদীদাদ বন্দন, আপনাদের
আদীকাদে না স্রোতস্বতী রান ক উপন দৃষ্ট
হবে, আমাদের বাবার দিকটি দিবে যাবে—
অনায়াসেই বা আমার অঙ্গগতনমান করিতে
পারবে।

গঙ্গা। দেখছিস কো দেখছিস—এই কোলা না কি
সন্ধ্যাসী নিয়ে বেহিমে যাবে। কাচি ছেলে—
আচ্ছন্ন কি বল, মার হুদের আচ্ছন্ন ওথে
হে, তাই মনে করছে, নদীটা বাবার শোর
গোড়াই নিয়ে আচ্ছন্ন।

রমা। হ্যা বাবা, তাই করো। তোমাদের গাইয়ার
দোরের কাচ দিবে নদী নিয়ে বেগ, তাই হলে
আমাদেরও কাচ হবে, নাহিতে পারবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ।)

জগ। এখন যদি হ্যাতিালি, তোর কান বাব
বাথে। অপদাতে না ম'লে তোর চরিত্র নি,
সয়? বুদে দাদা আর, আমি মাকে গীরে গীরে
নিদে বাই। [শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

শঙ্কর। এস দেখি সলিলকণিণি, শঙ্ক-প্রদায়িনি,
জীব প্রাণ সন্ধ্যাপদায়িনি,
এস কৃষ্ণ-বন্দিনি, মাগর-গাঢ়িনি,
চুখিনি ব্রাহ্মণী কৃষ্ণা ভাদনা অ'বদ—
তব পুত্র-বারি চির কাল্যাদিনী।
বরদে বন্দিনি, ভক্ত-নিত্যায়িনি,
এস গো যা পদাতে আযাব,—
বধা হরধুনী পাতিত-পাবনী,
তান অঙ্গপাদী ভদ্রীক শঙ্কর-বন্দিনি,
দায় দ্যাপে ভদ্র-বংশ উপদায় দায়।
তোমারি গো, হে পুত্রদায়িনি,
এস পাছে করতালি সলি,
বিনোদ করবে চন্দ্রাবলি।
মুগ্ধতা নিগণ
ক'ব কানে হুংকরনে দিও, না না বন্দন
করে ধন বসি-বসি দায়।

গিরিশ-প্রবালী

তা হ'তে সুন্দর দয়ালু হৃদয় তব ।

এসো দয়ামরি পাছে পাছে,

হৃদিনীর সঙ্গাপ বারিতে,

ভেদি শাল ভাল তমাল কামল,

রক্ষা করি দেবতা ভবন—

পিতৃগণ-স্থাপিত দাসের ;

এই মৃত্যু করি করক তরঙ্গ পুতলায় !

এস যাও,—

শাখসনি বিনা দাস দেয় করতালি !

ওই যে—ওই যে—দরদে বরদে—

কুশাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে !

সার্থকীবন মম,

নাহুকার্যে—

কল্পনার সমাপ্ত আখ্যানিনী বারি !

(করতালি দিয়া)

নয়ো নমঃ শেখর-নন্দিনি জননি,

তবল-চাকরি, মাপরগামিনি !

পুতলাবিশে, মধ্যপদ্যবিনি,

আমলা-নেদিনী শত-বিকসিনি ।

তরুণন-স্বপ্ন-পদ-জগদে,

নমস্কৃত হইল, অজগে বরদে !

[করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে গন্ধরের গমন করা

পদ-প্রতিস্থিতি প্রবাহিতা হইল ।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সমুখ

মহানার উপবৃষ্ট

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । মা, তুমি কে ? তুমি একাকিনী হেবা
ব'লে রয়েছ কোন্ মা ?

মহা । মা, আমি আশ্রয়িনী, পতি-পবিত্রতা,
আমার আর এখান সেখান কি ।

বিশিষ্টা । তোমার সঙ্গদার মত বেশ সেপটি ।

মহা । আমার সঙ্গদা কিম্বা কি ? আমার বা বা'লে
ভাকো তটি। যখন যে অবস্থায় পড়ি—

সেই অবস্থায় থাকি । আমি দাস্যের এক রকম
বহরুপী সবেই বেড়াই

এই দশীর প্রাচীর নার পূর্ণা বা চুণী, একদে
আলোময়ী নামে পরিচিত ।

বিশিষ্টা । মা, তুমি এই বুড়ী, তোমার তো পুখে
গথে বেড়ান ভাল নয় মা, তোকে যে তোমার
সিন্দা করবে ।

মহা । আমার আর কি আছে মা, আমার সিন্দা
স্বত্তি উৎসমান । আমি আছি বলা আছি, না
আছি বল না আছি। আমার সকল অবস্থাই
সইতে হয় ।

বিশিষ্টা । যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা
করে, আমার গৃহে থাকতে পারো ।

মহা । অপা ক'রে স্থান লাভ-পাকবো । কিন্তু
মা, আমি বড় চকচক, কিন্তু কি ভাবে থাকি,
আমিই জানি না । পতি রমণী—একগায়ে
আশ্রয়, সে আশ্রয় দার দাই, তার দশা কি, তা
তো তুমি জানো মা !

বিশিষ্টা । আচ্ছা মা, তোমার বত দিন ইচ্ছা হয়,
এইখানে থাকো ।

মহা । মা, তুমি আমার স্থান দেবে ? আমি আশ্রয়-
হীনা হয়ে বেড়াই । আমার ছাত নাই, কুল
নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান
হয়েছে, আমার স্থান দিলে লোকে যে তোমার
সিন্দা করবে মা ।

বিশিষ্টা । সিন্দা হয় হবে, অন্যথাকে আশ্রয় দিতে
আমি সিন্দা-ভর করি না । এমন কি, আমার
পুত্রের আর নিয়ে অন্যথাকে দিতে আমার
পতির আজ্ঞা ।

মহা । আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তার পর
এলে আমার আশ্রয় দেবে ?

বিশিষ্টা । ই্যা মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয়
পাবে, এসো ।

মহা । তবে মা, আমি এখন গাই, আমার আশ্রুবা ।
(জগদাণের প্রবেশ)

জগা । ই্যা, ই্যা—ভুট মা, তোর আর আশ্রুতে
হবে নি ।

বিশিষ্টা । বাবা জগদাণ, ও অনাথিনী, ওকে কেন
রুড় কথা বলচ ?

জগা । ই্যা জ্যা—ও সেই বটে । বেটা বড়রুপী,
কা'ল এদেছিল—অমনি গেরুয়া প'রে আটটা
ইঁড়ী নিয়ে । আজ আমার চ'ক'রে শাখা
প'রে গেরুয়ার বট হয়েছে ।

মহা । বাবা, তুমি তো আমার চেণো না, আমার

শঙ্করাচার্য

চিন্তা কি আমি গৃহের বউ, সামনে থাক-
তুমি যে আমার চেনে, তাই কাছে তো আমি
থাকি না।

জগ। শোনো শোনো—দেউর চরণে কথা
শোনো, বেটী হুটি খোবে, আর বলে চিন্তা
সামনে দাড়ায় না। কান কেঁটা কি করো—
আমার খেই খেই নাচাও।

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও তো
গোলা মাছ, কারে কি বলতে কি বলে।
তুমি এসো বাছা, তেনার বধন ইচ্ছা হয়,
সামান কাঁছে এসে থাকো।

মহা। মা, যদি বাধা থাকি, তোমার কাছেই
থাকবো।

[মহামায়াব প্রস্থান।]

জগ। মা, খুঁবে দাদা তো যে সে বড়। তুমি
নদীতে নাকি টেনে কিছুড় লিয়ে এসো গো।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা করে এসেছেন।

জগ। উহা তোরে চিন্তে পারলুম, তা আমার
চেনাচিন্তে কাজ নেই, তাদের খেয়ে মাছ, ও
ও দিন পাকি, তাকে ছোট ভাইয়ের মতনই
দেখো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। জামি গোমারে লাই।

[শঙ্করের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক

শঙ্করাচার্যের বাড়ির সম্মুখস্থ নদী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। শঙ্কর-বান্দা,

আজি ঐরাণ্য অভাবে এ শরীর আজি
শীত হও শতশর।

যদি খোর কুঞ্জীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী সঙ্গলমধ্যে কর অবস্থান।

বস্ত্রপি আমারে হের এ সংসারে—

করি আক্রমণ, সঙ্গিলে করিই নিগমন,
পাপ-পঙ্কে আশ্রিত করহ নিত্য জ্ঞান।

কিন্তু যদি পারি কহে, স্যামি আশ্রম,

আজি এই গুণগতি বহিও নথ্য।

গুণ-সংস্কারে—

অন্ত দেখে কতু দরিদ্র্য এ সংসারে,

দোখা হইবে তব সনে। (নদীতে অবস্থান)

(রমা ও শঙ্কর প্রবেশ)

রমা। লোকের যে বলে—নদীতে হেঁচক মূখে
আর পাগলের মতো দৈববাণী হয়, দেখছি তো
তাই, তা তো সত্যি। ছোটো কান বলে যে
নদীটা আমার বাড়ীর দোর-পেড়ায় টেনে
নিয়ে যাবে, তা তো ঠিক।

শঙ্কর। আমাদের কর্তা বলে—অমন হয়। অমন
অনেক নদীর মূখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি
চড়া পড়ছে, আলকের নোর বৃষ্টিতে এই দিকে
অন্য হেঁচক।

রমা। ঠিক ওদের শোর দিয়ে চল ভাবলো
ওদের নদীনারাণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ
দিয়ে বেগে এসো, হোচ্চা এলে মন্দিরটে ডুব
যেতো। ও সব ভাই ঠিক দৈববাণী মনে হয়।

জগ। (মহা নদীপার্শ্বে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর
—ও শঙ্কর। জলে নামিও নে—কুমীর দেখা
দিয়েছে, ও রে উঠে আর—উঠে আর—

শঙ্কর। (জগ হইতে) ওসো আমার বড় কুমীরে
ধরেছে, আমার মাকে ঢাকো—

রমা। ও রে সর্বনাশ হলো রে—সর্বনাশ হলো,
শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে।

(বিশিষ্টার বেশ প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—
শঙ্কর। মা, আমার কালে ধরেছে, আমার কেউ রক্ষা

করতে পারবে না, তবে যদি আমার দয়ামগ্নহণে
অতুমতি লাও, তা হলে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ও গো, আমার দর্শন লাও, কেউ রক্ষা
করো।

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অতুমতি লাও, বুঝা কেন
জলে অবতরণ কর? এই দেখ, আমার দুই
জলে নিরে যাচ্ছে। মা, অতুমতি লাও, বুঝা
কুঞ্জীর এইবার গভীর গ্রাম নিমগ্ন হলো—

বিশিষ্টা। আমি অতুমতি দিচ্ছি—আমি অতুমতি
দিচ্ছি—বাবা আর—

শঙ্কর। (জগ হইতে উদ্ভিত হইয়া) মা, কুমীর

আমার পরিচয় করেছে। মা গো, গুড হান দিচ্ছে অশেষ যত্না ভোগ করেছে, আমার ক্রোশে লালন-পালন করেছে, আজ আমার জীবন দান করলো। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্ম-পত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অন্নায়, তেঁঁদের প্রকাশ করাছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়। তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষময়। (বাবা) আজ সেই অষ্টবর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তোমার আদেশ ছিল, যদি অষ্টবর্ষে আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করি, আবার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংকল্প অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের অমুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। প্রত্যয়ে তুমি যে অমৃত্যু দিতে অসম্মত ছিলে; কিন্তু মা, মাদ্র প্রত্যয় তোমার, মৃত্যু কাল কুন্তীকূপে আমার সব অঙ্গের উপরিত করছিলেন। উপাস্যায়, তুমি অমুমতি দান করে

ব্রাহ্মণী তিনটি আমলকী দিয়ে কান্ডে কান্ডে গুলেছিল, “বাবা, বিবাতা আমাদের বীন ছুঁখী করেছে, গৃহে মুষ্টিমাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা করবো?” ওনতে পাঠ, ছয় বছরের ছেলে ধ্যান করে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ আসে এনে তাদের ঘরে অটলা করেছে।

মা। তা না দেখি, ওরা মাঝে-পোয়ে কি কচ্ছে।
বাবা। না ভাই, আমি দেখতে পারবো না। আট বছর ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ করবে, দেখে বক কেটে যাবে।

কমা। দক্ষিণাত্য কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?
বাবা। শকরের না পরিহার করেও কখন মিথ্যা-কথা বলে না, এখন অমুমতি দিয়েছে, বাক্য করবে না।

কমা। আমরা ভাই প্রাণ দেরে পারচুম না।
মিথাকপায় সর্বক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিবাত দিয়ে কি স্থির থাকে যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।]

বিশিষ্টা। বাবা, তোমার জন্মের যে, কান্দনা অপেক্ষা হীন কাণ্ড আর বিদ্যাপ্রতি নাই।
বাবা। পুত্র কাণ্ড। তবে অনেক যত্নভোগ করেছে। আজ আমি তোমার ছেল পত্র দান করি হ'তে বিদায় সেবা করা হ'তে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছি। আমার এক যত্না সম্ম করতে ভগবান, কখন বলেছিলেন? আমি অভাগিনী দক্ষিণী, তাঁরই ইচ্ছা। হান বোকা। এসো বাবা, হবে এতটা, আজ তোমার কোলে অন্ন ব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কান্দনা কেন আমার কুর্ঘ্যো-দয় না দেখতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

কমা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝতে পারচুম না, মাগী অমুমতি দিলে আর কুন্তীর ছেড়ে দিলে?

বাবা। বোন, সকলই আশ্চর্য্য। আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গুহে একটা জ্যোতিঃ প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শকরের সকলই আশ্চর্য্য।

কমা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা ওনতে পাই। এখন একমুহুরে ভিক্ষা করতো, এক ছাগলী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা করতে যায়,

পাকম গর্ভাঙ্ক

শকরাচার্যের বাড়ি।

শকর ও বিশিষ্টা।

কমা। মা, তোমার অমুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাসগ্রহণ করছি, কালকূপী কুন্তীরের কবল হ'তে পরিব্রাজ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল শাস্ত্র পড়েছ, বলতে পারবে, কি উপাদানে বিবাতা রমণী ব্রজন করেন? মানাত্ত মৃত্তিকার দেখ হ'লে কি এত সন্ত হব? সে কি তোমার মত পুরুষকে বন্যাসের অমুমতি দিয়ে জাণ ধরতে পারবে? তুমি বলে যাবে, তাতেও কি যত্না হবে? আমি নি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়।

শকর। কথ শোক বিবাহর জননী আমার, ভক্ত পরীর, ক্ষণভাতা দীপ্তি সম্ম দশদ্বায়ী জ্ঞানাস্ত্র মানদা জীবন, ছুঁত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময়, শোক হুঃখ আনন্দ বৈভল, অশ্রুস্রাবী এ ক্ষণ-জীবনে।

কই যে আমার কোণে শরৎ, কান্নাও শুনে
গান কভে শরৎ, এই আমার আঁচল ঘরে
শরৎ, এই যে আমার শরৎ বেদ পাঠ কভে!

মহা। হাঁ না, এসো এসো, ঘরে এসো—তোমার
শরৎ তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমার
দেখতে এসেছি।

[বিশিষ্টকে লইয়া মহামায়া প্রস্থান।]

মহা। মোজা খুঁড়ো, এ নাগী জোর! এ গল্পশোভে
পাগল হয়েছে, তাঁকা আছে সন্ধান পেয়েছে,
হাতারে, তাই 'মা' বলে এসেছে, খুঁড়ো, ও
মাগী! হুঁড়ো!

রাম। তুই যা তে বাবা, দেখতো—

মহা। খুঁড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনী, আমি
একলা ওর কাছে যেতে পারবো না। ওঁ ভগ্ন,
পাছাকোলে করে তুলে নিয়ে গেল! বেঁটা
ডাকাতনী, বেঁটার সঙ্গে লোক আছে।

রাম। ও তো—চন্দ্র—দেবি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

নগদা তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম।

ধানময় গোবিন্দনাথ।

(একবে প্রবেশ।)

শরৎ। যেহি এই বিস্তারিত শুক্লদেব ময়,

স-স্বরূপে অবস্থিত সমুদ্র আশ্রম।

প্রত্যক্ষ জনসংস্পর্শে নর-কণ্ঠবলে

হেঁচি স্বাধীন বহন

অসিত হইল জনগণ,

তাই ধরি মানব-সুখ

ভগবান্ পাতিব্রজগণে

বসিতেন প্রভু ময় পাতাল ভুবনে।

এবে যম কল্যাণ-সাধনে

যতিগণ উদয় শুভায়

গোবিন্দনাথের কলমেবরে

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,

পরব্রহ্ম মানব-স্বর্গে,

কহি নমস্কার পতি চক্রে-অমৃত,

অমৃত-জিমিরে অমৃত ময় আমার,

জানাজনে বিদ্যা চক্রে-অমৃত প্রদান,

অনন্তীয় ভূমি ভগবান্

কল কল্যায় কলির বিজয়।

(সংলাপে প্রস্থান।)

শরৎ। বাপু, কান্না-সংসার-কান্না

শরৎ। প্রাণায় যজ্ঞিনঃ—অমৃত-সংসার-সংসার

মাগমন করেছি, বিষ্ণু-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

শরৎ। অমৃত-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

শরৎ। কহি নমস্কার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

সংসার-সংসার-সংসার-সংসার

(সংলাপে শরৎের কমণ্ডলু-প্রবেশ।)

গোবিন্দ। (চক্রে উল্লীলন করিয়া)

বৎস, মুক্ত কর নন্দদায়,

হের জনগণ ব্যাকুল শব্দে,

জল বিনা জাতিবে জীবন।

(শরৎের নন্দদাকে মুক্তকরণ)

কহ যৎ, কেবা তুমি, কি নাম তোমার?

শরৎ। নাহি-রূপ, নাহি-নাম, বা বা-উপাধি,

চিদানন্দ শিখর স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল ময় ব্যাসের বচন।

অবগত হইয়াছি প্রসবে তাহার।

শিব-নিরোক্তাবিহারিণী শ্রবণদ্বী

উত্তরশাহিনী বেড়ি গুলী মেথলা বেগমতি।

কুতাপ্ত—কুতাপ্ত গর-জনম আমার।

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের চন্দনপা কুঁড়র
চারিটি সহ প্রবেশ।)

(সকলের গীত।)

ভরপুর নেশা কেন করবি ফিকে।

এটা সেটা তটো দিকে দেবে।

মজা তো মজা আর ফিকে বেগকল,

পুরা মজা গিয়ে থাক না মজকল,

জাকা ভেঁকা পারা চান্বে জুজু জুজু,

আপনা মজাতে মেজ পুরা দেবে।

বে-মজা আসবে তো দিবি ফিকে।

শঙ্কর। এ কি বিয়! সুরাপানোয়ত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালিনী

কুঁড়র সমভিবাছার পথ রোধ করেছে, (প্রকাশ্যে)

আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ?

গদ্য-মানের পথ রোধ করে উনাতের দ্বার দৃষ্টি-

গীতে মগ্ন আছ। তুমি অশান্ত, পথ দাও, দূরে

অবস্থান করো।

চণ্ডাল। (কুঁড়রকে হুকুম করিয়া) ছাঁদে কেবো,

এটা কে বটে রে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে বর্জর, তুমি বপান বপানি কল না?

দূরে গমন করো।

চণ্ডাল। (অত কুঁড়রকে সাহাবন করিয়া) কি

সদলে বেগমতি, বি বসছে বুঝ কলতে পাচ্চি?

হ্যামি ত পারচি। এটা মদ পেয়ে কি আবল-

জাবন বকে রে?

শ্রীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে?

* [শঙ্কর: (খিণ্ড) এ সুরাপানী ত গঙ্গামানের বড়

বিয় করলে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, গরুর পথ

বুজ কর—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা থাপা পারা। দেখছ কেনে?

তোমার বাতটা ত বুঝতে লাড়ি।

শ্রীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর—দূর হা।

চণ্ডাল। দেখছি তো সন্ন্যাসী, শেকেন তোমার

আকলতা ত দেখি না। সন্ন্যাসীজ্ঞা করে

পেরফিকে ভোগা দিলে পেট চালাক। (কুঁড়র

প্রতি নির্দেশ করিয়া) এই কোলা-কলারি

বা আছে, তোমার তা মাগুম নেই। তুমি কি

নেলাপেলা বাৎ বসে বটে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্জরের আচরণে কোম সাধারণ

করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) দরব আমার মিকট

হাতে দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেমন খারা বাৎ বলে রে? ইহা রে

কোলা, তোমার আঁতের কথা জাম না, সন্ন্যাসী

হয়েছে। কে কাকে কোথায় পরতে বসছে

নে? ইহা কোলা, ইহা রে বোলা, অমন কোক

ছেড়ে কোণার দাঁব রে? ওরে চৈতন্যকে জুলা

করে রে! দর্শন অথও জাননা দপটা ঢেলে

না, জুলাকে জুলা বসতে চাই। চৈতন্যকে

কারাক করুন। এ কেমন মাগুম রে? এর

আকলতা ত দেখি না।

শ্রীগণ। আরে কে বটে বে—কে বটে?

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ নির্মতি

বাক্য প্রয়োগ হচ্ছে! চণ্ডালের বুঝে এ কি

বাক্য! মজা—অসম, মজা, অধিত্য প্রবন্ধ

প্রবন্ধের ত কোন নাহি।

চণ্ডাল। আমার খোড়া খোড়া আকল বাকি আসছে

রে কোলা। আরে বলে, তোমার আঁতের বাতটা

দমজ করিয়ে দে। বল তো—গঙ্গাভীনে পুষ্টি

আব হাড়ির দরশ যে পুষ্টি চকক, এ কি

জুলা পুষ্টি? এ বাতটা বকে না। বুঝে না,

সোনার কলসীর বিড় আর কাঁচের হাড়ির

বিড় আকাশটা জুলা জুলা বসে। ও তো

কারাক দেখে—এক দেখে না। ও কেমন

সন্ন্যাসী রে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে বে—কে বটে!

চণ্ডাল। কি অভিনয় রাখে রে! এ চণ্ডাল, এ

সন্ন্যাসী এ কি বলে রে? আধারে এককে

নানান দেখে, উজ্জিক কপা দেখে, দাঁতের

গাপ দেখে—এক জানে না, জুলা জুলা জানে।

—তুই কেমন মাগুম রে?

শ্রীগণ। আরে কে বটে বে—কে বটে!

শঙ্কর। সাহাবন, কি হেতু হুনা মজা বটে?

দেখ পরিচয় কোন্ মহাশয়

উদয় লঙ্কায় মন।

মহাকাব্যভার—বর্ষা-শস্য
জানহোতি বিহীন বরষাতে;
বর্ষাপরতার কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম অচ্ছন্ন ধরায়।

তবু তবু কবিত্তে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
বেচ্ছার সে মহাতার করছি গ্রহণ।
উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস, এস, বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যাভিচারে কলবিত্ত ধরা!

মননন। এই যে যতীশ্বর সর্বস্ব তেজঃপুঞ্জ

মহাপুঙ্ক গুরুদেব আনার সন্মুখে।
অকিঞ্চনে চাহ পোত করণা-নরনে।
দাবদ্য শশকের প্রায় ভূমি এ ধরায়
শান্তিহীন জিতাপ-নীড়িত;
বিপ্রহুগোস্তব দীন দাস—
কাবেরী তটনাগটে জৈনদেশবাসী,
আশ্রিত বরণাগত কর রূপা দান।

শঙ্কর। বৎস, তব দর্শন-রাশির

প্রতীকার বহুদিন আছি কশিরামে।
শান্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার,
বিবেক বৈরাগ্য তব মাখী
বিরক্ত সোপানী ভূমি;
মাহাত্ম্য তোমার,
বহুকারী করিব উপকার।
'তবমপি' মহাবাক্য করছ গ্রহণ;
নরক ত্যজিয়ে আরাম ভূমি আজি।
যথায় ভূমিলে—নরক অত্যাচার-পরশনে
জীব সিদ্ধ হবে;
রূপার তোমার,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত;
জানচক্ষুসে—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন।

মননন। গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,

সিদ্ধ প্রাপ, নবীন জীবন দান করছ কৃপায়।

শঙ্কর। এস বৎস, ওই বটুকুলে আসিন আমার,
মানসে করিব লোহে শাস্ত-আলোচনা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

শব্দমালাধার বাটীর প্রবেশ।

(রূপদ্বারের প্রবেশ)

জগ। বামুনপুত্রের আকুল দেখ দেখি, বাড়ীতে
অতিথি-পতিত জেরে না, ভারতে না আছে, মাগীর
পৌতা টাকা আছে। মাগীরে তাজিরে ভাই
গিবে। মাগীরে তাড়াবে এলে হাতার বাড়ীবে
নি—বা থাকে বরাতে শেষে। সর্ব্ব দিগে গেল,
ভাতে মন উঠছে নি।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্ট। কে রে, কে আমার মা বলে ডাকল।
শঙ্কর এলি ?

জগ। (স্বগত) ইস, মাগীর আর-বাঁচবার ব্যায়
নেই। ব্রহ্মদত্তি মাগীর এসে যে ছুটি খাওয়াভে।
সে বেশ ভুতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি
—তবে একটু ভয়ও লাগে।

বিশিষ্ট। বাবা, এসো—তুবি যে অনেকদিন মা বলে
ডাকো নি, তোমার চাদমুখে মা বলা যে অনেক-
কাল শুনি ন।

জগ। না মা—তুই বাড়ীর বাবকে আনবি ? চান
করবি ? আর কেননা, একটু স্বাকার দাবি,
দর বসে কি করবি ? চান করবি আর, আর,
আর—

বিশিষ্ট। বাবা, আমার শরীর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে
না। সে এখানটি না হলে বসে না, এখানটি
নইলে তার পড়া হয় না, এখানে সে শুতে ভাল-
বাসে,—এখানে বসে দৃষ্টি খায়। লোক বলে,
বিজ্ঞা শিখেছে—কিছু বস্তু যেতে জানে না
আমি না থাইয়ে কিংবা খেতে পারব না। আমি
আবাগী খানে গিরেখিলুম—ইন্দ্রেনে দেখুবে
এসো না, যেমন অন্ন, তেমনি পাত্রে মাছ, বাছা
খেতে পার নাই।

জগ। এঃ, মাগী একটা ভাত দিতে পারবে না—দুই
তোর ল্যাখাপড়ার মুখে ছাই। জানত বটমার
বরে ল্যাখাপড়া শেখে না—বেশ জ্ঞানী বাবা
মাগছলে যে নাই, তা হলে কি বাবা তোর
বিষায় সন্দেহ—পরিচয় হলে খাওয়া
দিব। বামুনপুত্রের ওই ভাত হতে

আমাদের কামখাপড়া শিখাও না। খাপড়া
হোককে শিখায়, আর খাপড়া না করে।

(মহামায়ায় প্রবেশ)

হ্যাঁ গা, তুমি বেশন জ্বর গো—কেন বেশন
বরের মেয়ে গো? মাগী ব'লিন আর নি, তা
দেখ নি,—আর 'না' ব'লো মেয়ে মেয়ে এসো।
বাও—পারো ছুটি খাওয়াও; আর দেখ—
জাত-জলান মাগীকে বাড়ী থেকে খোঁ
সেবার যোগাড়ে কিচ্ছে। চাষের জমী নিয়ে মন
উঠে নি, দুটো খেতে দিতে দীর্ঘ মেয়েছে। তা
নেই দিগকে, তো মাগীর ভূত খেত থাকে।
অতিশ-পতিত নাগা-ককট কেউ তো গেরে নাহ,
তা দেখে পাড়ার লোক বুক কেটে মরছে। আর
কচ্ছে গো, নমিক তাড়াবে, ব'লেছে
এসবে।

মহা। মারুক, কার বাবা মারে যেখান গেল
তাড়াবে?

জগ। বেশনগা, আমার দেখে শুনে চিনে থাকো।
বাক্যহতে একলা চক্কো বাড়ী থেকে আসে,
আমার হাতে চেপে নি। আর আর একটি বসন
আনা করাও, ছুটি রান্নাবান্না করাও।

মহা। তুমি বাও, আমি খাওয়াচ্ছি।

জগ। হ্যাঁ দেখ বাবা, তুমি তাশ বেশনজ্বর বরের
মেয়েটি বাউ, কিন্তু তোমার ভৃত্যুড়ে তাবটি গেলো
নি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়াবে, আর বুন
রাণো?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—একটা পরামর্শ করি।

মহা। কি?

জগ। তুমি আমার হাতে চাপতে পারো? তা হ'লে
আমি তো আমন-জলানের কবলে দিচ্ছি খাই।
আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,—
আমার কেউ কোথাও নাই যে, এখা এনে
আড়ান-কোড়ান করবে। তুমি প্রাণনি ছেড়ে
দিয়ে বেও।

মহা। কুসমখ, তুমি আমার ভয় বর কেন? তুমি
মাকে জগবাবু,—আমি তোমার উর বড় পুরু,
আমি কোকিল বড় ভালবাসি।

হ্যাঁ দেখ—ভালবাসার কাছ নেই, তুমি নাহের
খোজ-খবরটা রেখো, আমি পালপালকবে এক
আঁটা কোকিলাস মোগাড় করে
খাওয়াবো।

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার জ্বর ছেড়ে কোথায়
গেলি? আমি যে জোক না দেখে থাকতে পারি
নি। আমি যে চারকি অঙ্ককার দেখছি, আর
বাবা আর।

না—না—কেন কীসে? তোমার শর
আমার শির পড়াচ্ছে দেখে এসুম।

বিশিষ্টা। বা—কখন আসবে? সে যে ব'ল নি।
তাকে ডেকে আনো।

মহা। না মা, তো এখন শিশুর পাঠ দিচ্ছ—সে
কি এখন আসবে? তার বি এক আন জন শিখ
সে, পড়ান শেষ করে আসবে? যে তোমার
কেতে বসেছে, তোমার পোষাদ দিয়ে বাগে, তবে
সে থাকে।

জগ। (স্বগত) হ্যাঁ—সকাল রাখে। এই যে কাগী
খেতে লোক এরেছে, তার মুখে জলদান বুকে
বাক্যের শেষ পোশ শিখি লোক হুগেছে।
(প্রকাশে) তা! গা—তুমি কি ক'রে জাসে?

মহা। আমি যে এই দেখে এসুম।

জগ। (স্বগত) হ্যাঁ—চলে যাওয়া-আসা করে।
(প্রকাশে) তা! হ্যাঁ গা, একদিন গাছে চাপিয়ে
ছোলাগায়ে এনো না, মাগী তা-হতাশ করে,—
দেখিয়ে নিজে গেলো না।

মহা। সে অঙ্ককার না, আমি তো তার পক্ষ এনে
কোজ দিচ্ছি।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া আসা কলো নাকি?

মহা। আমি যে তার কাছে নিরত আছি। আমায়
যে অভয়, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে
তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এ! তার কাছে আর তোমার পেস্বে হয়
নি। সে—সে কখনের বায়ন নয়, আরিষ্টী
ঝাড়লে কাউকে তার টেকেতে হবে নি।

মহা। সে কি? আমি যে তারে ব'রে বুজা করে
কোড়াই।

জগ। এই নাচন-কীদন জগতে—সে চিড়িগাড়া
ছাড়বে, তার বাবার বাবা তার কাছে দেখতে
শাববে।

মহা। আশ্বিনে কানো ?

জগ। তুই বৰি কই ? আমি তো এওঁতে এওঁতে
তোৰ গাই-গৌৰি জানতে চেয়েছিলুম, আমি
বাৰ গয়াৰ গিৰে তোৰ পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম,
তা তুই বৰি কই ? তা না বলেছি নেই
নেই, তুই যে এই বাগীকে দেখি শুনি, এইতে
মনে কৰি, তুই বাপেৰ ঠাকুৰ পেজী। তা দেখে,
ছেলেৰ শোকে যা দেখছি, মাগী আৰু দিন
কতক টেকে, তাৰ পৰা তোৰ পুৰী হয়
আমায় বৰিস্— আমি তোৰ পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে পড়েছি, আমার কোটিকটেও
নিস্তাৰ নেই। চকল হয়ে বেটিয়েছি, বেড়াছি,
বেড়াবো।

জগ। আজ্ঞা, তুই কে ?] *

মহা। আমায় চিনেব; আমি গোমায় পৰিচৰ
দিয়েছি—বুৰতে পায়ো নি। এখন বুৰবে—
তখন চিনবে।

(শব্দ)

যে আমায় চেনে, আমায় ভেনে আপনি থাকে না।
নবাই জানে, যেন শুনে মনে পায় না।
আমায় জানতে পাৰে, তাৰ কাছৈ থাকি স'ৰে,
এই ধৰে ধৰে কাত নাহে, দেখে দেখে নাহে
ভাবনাগি থকতে আশি, থকাৰ হাৰে কান্ধা-হাসি,
কত দেখে কত টেকে, থকা দেখে নাহে।

অম। ভুতুৰে গমনও গমন মিটি।

বিশিষ্ট। না, দেখ দেখ—ছেলে-বুড়ি কি না,
গৰুৰ আমায় শিব নেজে এসেছে। আহা, দেখ
দেখ—আত্ম-বিভূতিতে বাছাৰ যেন কপোৰ
শৰীৰ হয়েছে। আ মৰি মৰি—কি জটাভূটখাৰী,
কি সুনৰ বলাটে শিশিলা একেছে। কি
উজ্জল চোখেৰ দীপ্তি। সম ক'ৰে কপালে আৰ
একটি সুনৰ চোখ একেছে। ও মা, ও মা—
কি কৰে গো—বুড়ো মিলেগোলাৰ আক্ৰম
নেই গা, ত্ৰিকেশ মিলেগা আমায় বাছাৰ
অকল্যাণ হবে বোবো না! দেখ যা দেখ মা—
বাৰণ কৰো, আমায় বাছাৰ পায় যেন দিবপত্ৰ
দেখ না। কই রে—কই,—আমায় গৰু
কোখায় গেলি! বাছা, দেখে যা, পল আমায়
বুগা জ্ঞান হাছে, কেঁদে কেঁদে চকু জ্বল হয়েচে,

চকু বিনা আমায় দশকে শূন্য। আৰু বাছা—
আমায় অকলেৰ নিধি ধৰে আৰ। এই
আমায় বাছা এসেহে—ওহ যে—ওহ যে আমা
না ব'লে ডাঙহে।

[বেগে বিশিষ্টাৰ গ্ৰহণ, ভাষণকাৰ মহামায়
ও জগদ্বাণেৰ গমন।

তৃতীয় গর্তীক

বাৰাণসী—গজাচীৰৰ শকবাচীৰ্যেৰ আশ্রম-সমুখ।
গণপতি ও শাস্তিৰাম।

গণপতি। সনন্দনৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ সৰ্বাপেক্ষা প্ৰেম।
তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব কৰতে পায়েন। এ
দিকে অশাচাৰী দেখতে পায়েন না, কিন্তু সন-
ন্দন যে অচাৰ্যদ্বষ্ট, তা দেখেও দেখেন না।
শীতল ভয়ে এক দিনও গৰ্হাশ্রম কৰে না।

শাস্তি। বড় কিঞ্চি। শিপেছে, বড় কি জানো,
শুভচৰ বুলেছে, "শিষ্টা আৰু আশি এক।"
জগ-গৰু এক—তা আমায় জানি, তা আমা-
দেৰ অত পিৰি কত, আমায় গৰ্হাশ্রম না
কৰে তো বিশ্বকৰ দৰ্শনে স্নেহে পায়ি ব।

(শকবাচীৰ্যেৰ প্ৰবেশ)

শকব। সনন্দন কোথা গেল।

গণপতি। (জনাশ্ৰিত) পদে পদে দেখেছেন।

শাস্তি। আজ্ঞে, আপনি যে, পদে কি কাৰ্য্য
পাতিয়েছেন। ই যে—পদে এসে সনন্দন
দাঁড়িয়েছে পদ হাতে গাঙ্গে না।

শকব। সনন্দন—সনন্দন; শীঘ্ৰ পদে—সনন্দন,
এসো—এসো।

সনন্দন। (গজাৰ পদাশ্রয় কৰিতে স্থান পায়
কপায় ভবসিদ্ধি পায় হৃদয়, তিনি আশ্ৰয়
কৰেই আমি সনন্দন মন পদে পদে পদে
ক'ছি।

শকব। সনন্দন, এসো—

সনন্দন। বাই পদ পদ—পদ গুৰুত্ব।

(গজাৰ অদভবনপূৰ্বক প্ৰবেশৰ পৰা সনন্দন
প্ৰতিশব্দৰূপে পদাশ্রয় পায়ৰ পদাশ্রয়।)

গিরীন্দ্রাবলী

১। বৎস, দেখ—দেখ—আজ! —
সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদীবেগে পর
শুকুটিক হুহুত।

সনন্দন। (নিকটবর্তী হইয়া প্রশ্নানুসারে) প্রভু
দাসের প্রতি কি আশঙ্কা হয়?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা করুন।
(সনন্দনের প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈশ্বরশপথঃ
তোমার কতই নিরাশ করিয়াছি, এতে গুরুদেবের
নিকট অপরাধী হয়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে
সে অপরাধ মার্জনা হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই—কেন ভাই—মিনতি কচ্চ?

ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়।
গুরুদেব যখন তোমাদের শারীরব্যথা করেন,
আমার মনে দীর্ঘ হয়, প্রভু পুণি আমার গুরুপ
বাঁধা করে এমন না। কিন্তু গুরুের প্রতি
শিতার সমান কৃপা, আরও অজ্ঞানতা বশত,
বুঝতে পারি না। মাতা গুরুই কোন গুরুের
কিরূপ আহ্বান-বিহারে বাধ্য বর্জন হবে, তাঁর
ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব সঙ্গত অধিকারিতম
জান-স্বরা বিতরণ করেন। ভাই, এখান—আমরা
গুরুদেবের কথামনি বরি।

সত্যন। স্বয়ং গুরুদেবের কথামনি।

গুরু। বৎস সনন্দন, আজ হ'লে তোমাদের মহাপদ
বর্জন করিয়া, কেবলমাত্র গুরুদেবের কথামনি
কি আশঙ্কা গুরুদেবের কথামনি একমুখিতে
আমাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা
যে এমন কথার, ভাবের, যা আমাদের

(ছদ্মবেশে কথামনি)

দাস। অহে, এখানে কে আসুক, সনন্দন, তুমি
না? তিনি না বেদান্তবাক্যে তুমি, গুরুদেবের
তিনি কোথায়?

গুরু। প্রভু, দাস আসুক, সনন্দন।

দাস। কে—তুমি—তুমি ভাবনা? তুমি বাক্য
গুরুদেবের কথামনি, তুমি কথার, তুমি
দাস না কি?

দাস। কে—আপনি—আপনি কি? গুরুদেবের
মহাপদকে কি ভাবনা করছেন?

দাস। ভাই, ভাই—গুরুদেবের কথামনি
কথার, তুমি—তুমি পার?

গুরু। প্রভু, যে সকল গুরুদেবের
মহাপদ অবগত আছেন, তাঁদের আমি জ্ঞান
করি। আমি তাঁদের মহাপদ, আমি ভাবনা
কর ব'লে সঙ্গীত করি না, মহাপদ গুরু
এই ক'রে প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর
দিতে প্রস্তুত।

দাস। ভাই—ভাই—আমি তোমার ভাষ্যদর্শনে
উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই
হানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে?

গুরু। কৃপানিধে, যদি পদার্থে আমার আশ্রয়
পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

দাস। ভাই ভাই, তোমার আশ্রয়ে উত্তম স্থান।
[শঙ্করাচার্য ও দাসের প্রস্থান।]

সনন্দন। ভাই, এ দুই ভাষ্য কে? কোন ভাষ্য
মাত্র কতি নিশ্চয়; নচেৎ গুরুদেবের কথামনি
বাঁধা জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপদ ব্যতীত
এই সহিত তর্কে অগমর ভাষ্য সত্য করা
দুঃসম্ভব নয়।

গণপতি। তোমার ওই কথামনি—চারিদিকে মহা-
পদ দেখছ। ইদানীং কিছু বাড়ানি—
বাঁধা দেখছ, সিদ্ধান্ত দেখছ, গুরুদেব
দেখছ, তোমার সমুখ দিয়েই দূর বিবেকের দর্শনে
গুরু, আর তো তাদের বিবেকের মন্দিরে বাঁধা
পথ নাই।

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপদকে
বর্জ্য আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্বদা
আগমন করেন, আমাদের দূর বুদ্ধিতে আমরা
বুঝতে পারি না। চল না—শোনা বাক্য—
কিরূপ পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

দাস। আর কি উল্বে, হৃৎকথার গুরুদেব ও
বাঁধা দেখেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হচ্ছি।

গণপতি। আরও যেও এখন—শোনই না—কি
বুদ্ধবুদ্ধি কবলে, বল তো? নদীর জলে পদ্ম
ফোটানো কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব
জান করলেন, আমি চ'লে এলাম।

[সনন্দনের প্রস্থান।]

গণপতি। হা! দেখ—বুঝে—বললে না! গুরুদেব

কল্যাণের জন্য করতে আমি সাহসী হই
 শ্রমজ্ঞে দাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক
 আমার ভাবের সংহার করুন।
 এস। ভাবের সংবাদ তব পাই শিরে।
 চুপে র হৃদয়ের ভাষা আছে।
 তোমাকেই সঙ্গ করব।
 সন্দর্ভ প্রচারণা তব আগমন
 অটিল্য পূর্ণ বৎস হইতে।
 হৃদয়ে হৃদয়ের ভাষা করছ বচন।
 শ্রম। প্রভু,
 কাব্য যদি পূর্ণ মন ধর্মমণ্ডল,
 পবন। অসমান হয়েছ নিশ্চয়।
 কৃপার করন দাতী অপেক্ষা করয়ে,
 জাহ্নবী সলিলে আমি করি তব ত্যাগ।
 যান। অষ্টবর্ষ গঙ্গায় করিয়ে গ্রহণ
 এসেছিলে বর।
 স্পষ্টবর্ষ যদি আমি দাস প্রার্থে।
 বৌদ্ধ বৎসর পূর্ণ যদি তোমার,
 হয় যদি কার্য অবদান।
 মঙ্গল আদর করি উচ্চৈঃস্বরে—
 দেবীলা বর দরশন,
 কেবা তুমি, দেহে কি কাজ,
 মনোভে বোকার কে বলে দেবগণ।
 শ্রম। গ্রহণ তব প্রকাশ দরবে,
 শ্রম। হইবে হবে মনে দরবে তোমার।
 হে তোমার—
 বৌদ্ধগণ বিনাশ করণ,
 শ্রম। করিতে হইবে,
 কাঙ্ক্ষিত অবতার শ্রম। আদেশ,
 বিখ্যাত ধর্মাত্মক কনারি নান।
 যবে তুমি দেবে দরশন,
 করিবেন বরদান স্বর্গে গমন,
 শ্রম। বরদান তব প্রার্থে।
 বর। বর। শ্রম। বর। বর।
 কাঙ্ক্ষিত বরদান বর। আদেশ,
 গার্হস্থ্য প্রার্থে।
 নিমিত্তে অনাদর তাঁর।
 শ্রম। করি তাঁর,
 শুধু নহে 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি নান,
 কল্যাণে মাহাত্ম্য প্রকাশ পতীশ্রম।

জ্ঞানলাভে কর্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
 মুক্তিপ্রদ কর্ম কর নহে।
 করহ প্রমাণ—
 শ্রম। করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।
 নাবীকণে সবরতী পৃথিবী তাহাব,
 দ্বাদশমে বর দেবী বর প্রতীক্ষায়।
 আশ্রয় দি নহে বর হইক তোমার,
 বৌদ্ধ বৎসর রহ অধিক সংগারে।
 নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদ্রুত,
 নার বেদকাণ্ড হোক নাশ,
 শ্রম। দান, পাশাচার-নিবারণ
 বর। বর। প্রতাবে তোমার।
 শ্রম। বর। প্রার্থে,
 শ্রম। উচ্চৈঃস্বরে গৌরব-প্রভাব
 শ্রম। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনাব শ্রম।
 জ্ঞান। ভাষা তব লোকসমীপে পৃথিবী হয়।
 শ্রম। ভাষা।
 (অতঃপর)
 শ্রম। কৃতার্থোহম্—কৃতার্থোহম্।—(শ্রম।
 শ্রম। বর, তোমার শ্রম। হও, অতঃপর আমি
 প্রার্থে।
 শ্রম। প্রভু, বরদান করুন।
 শ্রম। যদি অশ্রম। হয়, একবার নগর-প্রার্থ
 শ্রম। করি। শ্রম। মনোহর স্থান, যে
 শ্রম। তপোবন।
 শ্রম। বর, একপ কৃত্তিম তপোবন একশে তাঁর
 বর। অশ্রম, এই সকল প্রার্থে বৌদ্ধদিগে
 শ্রম। ব্যাচ্যার, অনাচারের বিবাদভূমি
 শ্রম। অশ্রম হও, আমরা ঐ পথেই গমন
 শ্রম। করব।
 শ্রম। প্রভু, যদি একপ কৃত্তিম স্থান, তা
 শ্রম। আমাকে একক অশ্রম হতে আত্মা কছে
 শ্রম।
 শ্রম। বর, কি বিরাট অত্যাচার-দমনে
 শ্রম। নিমিত্ত সেসবের আমাদের উপর ভার
 শ্রম। করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রার্থ
 শ্রম। করবে। আমি দাঁড়িবে তোমার পাশে
 শ্রম। হই।
 (শ্রম। প্রার্থে)

শঙ্করাচার্য

চতুর্থ গর্তাঙ্ক

শিষ্য। প্রভু, আমিও সকল

করছি

কেবল আপনার আদেশে পান।

একজন ব্রাহ্মণের।

(বানরীর দ্বারা সংকটজনক)

এই বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণিক ও শিষ্যগণ।

(ইহা জন জীবনোত্তর এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ)

[নর্তক ও নর্তকীগণের দ্বারা পূর্ণের আগমন]

শিষ্য। আপনার বিহীন কী? এ কুমারী
যে আপনার করগত হবে, এ আমরা মন্তব্য
পরিচয় জানি নাই। আর সর্বোপাখ্যা,
আপনি সন্মানিত বা বিবরণ করুন?

কাপ। তাহা, আশা-আশা, তুমি এই সকল
শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান করবো।
তোমরাও কাম করে গাছকুমারীকে বন্দীভূত
করতে পারবে।

শিষ্য। অতঃপর আমিও বন্দী, যদি আজ্ঞা দেন,
তুমিও প্রসন্ন হইবে। কুমারীকে লইয়া প্রভু
আজই বিহার করুন।

কাপ। আমার অশীতিবৎসর পরাক্রম অতীত
হয়েছে। সেই সকল বানরকে হৃৎপিণ্ডে যে
সমস্ত সুরা প্রসৃত হয়েছে, সে সুরা উপস্থাপি
একপক্ষ পান করেও আমি প্রকৃত যৌবন
লাভ করতে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু
তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের
বক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রসৃত করে পান
করি, দেখি—বহিঃসবল হই।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে যেমন
সুরা প্রসৃত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য
শক্তি আজ্ঞা করেছেন। অতঃপর সেই সুরা পান
করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোগী, কুমারীও
আলিঙ্গনত্বা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

কাপ। কুমারীকে আজও আমাদের কার্যতঃ পরভা
করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র
হইয়া থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীতপ্রভাবে আমরা
আদিবনে কুমারী সম্ভা হই কি না। নর্তক-
নর্তকী ও উল্লীশক সুরা লইয়া এসো, আর
কুমারীকেও আনয়ন করিতে বল।

১ম স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বন্দো, এইখা
বন্দো, এখনই দেবী-শরীর লাভ করো।
তোমার প্রতি প্রভুর বড় রূপা সেই জন্ত
তোমার প্রধান সুখিনী করবেন।

কুমারী। কি বলছ? আমি ইষ্টদর্শনের সিন্ধু
এসছি। আজ পূর্ণিমা, আজ উৎসব
করানো—যোগিবাজ আমার নিকট প্রতিশ্রুত।
দানিনী করবেন, একপক্ষ অভ্যস্তিত বস্মা কি জন্ত
বলছ? আমি চিরকুমারী-এত অবলম্বন করেছি,
ইষ্টদানে চিরজীবন অতিবাহিত করবো।

২য় স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানে না, লেখ
নামে যেন পূজা হয়, সেখান কি অপর পূজা
হ'তে পারে? ইনি তোমার ইষ্ট—এখনই
বুঝবে যে, ইনি মনুষ্য নন, নর্তকী দেবতা
চরণস্থ পান কর।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চণ্ডাব্দ
পান করবো না।

কাপ। ব্যস্ত হইয়া না, আমার প্রসাদ পান করো।
(নর্তক-নর্তকীগণের নৃত্যদ্বিত)

ফুলকাননে—

চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি হুজুতে।

ধরি আশ্রয় করে, কত রাখি আশ্রয়ে,

তারই লোহাগে মাতি ফলরসে—

কত আশ-পিয়াস জাগে;

দৌড়ে দৌড়া চাহি কত মাখ মনে।

রসরস তরঙ্গিত তাই মনে।

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান করো

কুমারী। এ কি কুংসিত সঙ্গীত! এ কি কুমারী
নৃত্য! আমি এ কোন স্থানে এসেছি?

শিষ্য। (জ্ঞানাত্মকে) প্রভু, মহাশয় হতে না
সহসে হবে না। বিজীযিকা প্রদর্শন করা হইবে।

কাপ। আজকের সহিত যমজ বানরকে পিণ্ডে
মাথায় রাখকের বস্তু—বিজীযিকা প্রদর্শন

* ভারত বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় এইরূপ হৃৎপিণ্ড-
প্রকৃতি অনেক কপটচারী বৌদ্ধ ভারতের নামাঙ্কনে গাছ-
তালে অবস্থান করিত, প্রকৃতির অকল্যাণকর সাধনার নিমিত্ত
থাকিত।

নরপুত্র সেই শৌখিনের কোটা লম্বাটে দিও
বুধ হবে। আর সেই চণ্ডাল-বাসিনীর
এনে সমুখে বধ করো।

[চৈতন্য শিরোভাষণ]

(মৃত্যু গীত চমিকোছে, এমন সময়ে বাতাস
সংহত বদ্যশিশু ও চণ্ডাল-বাসিনীর সহিত
শিখার পুনঃ প্রবেশ)

না। নাও, চণ্ডালদ্বিত পান করো।

(বদ্যশিশু-বাতাস চণ্ডালদ্বিত পান করুক)

তোমার দন্তান বন্ধা হয় না, সেই নিমিত্ত
প্রভু তোমার প্রতি দৃষ্টি করে এই শূন্য
মস্তান বসি গ্রহণ করবেন। এই ধূলা পাত্রে
শৌখিনে তোমার চোখের জল পড় এই
দুঃখই উদ্ভব হবে, যে পুত্র কোন কালে
কর নাই। নাও, এই দুই ছুরিকা দ্বারা দুই
শিত্র বন্ধ শিরীষ করো। (চণ্ডালদ্বিত প্রতি)
এই নে, দুর্ভিক্ষে চণ্ডালদের সমুদ্রে বহুর রক্ত
লবন কর—চণ্ডালদ্বিত দুই ছুরিকা ও ছুরিকা
বন্ধ করুক।

চণ্ডাল। বাঁশের আমায় ছেড়ে নাও, আমি যুদ্ধে
ছুরি মারতে পারবো না।

শিষ্য। দ্বন্দ্ব দ্বারা বধ করবো।

কাপাল। না তিষ্ঠ, যথেষ্ট কার্য সমাপ্ত হোয়।

শিষ্য। (বদ্য শিশু-বাতাস প্রতি) নাও নাও
মস্তান বসি গ্রহণ করবেন।

কাপাল। যুদ্ধভীষণ যন্ত্রে আমায় কোলে গ্রহণ
করো, যত্নে যত্নে সীতা হবে।

কুমারী। কি বিদীপিকা! এ তো কামোত্তরী
মাতিলদী কাপালিক।

শিষ্য। (বদ্য শিশু-মাতার প্রতি) নে-বসি দে।
মাতা। না কার্য আমার দন্তান না বাঁচে না বড়ুক,
আমি মস্তান বসি দিতে পারবো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেয়ে না—মেয়ে না—
কুমারী। (আকর্ষিত হইয়া) কষ্টে কষ্টে,
আমায় পক্ষ বসিবে।

কাপাল। প্রেরণি, সীতারাম নাম—সীতারাম
কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ত পড়

(বেশে সম্মানের প্রবেশ)

সম্মান। ভয় নাই—ভয় নাই। (কাপালিকের
প্রতি) আমার চণ্ডালদ্বিত কাপালিক—

কাপাল। কে ও? সম্মানী!—তোমার মস্তকের
প্রবেশন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন করে
বধ করো।

সম্মান। আমার বধ করবে করে, এদের পরিচয়
নাও।

(সম্মানের উচ্চ হস্তকরণ)

কাপাল। বন্ধন করে আগে সন্মানে বধ কর।

(শিষ্যগণের বন্ধনামায়ে প্রবেশ)

সম্মান। কামোত্তরীকে বধ করা নিমিত্ত অজস্রাণ্য নয়
নাও বন্ধন। (বদ্য শিশু এইবেল জল নিবেদন-
পদ্যে চণ্ডালদ্বিত পান করুক হও।

(কাপালিক ও চণ্ডালদ্বিতের বন্ধনপ্রাপ্ত হওন)

(সম্মানে জলদ্বিত দ্বারা সন্মানে প্রবেশ)

সন্মানে। এই নে, বন্ধন! আমায় মহারাজ
শঙ্কর বন্দুক, বন্দী। বন্দী বহির্গত হয়ে-
ছেন, কামোত্তরী আমায় প্রেরিত।

সম্মান। কামোত্তরী মহাদেবী! আমার বন্ধন করি।
কামোত্তরীকে আমার আশীর্বাদ প্রদান করবে,
আমায় আমার অস্ত্রের দ্বারা বধ করবে যে, এই
ব্যক্তিচরীতিকে যেন ভারতবর্ষ হতে বহিষ্কৃত
করেন। এদের বন্ধন করে নিয়ে যাও।

(প্রাঙ্গণদ্বিত কষ্টে কাপালিক ও চণ্ডালদ্বিতকে
বন্ধনকরণ)

(বদ্য শিশু-মাতার প্রতি) না, তোমার পুত্রের
শতাব্দের পরমাদ্ লাভ করবে। (কুমারীর
প্রতি) কুমারী বনসি, অচিবে তোমার ইষ্টদর্শন
হবে। (চণ্ডালদ্বিত প্রতি) বন্ধন, তুমি কামোত্তরী
প্রাঙ্গণদ্বিতের রক্ত হও, তোমার চণ্ডালদ্বিত
হবে যোগি-গৃহে জন্ম হবে।

সন্মানে। ভয় ভীষণ শঙ্করচরীর জয়!

শঙ্কর। সন্মানে, এদের নিজ নিজ স্থানে নিয়ে যাও।

[শিষ্য শঙ্করচরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বদ্য, স্বচক্ষে অগ্ন্যাকন করলে, কিরণ
অত্যাচার! শক্তির কুমারিগণট বোদ্ধগণের

সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করতে পারেন নাই। অনেক-
কেই কৃত্রিম ভাষণেবন নির্দেশ করে প্রচুরভাবে
অবস্থান কচ্ছে। এদের প্রকৃতি দ্বারা দানবীর
শক্তিতে ভর, সেই জন্য অনেক ব্রাহ্ম জীব এই
দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট অসুখগামী। এই দুর্ভাগ্য-দমনকারী
মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন করেছেন।
তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো,
শিবোহম্—শিবোহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধিহীনচিত্তাদি নাই,
ন শোভা ন ত্রিহা ন চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।
ন চ বোম ভূমি তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ॥
মহা পোষণং ন চ পক্ষ বায়ু-
ন বা সপ্তধাতু ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো ন চোপকরণ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ॥
ন পুণ্য ন পাপ ন সৌখ্য ন দুঃখ
ন মৃত্যু ন জীর্ণ ন বৈরা ন ক্রোধঃ।
অহং ভোক্তব্যং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ॥
ন মে দেবরাগো ন মে মোহমোহো,
মাদা নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চাণো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ॥
ন মৃত্যু ন জ্ঞান ন মে জ্ঞানভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধন মিত্য পঞ্চনৈব শিক্ষা-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভূষণী সর্বত্র সর্বত্র প্রিয়ানাম।
ন বা বন্ধন নৈব মুক্তি ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্ ॥

পঞ্চম পর্ভাক

কুমারিলভট্টের আশ্রম

তুহানলে তত্ত্বত্যাগজিহ্বা তুহানকাপরি উপবিষ্ট
কুমারিলভট্ট, সমুদ্রে প্রভাকর
প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। হাই বৎস, তোমরা সব করিল কল্যাণ।
পূর্বকৃত মহাপ্রাণ-প্রাণচিহ্ন কারণ,
তুহানলে তত্ত্বত্যাগ বিধান কেবল।
শোক পরিত্যজ, কর্তব্যো না হও পরাধুর্ন।

প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বক্ষনা করিছ কি কারণে।—

পাপ কি পরিশে করু এ সেব-সরীরে?
তবে কেন সমস্ত দ্বন্দ্ব—

তুহানলে তত্ত্ব সমর্পণ?

হেন কঠিন ব্রত কোন প্রয়োজনে?

সংসার আধার হবে তব অদর্শনে।

প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে

কর্মকাণ্ড বেদের হৃদয়ে অব্যক্তি;

যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ তাগতে।

বিহনে তোমার—

কর্মকাণ্ড নুপ্ত সেব, হবে পুনর্কার।

শিখা প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়

পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করণায়,

জ্ঞান হও মহাশয়, পুত্রের মায়ার!

কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ!

ছিল যেরা প্রয়োজন পতীরধারণে,

সে কাব্য হয়েছে সমাধান।

দরমাত্র জেনো এ শরীর;

কার্য অবসানে কিবা যত্নের আদর?

কর্মকাণ্ড বিবৃদ্ধ না হবে বলাচন।

বেদবিধি উপকার কারণ, হইয়াছে যখন উদয়

বালিহুতা প্রায় তখন কিরণময়

দশবিধ পবিত্রিত।

মধ্যাহ্ন-মাণ্ডিক-প্রোণি সব বিকসিবে

ভাস্তি-ভম কোথাও না হবে—

ভারতে হইবে পুত্র উচ্চ বৈদ্যনি।

প্রভাকর। প্রভু, কেন এমন হৃদয় এ শিষ্যগণে

নির্মল শরীরে দেব, প্রাণচিহ্ন কিবা।

কুমারিল । জানো না জানো না বৎস,
পাপের এতাব ।

একমাত্র নিরঞ্জন নিখিল কেবল,
কলস সঁকলি আর এ তিন চুবনে,
কেবল আপ্যায়িত কিছু মনোহর ।
জন্ম বৎস, যৌবন যখন,
যৌবনে করিতে হুণনা,
কবিরাম শিরঃ স্বীকার ।

শিশু না করিলে গ্রহণ
ওর বৌদ্ধ-ভব নাহি হয় অবগত ।
কবি এই কপট আচার্য,
কলসের ভিত্তি ওর গুরু সমাধার ;
কান্দাইত এত বসন্তের সোপান
মুখের বাতাসে স্নান করিত, আশ্রয়,
সাদিনাছি বৈষ্ণবের আশ্রয় ।

২য় শিখা । বিলম্বিত কপট আচার্য বৌদ্ধগণে
পাপস্পর্শ হইল কখন ।

কুমারিল । যেহেতু সে হৌন কপট, কলসের ভিত্তি, যেহেতু,

এক বর্গ শিক্ষানাম যে ভব করিতে
ভক্তপদবান সেই শাপের ভব ।
বৌদ্ধগণে স্পর্শিত হইল বৎসপাপ ।
কলসের ভিত্তি মম করব এতদ-
সেব সজা করিতে প্রণাম ।

বৈষ্ণব বৌদ্ধগণ দুইজন বৈষ্ণব,
যেহেতু এক বৌদ্ধ দান প্রদানের পরাম,
আজি সে বৌদ্ধ মম প্রাণের শিক্ষা,
দুঃস্বপ্নে করিমার মনোরমিকার ।
কলস দিল শিরঃ স্বীকার,

বেশ দলি মন হই, তবে মম প্রাণ ।
শুধ হইত বসন্ত-মনে বহিঃ প্রাণ ।

কিন্তু সংসারব্যাক্ত বাক্য করি উচ্চারণ,
“এর যদি সত্য হয়”—হেন দিবা ভাষে
পাপস্পর্শে হইলাম একচক্ষুদীন ।

“বদ্বি” বাক্য উচ্চারণে সংসার বুঝায়,
সে মহাপাতকী, বার বৈষ্ণব সংসার ।

দুঃস্বপ্নে কর শেষ বাক্য গ্রহণ—

সংসার বুঝায় বার হেন বাক্য ভক্ত—

বৈষ্ণব মনকে বৎস, কলো না প্রণাম ।

শ্রিত পুত্র সৈনিক আদর,

সংসারকে কর দেখে অশ্রি যক্ষণ ।

প্রভাকর । প্রভু, মার্জনা কর, মণ্ডানগণকে
কঠোর আত্মা প্রদান করবেন না ।

কুমারিল । দেখ বৎস, পাপ-তাপ তীর্থ কি প্রভাকর ।
পাপানাম দেখ দহে দেখে আশ্রয় ।

(অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেখে অশ্রি উল্লীক হইল)

শ্রীমদ । প্রভু কি বললেন—হায় হায়, কি হলো !

কুমারিল । রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্যচ্যুতি
ক’রো না । প্রভু, কোথায় তুমি ! এখানে তো
ক’রন দিলে না ? এখনি তো দেখেছ ভয় হইল,
আমি কিরণে মোমার দর্শন করবো ! কই প্রভু—
এখানে বৈষ্ণব দয়া হইলো না ! এটি না, এই যে
দয়ায়, কৃপা ক’রে উদয় হইবেছে ।

(শ্রীমদগণের শঙ্করচাচার্য প্রবেশ)

শঙ্কর । বহো ক’রন—বহো ক’রন !

কুমারিল । প্রভু, আত্মা জল, অনল দেখে বাহিত
একান কলসের পদ্যচ্যুতি খাঁলে মোমার দর্শন
ক’রন স্বভাবের বহন কর ।

শঙ্কর । বাক্য বসন্ত-মনে প্রাণ ।

বাহিত-মনে প্রাণে প্রাণ ।

মোমার কলসের মোমার বৈষ্ণব প্রাণ,

শুধ এক দেখে বাহিত করি এতদ-
চিন্তা তব অন্তর প্রাণ ।

“ভবমহি” বাক্যে তাপ প্রাণে প্রাণ ।
তুলা বহা অশ্রি-প্রাণে,

কলসের ভিত্তি ওর পদ্য-মম পাপচম্ব ।

মহাবাক্যে মোমার পাপ না বহিবে আর ।

হে বীথান বর মোরে দর্শন প্রদান ।

কুমারিল । মহাভাগ, অবদান করি এ সংসারে,
তবে আমার পদভূত-নির্মিত বিচার

সংসারের বাহ সেন, কোন্ প্রয়োজনে ?

মার্জনা দ্বিগুণি প্রভু তব যোগেশ্বর,

মার্জনা প্রদান কি প্রকার

দেখ সেন মানব-মহীধর ।

মহামায়া দ্বিগুণ, প্রভু তার দ্বিগুণ,

মুক্ত কর দাক্ষিণ্য বাক্যে ।

বাই নিজ ধানে, করিয়াছি আদেশ দ্বিগুণ

বাহিতে পবন দেহ আত্মা দেখে দানে ।

অভ্যাস তব প্রাণ করিতে প্রচার :

বাহিতে অশ্রি-প্রাণে প্রাণের প্রাণ,

জাহে নাহি হবে তব মোর প্রয়োজন।
 যখন নামেতে তুমি বিশ্বকলোদর,
 কর্মকাণ্ডে 'সমায়ন' করি মম স্থানে,
 কর্মশ্রেণি-মাঝে সেই আচার্য্য প্রবান,
 গার্হস্থ্যের প্রবর্তক, নিরুজ্জ্বল অনাদর তাপ।
 পরাজয় কর প্রভু তায়
 তব তব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
 জ্ঞানকাণ্ড-নাহাঙ্গ্য প্রকান' যতীন্দ্র!
 জ্ঞাননাভে কর্মকাণ্ডে আশ্রয় কেবল।
 যুক্তিপ্রদ কর্ম করু নহে,
 কবহ প্রমাণ—

নিশে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।

শঙ্কর। বহু দীর্ঘ, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রয়,
 কোন্ মহাশয় সেই জন,
 কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তাঁরে?
 মম সহ বন্ধে বা কি হেতু প্রবেশিবে,
 বেদ-বন্দে মনসে কে হবে?
 জয় পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয়?
 কুমারিল। রেবাতিচিহ্নিত সাহিত্যতীর্থবাসী।
 পরাজয়ে তায়, হলে তব মহাকাব্যোদ্ধার,
 প্রবান অদ্বৈত পথ্য মানিবে দকণে।
 শাস্ত্র-মত তব মনে বাধিয়ে রাখ, "।
 মনসে স্বীকার করো পরীয়ে তাহার;
 দ্বন্দ্ব-তী শাণ্ডীয়া হয়ে ব্রহ্মলোকে
 মিশ্র-পঞ্চদশী-রূপে আছেন ভূতলে।
 দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিজয়;
 মোক্ষকাজে তথা সেই সাধু সদাশয়,
 আদবে 'অদ্বৈত' পথ্য করিবে আশ্রয়।
 কাহ জন বতাবের আবাস-লক্ষণ,—
 তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
 কর্ম হেতু পুণ্য পুণ্য বেশ উচ্চারণে
 বেদবাক্যে পিণ্ডিগছে বস্ত্র পক্ষিগণে।
 যজ্ঞময় মতত উৎকীর্ণ সেই গুরে,
 কাম্য সিদ্ধ হবে বলে আনি কর্মবীরে।
 বাবং এ পাপ ভয় তব নাহি হয়,
 কৃপার এ স্থানে তিষ্ঠে দেব দয়াময়।

(শিষ্যগণের প্রতি)

তখন মম প্রিয় শিষ্যগণ,
 দোষকর্তী হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শঙ্কর। ভট্টবাক্য, বচন— শিষ্যগণ
 কুমারিল। শিষ্যগণের প্রতি মহাবাক্য গ্রহণ
 করে, বলে— শিষ্যগণ শিষ্যগণ—
 সকলে। শিষ্যগণ শিষ্যগণ—
 (সবাইর গীত)
 মনোবুদ্ধিহীনবচনদি নাহি ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক

—:—:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন্দন।

উভয় পক্ষে তব, নারিকেল ও গর্ভবৃক্ষশ্রেণি।

(কাহানাহার জৈনক শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। (একটি তরুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
 এইবার তোকে দেখছি, তুমি খুব দেহাঙ্গ,
 আবার খুব গালা ছেড়েছিস। আর, মাথা
 নানা। (তরুর মতক অবনতকরণ ও
 শিউলীর পালা কর্তন) কেমন, আমার পালা
 ছাড়বে? এই কাহান আমার কাছেই রইলো,
 যা— ছাড় তোম।

(মতকত্যাগ ও তরুর পূর্বাবস্থা প্রতি)

পালা কাটা শুধিয়ে নিই, মাগী রাখবে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (মমত) কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞা এম নিমি
 বিজ্ঞা গ্রহণ করি। (একান্তে) প্রভু, অকি
 কনের প্রতি রূপাকটাক করুন।

শিউলী। আরে কে রে? তুমি তাকে বলছিস?
 এই দড়াগাছটা দেখে বুঝি বামন ঠাণ্ডাশালি?
 তোদের গায়ে বুঝি বামন নাই, পৈতে চিনিম
 নি? তোদের গী-খানি কো দেশ, বামনের
 দোরাঙ্গি নাই। আমাদের এখানে বামনে
 হাট আনিবে খায়, তার যেগুলো জটা বাহে
 —সেগুলো তাকান। ছোটলোকের ঘরে
 বউ-বি দার করে রে—বউ-বি দার করে।
 তোদের গাখানি বেশ, বামন কেই, পৈতেছিল।

শঙ্কর। প্রভু, আমাবশতি রূপা করেন।

শিউলী। আঁ পেদ যা, আমি বলছি—আমি বায়ুন নই বায়ুন দেখবি তো,—দেখাই গে। তোর কাঁধকে কাঁধা চেড়ে নিবে। আমি তাই ভরে বায়ুনের ছাই মাজাই নি। আর যদি জোয়ান বউ-খি দেবেছে তো অমনি নোনা সকলকিষেছে। বউ-খিরা রাত ক'রে সব জলকে খায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'ম্বো! মদ খাওয়ালে, জ্বা ফুল পবালে, এই এমন বাধায়েব বাধায়ে এই বায়ুনগুলো। * [বুঝি—জাত জন্ত আর রাখে নি।

শব্দ। আপনার বিধা আমার দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন্ খাঁয়ের ছোট্টা! আমার সাত পঞ্চমে লম্বাখাপড়া কান নি। যদি বিয়ে চাল, একটা বায়ুন দেখে ধরগা যা, তবে জল তুলিয়ে নিবে, কাঠি কাটিয়ে নিবে। আর দেখ, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, দেখা দি—দেখা দি, জবার মালা গায়ে দি জবার গায়ে! এই তো তোকে বলছি, বায়ুন দেখেছি কি বউ-খি সরিয়েছি। আর আমবা তো মদে পানি। চাঁড়ালগুণের বউয়ের কান খান, বউ ছোট্টা হুটো পিড়ের মাঝে ঘোরে চেপে মাঝে, ডাঁড়ির তার উপর ব'লে বদ খানে, বললে গলে ব'লে মর খাচ্ছে।] * বিচ, বেটারা কেন খেলো ছোট্টা! আর জোয়াব চাঁড়াল সাত ভিতে দেবেছে কি চোঁড়িয়ে দেবেছে।

শব্দ। শিব—শিব—শিব! কি খত্যাচার। কে-নেব, শক্তি প্রদান করুন, এই খত্যাচার দমন করি। দেবদেবী বৌক, মান্য-অধিকার কুৎসিত শক্তি-অধিকারের তত্ত্ব এইরূপ কুৎসিত আচারে প্রকৃত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে বা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাত লোহে দিয়ে মালা দানায়, আবার মদে বড়িয়ে দানো।

শব্দ। প্রভু, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলী। তুই রস-টস বাস না কি? তা আর—তোরে চোঁড়া ক'রে দেবে দেবে। আর হুই হুই, ছগরান খেয়ে নিম্ন তো খেয়ে গিবি।

শব্দ। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছাঁ? আমার কান-খান সিবি?

শব্দ। না, আপনি যে মদে বুদ্ধের মস্তক অবনত করেন, আবার পূর্ববৎ হ'তে আনেশ দিলেন, সেই মদ প্রদান করুন।

শিউলী। ও! তুই দেখছিস না কি? মাগী বুলতে দানে, ওই ভরে তো রাত ক'রে কানিতে আনি। কেউ যদি দেখে তো বলবে, তুতুড়ে মদ শিখেছে। বায়ুনগুলো ম'রে গিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শব্দ। দিন প্রভু, আমার কপা ক'রে মদ দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছাঁ?

শব্দ। না বাবা, আপনার দান—আপনার মদ।

শিউলী। ও রে পরাণটা কুড়িয়ে দিগি রে। আমার ঘরে 'খাবো' বলবাব চায়েলো, সোটা মদে লিয়েছে। দাঁড়, মদ তোরে শিখুটি, কত দিন এ গায়ে থাকবি, এক একবার আমার বাবা বলি, আর তা না বলিস—মাগীকে এক একবার মা বলিস। মাগী বাটাটার তত্ত্ব মদে পানি, জালি। তোর চাঁড়াল ম'রা বাকি জ্বায়ে ব'লে মদটা একটু গামাই খাবে। আর, মদ খাবে।

[উত্তর প্রহর]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

মণ্ডন মিশের বাড়ী।

মণ্ডন মিশ ও উত্তরভারতী।

মণ্ডন। মিশর ক'রে তুলেছে—মিশর ক'রে তুলেছে। দেখা হ'তে এক সম্রাটের শাস্ত্র আনহীন পামডেগ এসেছে, পত্রিচর দে ময়াদী, দুদেয়া অবখাত নর যে, কবিত্তে সম্রাট নিবেশ।

উত্তর। একপ সম্রাটপ্রহর তো কবিত্তে বি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিবি আছে?—তারা বেদা বোঝে না, সেই জন্ত বলে বিবি আছে। আ সম্রাটপ্রহর, বিবি থাকলেও সে পদা-প্রহর কদাপি উচিত নয়। তারা এক একা

শঙ্করাচার্য্য

বৌদ্ধের জায় অস্তিত্ব, কর্মকাণ্ড ও স্বাধীনতার প্রতি আস্থাহীন। শ্রবণ, জ্ঞান, এই সমস্ত আর্থোক্তিক ধাক্কা সর্বদাই আন্দোলন করে। ভগবান জৈমিনি গীমাঙ্গাশাস্ত্রে দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করেছেন, যজ্ঞরূপে বিশ্বের বাস্তবতা “ঈশ্বরো নাসি।”

উত্তর। তুমি বাকি, আজ তর্ক করতে পারিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করছি।

উত্তর। কেন—এত ভোকের সঙ্গে বন্ধ বন্ধ করে মন ঠাণ্ডা হ'ল না ?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা মুক্তি খণ্ডন করার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক করে কি লাভ হয় ?

উত্তর। না, আমার স্বাক্ষর করে, আমি তোমার সঙ্গে বলে সমস্ত রাত বকবাকি করতে পারব না। কল্যাণ তোমার পিতৃশ্রী, ভোরই আয়োজন করতে হবে।

মণ্ডন। কি অর্থোক্তিক কথা সব বলে, শুনে তুমি হালকা মনসে করতে পারবে না। আরে মুখ, অর্থোক্তিক কথা কি মণ্ডন যিশ্রের সঙ্গে চলে। ঈশ্বর মনোভা, এ অর্থোক্তিক কথা শিখাকে দেওয়া গে না। নিজস্ব প্রত্যক্ষ দেখে কর্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এমন ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মুখ, অধীতে হস্তক্ষেপ করলেই দণ্ড করবে। বন্যজন্তু প্রত্যক্ষ, মুক্তিলাভের নয়। যা প্রত্যক্ষ, তাই বৈশ্বরীত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করবার প্রয়াস পাও।

উত্তর। একটু থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক করছি না যে, তুমি আমার কাছে হালকা মন হ'ল।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান জৈমিনি হ'তে মোক উদ্ধৃত করে একেবারে সকলকে নিরস্ত করলাম।

উত্তর। আর বলার কীক নাই—ধামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণমাণ্ডি করে, আমি তোমার আন্দোলনের নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়ে কৌশলিক আন্দোলন করি। আর আমি আন্দোলন করে বলতে

এসেছি, তুমি আমার ভয়ের জন্য শোনো না। আজ হতে আমার অস্তিত্ব তোমার চিত্তে অনুবোধ না, বাস্তবতা অনুবোধ না, তোমার অস্তিত্বচারণ দেখেও না। হ্যাঁ, আমি এখন মিশ্র নই, আমার এক কথা, যখন বুঝবে। হ্যাঁ—আমোদ করে বলতে এসেছি তুমি অনুবোধ না, কেন বল দেখি ?

উত্তর। তুমি আমার দীপ্য না শোনো নেই অনুবোধ, আজ আমি তোমার তর্ক অনুবোধ না।

মণ্ডন। তবে গাও, আমার স্মারি হারবে, তার আমি আহ্বান করবো না। আমি পিতৃশ্রীকে চণ্ডীমণ্ডনে গিয়ে পুজন করি।

উত্তর। না না, বাগ করো না, অন্যদিকে কি আমি কল্যাণের কথা বলতে পারব, আমি অনুবোধ।

মণ্ডন। যাকি,—বাচ্ছি শোনো না, শোনো না—

উত্তর। এসো এসো সব প্রকৃত, নই হবে।

মণ্ডন। উত্তর এক মহা বিয়, ভগবান জৈমিনি উদয়ের কৌশল্যে কেন অভিসম্পাত প্রদান করেন নি, আমি তাই ভাবি।

উত্তর। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি সুন্দর জায় কথা, কর্মফল প্রত্যক্ষ—
[মণ্ডন যিশ্রের হস্তধারণপূর্বক চাঁচিয়া নইয়া]
উত্তরভাষ্যকারের আহ্বান।

তৃতীয় গর্ভাক

শিউলী-গল্পীর অপবাণ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সমুখে তাং প্রতিবেশিনী গল্পী প্রতিবেশিনী। সন্ধ্যাকী, তুমি ঈশ্বরকে বাস হ'তে কানবি ? আহা : কেনে কি কব্বি। ও পরকে না।

শিউলিনী। আমার ধর আর কোনখানেই মা আমার ধর যে আশ্রয় হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, সত্য হয়ে এসো, ঈশ্বরের ব'লে কি কব্বি ? হ্যাঁ, সন্ধ্যার খেটে আনবে তার যাওয়া-দাওয়া দেখাবে নি ?

শিউলিনী। আর মা সে যে মুখে প্রত্যক্ষ আমি যে তার ভরে পরে আমি নিঃস্ব

বস্ত্র পরিধান, এ তো দেখছি একজন সন্ন্যাসী
রাজক, হস্তটা কি দেখতে হ'লো।

[গ্রহণ।

চতুর্থ দর্শন

শঙ্করাচার্যের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য ও সনন্দন।

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদাচ
প্রবেশ করিতে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মণ্ডন
পূর্বক নিজের পিণ্ডে নিজের দান করে, সে
নিমিত্ত গৃহে শপথাকার ন্যেয় কার্য পূর্ণ হয়,
সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিরক্ত, গৃহস্থের
ধাওয়া। সেই হেতু পিতৃশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ
হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর
শুনলেম, মণ্ডন মিশ্র উগ্রভাব আপনাকে অণ-
মানিত করতে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিগ্ভাছেন ভাব,

দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,

ইথে বিয় কদাচ না হবে।

দেহময়ী জননী যেমতি

রাখেন সন্তানে খাফে করিয়ে ধারণ,

সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে

মহাশক্তি আবরণে রঞ্জন সত্তত।

দেবকার্য্যে বিয় অসম্ভব।

করিয়াছি বিদ্যালোভ গুরু প্রদাদে,

যেই বিদ্যাবলে

মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল-তরু

করি মোরে মস্তকে ধারণ

মণ্ডন-প্রাঙ্গণ-মাঝে করিবে স্থাপন।

চিত্তা তাগ কর মতিমান;

মহামারী প্রসন্ন গঙ্গান,—

পুত্র তার কুজাসি না পাবে পরাজয়।

পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন;

বিদ্যা তার মহামারী করেন হরণ;

সেই হেতু দূর্বীর বিজয়, গম শক্তি-বলে নয়,

অজ্ঞের জগতে আমি মায়ের প্রভাব।

সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,

সন্দেহ-বাটিকা বইস আশোচিত স্থিতি।

শাস্ত্র-তর্ক হৈল তব বাসিন্দেব মনে,

তাহে মম জন্মেছে ধারণা,

স্বীকৃতি সম্ভব নহে তর্ক-বাক্যে কল্প।

শঙ্করজান-সাথে তব কিবা প্রয়োজন

প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র অধি-বিরচিত,

কিন্তু দর্শন বিরোধী পদ্যগুণ;

এ বিরোধে আবুলা অস্তুর মম।

যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,

তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,

ব্রহ্মজান অজ্ঞান কিরূপে হবে মম,

প্রত্যেক কিরূপে হবে সত্যের দৃষ্টি।

শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্ত করহ জ্ঞান,

তর্কযুক্তি শক্তিহীন দত্ত-নিরূপণ—

তর্কে-তাহা হয় নিকৃষিত।

তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তব প্রয়োজন,

শুন বৎস,

যে কারণ ইহায়ে দর্শন রচনা।

মানব-কল্যাণ হেতু মহাপ্রবিগণ,

যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,

করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।

বেদমর্থ বজ্রিত কুতর্করত জন—

নিরাকার্য্য, দর্শনের প্রয়োজন।

নির্গল ক্লমে হয় সত্যের উন্ময়,

সত্যযুক্তি নাহি হয় ল্পানে দর্শন।

সনন্দন। মস্তিষ্ক ধূশায়মান দাস অধি-ব-

নিমল অশেষপদ্য বুদ্ধিতে না পারি,

জ্ঞানমাতা, করো প্রদান দান।

শঙ্কর। বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—

এই মহা বাক্যত্রয়ে,—

সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।

বিদ্যমান পরব্রহ্ম নিত্য সত্যকণ,

প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।

এই মহা সত্যের আভাস

যে মুহূর্তে পাইবে লব্ধে,

অবশ-উদয়ে যথা হয় জন্মানাশ,

সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।

'ভিন্যতে ক্ষয়গ্রাসি নিদ্রাতে' সংশয়া

হয় বৎস জ্ঞানের প্রভাব।

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আনন্দ-প্রভাব

আনন্দাধিত হয় হৃদিহল।

উচ্চৈশ্বর্য পার্থক্য মীমাংসা করিল

হান নাহি পায়।

প্রিয় জ্ঞানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।

মননম। প্রভু! এক অস্তিত্ব প্রকাশ্য,

প্রিয় বস্তু সেই,—

তিনি আমি বৈত বোধ, অচেতন্য কিরূপ?

এক জ্ঞান অস্তিত্ব কেমনে—

তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞান?

শঙ্কর। পীড়িতাবে কর বসন্ত, মন পরিবেশ,

মায়া হ'ল প্রিয় আর কি আছে আমার?

পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু বা আছে সংসারে,

প্রিয় তাহা আমার বান্ধব।

ব্রহ্মবস্ত্র প্রিয় মম আমার সমান,

অবিশেষ এ জ্ঞান—

আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,

প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান ভেদে ব্রহ্ম মনে।

এই প্রিয় জ্ঞানে যুগ্ম অহম বিনাশ,

কুলট গুপ্তিহীন হয় অসীম অহম।

একজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম।

উদয় সৌন্দর্য্য-ভাব অহম বর্জ্জনে।

মনোবৃত্তি অহঙ্কার লয় সমুদ্রে,

জ্ঞানজ্ঞানে অবস্থান কুদ্রাহং করে।

স্বাধীন মাপক এই মহা জ্ঞান-জ্ঞান,

সামান্য নিবৃত্তি,—কৈই সম্ভব-অহম।

মননম। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞান-কর্জ্জনে,

তবে কেন আমি হবে সেন বান্ধব-অহম?

কি হেতু বা কাণ্ডিভার কতেন এহম?

মণ্ডনের মনে যদি কিবা অহঙ্কার?

শঙ্কর। সেও গরী মায়া বসন্ত, মায়াই অসীম।

মায়া, কামায়া নিচেষ্টে বসিছে নিবৃত্তি।

সদস্য কাম্য নিবৃত্তি মনে

অসং কাম্যে জ্ঞান করে অবিরত,

কাণ্ডিভার হ'ল সৎসার অহঙ্কার।

সর্বদেষ্টে কাণ্ডি বিন্যাসনে,

যে কাণ্ডি-প্রভাবে,

অবিদ্যা বিনাশে হয় মহা বিন্যাসনে।

স্বয়ং শব্দে বাস্তব, একই আশ্রয়,

জিত্য কর মূঢ়—

কল্পিত বস্তু মম শিখর গ্রন্থ।

উচ্চৈশ্বর্য গ্রন্থ।

শুক্ল গর্ভাক

পদ্য।

উচ্চৈশ্বর্য গণপতি:

গণপতি। দেখ গুরুজি, তোমার কণ্ঠে যে একটি
বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত কর্তে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায়?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখলেই তোমার মুখ ঘুরে
যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল দেখি?

গণ। এই নহরই বেড়াতে দেখেছি, সে এখানে
ব'লে।

উগ্র। তবে কোন সামান্য বস্তু?

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাস—সামান্য
অস্ত্র মর্দ। মনের মাল্য পায় না ব'লে কেঁদে
বেড়ায়।

উগ্র। তবে বোণাড় করে বাগি, বোণাড় কবে?

গণ। বোণাড় কি আমার কর্তব্য গুরুজি? তা
হ'ল তো আমি বাগিয়ে নিচুম। বাগিয়ে
তোমার নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে চাছে?

গণ। আছে না আছে, কেমন করে জানবো
গুরুজি? অষ্টাঙ্গকার-ভূমিতা! সে দিন গজ-
গমনে আমার সামনে বস-বস করে চ'লে
গেল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে
সামলে গিয়েছি। (অদূরে মহামায়াকে
দেখিয়া) ও—ও—

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল প'ড়ে
সেখো, তুমি বোণাড় করে ওই ফুলট ওর নাকের
গোড়ান ধরতে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ নিকে খুব মোলায়েম
মেয়েমানুষ।

উগ্র। তুই আশা করছিস না কি—

গণ। খুব আশা—ইচ্ছা বেরোনাথ, আমার
মুখে যেতে আশা করছে।

(অবিদ্যাক্রমি মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি যে ছোকরা—কি দেখে?

উগ্র। গুরুজি তোমার পালা দাঁড়া।

মহা। উনি তোমার কে? ওকথা না কিছু এগিয়ে
স্বাক্ষর না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি,
এই তোমার স্বাক্ষর দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার কত পুরে পুরে বেড়াচ্ছি।
তোমার মন্তন বোক পেলো আমি পেন ক'রে
প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার ওকাজী খুব
রসিক।

মহা। শুধু বসিকের কৰ্ম নয়, আমার একটি কাজ
করতে হবে।

উগ্র। কি হকুম করো—কি হকুম করো।

মহা। দেখ, মনের কথা তোমার খুলে বলি, আমি
বড় ছদ্মসী।

উগ্র। তোমার কিসের চর্যাক্ষর করতে হবে, হকুম
করো?

মহা। আমি শত্রুর জালায় অস্থির হয়েছি, আমার
বিশেষ রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বসি
আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না, বল না,—কপাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল
হয়ে দিন দিন আমার রাজ্যচ্যুত করছে, তাই
তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি, তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। ইয়া—দন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার
অধিকারে।

উগ্র। এঁ্যা!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা করো না। এই আমার
অলঙ্কার দেখ—এ বহুমূল্য, তোমার মনে হয়
কি? আর তুমি কি চাও, আমার বলো—
আমি এখন তোমার দেহো।

গণ। (জনান্তিকে) ওকাজি, কিছু টাকা আদায়
করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক থলে
মোইর নাও, আমার বা কিছু আছে, সব
তোমার দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি বীকার পাও
—আমার তুমি আশ দিবে।

গণ। (জনান্তিকে) ওকাজি, দিবে কেবলো—দিবে
কেবলো।

উগ্র। হ্যাঁ বন্ধু! বোটা, মটর কপা হতে।

(মহামার্যের প্রতি) হ্যাঁ, তোমার দিলুম, কাম
মনপ্রাণ তোমার দিলুম।

মহা। অমন না—ডক-হুগ সাধা করে বলো যে,
তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বোটা!

গণ। (জনান্তিকে) ওকাজি, ধোঁকা। কত পেন?
ব'লো কেবলো না!

মহা। তুমি পেছো, আমি চললুম। আমি আমার
এক জায়গায় মনোব মন্তন লোক দেখেছি
পে।

উগ্র। না না—দেছোবো কেন—দেছোবো কেন,
কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার
প্রধান শত্রু শকরাচার্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বুঝবে? এই
শকরাচার্য-সহরে আমার শত্রু মাথা বাড়
দিয়েছে, নইলে কোথা তাবে এক কোণে এসে
রেখে দিবেছিলুম! এত দিন শকরাচার্য না
হ'লে হয় তো সে মারা পড়তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মায়ের খোট
আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই
দেখতে—আমার ঐশ্বর্য আছে, তার বিন
ঐশ্বর্যতাই ঐশ্বর্য; আমার শক্তি আছে, তার
বিন শক্তিতেই শক্তি, আমার ভোগ আছে
তার বিন ভোগেই আনন্দ!

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য, তুমি তারে
দমন করতে পারো না?

মহা। না—দে হুদুম। তারে দমন করতে যদি
পারে—সে একজন বোধ হয়, তুমি।

উগ্র। কিম্বা জানলে?

মহা। আমার দেখে—হুদুমী, কিছু আমি তোমার
মার চেয়ে বড়; তুমি আমার মত প্রেম
করতে আসছ!

উগ্র। ও শত্রু আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইভাবে তুমি আমার যৌবনের শক্তি।
তুমি শকরাচার্যকে বধ করো, তোমার এই
শক্তি অক্ষত প্রচার করো; তা হ'লেই আমার
শত্রু দমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজছি—আমিও তো তাই খুঁজছি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিও আমি তো জটিলিদি লাভ কাঁদে।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় মৃত্যু।

গণ। (জনান্তিকে) ও ভরজি, এ যে বেয়াড়া বাক্যি হয়েছে।

উগ্র। তুমি কি বুঝি জেতা ও খুব রসিকা।

গণ। এখা জানিও যেম যম করে কারা আমছে গো?

মহা। এটা আমার সমী, বুঝেছ? এখন তুমি আমার হলে, তোমার সঙ্গে মজা আমরা পাবো।

(অবিলম্বে সহচরীদের প্রবেশ)

চৈত;

হেসে হেসে কাছে এসে মনোমোহনী মন মজাই।

যে বলে যে জন বলে, সে বলে তারে ভোমাই।

কাজে প্রেমিকা মারা, কারা করে দিই ভরবাবি,

মানের কানে কেউ জড়াই;

কাজে বা মিছামনে, ভুলিয়ে আমি প্রাণের টানে,

পায় বা না পায় মাঝের সেরে,

চাপা মনে মনে কেবে,

বনে বা দুহুতে পারে, ধরতে সোনা ধরে ছাড়া।

(মহামারা ও জয়সহচরীদের প্রবেশ।)

উগ্র। নিচয় হয়ে চলে কাজে যে জনের করে চলে যাকে দেও

[উগ্রভৈরব ও গণের প্রবেশ মঙ্গল প্রস্তান।]

চৈত গভাক

মণ্ডন মিশ্রের কণ।

পিতৃশ্রদ্ধোদ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত।

(মহা। নতশির মারিকেন্দ্রকে হাতে মুণ্ডনমিশ্র ও কন্যাবাহী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ।)

মণ্ডন। এ কি বিস। কারে সম্প্রদায় শব্দে-স্বরূপ কার্য্যবস্থা মুণ্ডনমিশ্রকে দেও হতে?

শঙ্কর। আপনাকে তো চক্ষু করে দেখেছে—এই মুণ্ডনমিশ্র গুরুদেব হ'লেই হ'লে।

মণ্ডন। আরে গদ্যক, শিখা-শিখা যজ্ঞোপবীত রণ

তোমার, আর হয়েছে, তাই তাগ করছি। কিন্তু দেখছি, শঙ্করের ছাত্র কন্যাবাহন করতে পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষায়কমে কলির নিবৃত্তিমার্গ তার বেশি হয়ে আসছে। গদ্যক রূপ কেবল অন্নবস্ত্র-মুহনে অন্ধম, সেইরূপ নিবৃত্তিমার্গ তোমাদের বংশে অসহ; সেই নিমিত্ত নারী-সেবার অল্প করো গৃহস্থ জাতি। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আশঙ্ক করছে।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোকা গেছে, বোকা গেছে—শ্রীর উত্তরণোষে অন্ধম হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে এসেছি। এ দিকে শিখা করেছে, পুণি তার বহন করে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাতে।

শঙ্কর। আর তেমনারও করনিষ্ঠা করুক। স্বভাব তোমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করে গুরুসেবার অঙ্গম হয়ে জীব সেবা করতে এসেছে; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বস্ত দাওন করে কন্যাবীর নামে আপনাকে প্রচার কর।

মণ্ডন। আরে কৃত্তম মুখ, শ্রীলোকের গর্ভে বাদ কবেছিল, শ্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিল, আবার সেই শ্রীলোকের নিম্না করছি? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! শ্রীলোকের শুভপান কবেছ, শ্রীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার শ্রীলোককে ভগ্নাক্রমে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত কর।

মণ্ডন। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে অগ্নি তাগ করেছিল, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয়, তা জানিন?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'লেই পানি, কিন্তু আত্মহত্যার অপেক্ষা মহাপাপ আমার শাস্তে নাই। তুমি ব্রহ্মজান-লাভের চেষ্টা না করে জাহ্ননানে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি কান্যবাহী যে আত্মবাহী, তারি অহংমাতমোদ লোকে বার কর।

মণ্ডন। তুমি চোর, তুমি ধারবানবের প্রতাপিত করে চোরের ছাত্র এ কানে প্রবেশ করেছিল।

শঙ্কর। গৃহস্থের অগ্নি ভিক্ষাকর, অগ্নি আবে। তুমি ভিক্ষাকর বসিত করবার অঙ্গ গ্রহণের

আবক রাগে এবং চোরেস তার সেই ভিক-
কের মধ্যে ভ্রমণ করে।

শব্দ। দুই হোক—ইনি আবাক ব্রহ্মবিং দেখে-
ছেন। কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার
মত মুখ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি।
পরিপাতি ভোজন করে বেড়াবে বলে সন্ন্যাসী
সেজে।

শব্দ। কোথায় স্বর্গ আর কোথায়-তোমার মত
হ্রস্টার; কোথায় অমিহোজ যজ্ঞ আর কোথায়
খোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার
করবার জন্তে কল্মষ ভাণ করেছ।

পূরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পূরোহিত,
তোমার হিতার্থে বদছি, ইনি ব্রহ্মবিশ্বাসী
তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান নৃপতি
হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্তব্য। ইনি কপট
বান্ধি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন,
বিশ্বাসীদের দিনে সমাদরে ভিক্ষাগ্রহণের জন্ত
তোমার অনুরোধ করা উচিত; একপ কটুস্তর
করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু
এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাসচ্ছলে তোমার
কথার উত্তর প্রদান কছেন। তিলমাত্র বিচলিত
নন। তুমি হুবোধ, ক্রোধ পরিহার করে
এঁর অভ্যর্থনা করো। আমার অহুমান হয়,
ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এঁর ব্যঙ্গপরিহাসও
শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।
(শঙ্করাচার্যের প্রতি) হে যতি, অন্য আমার
গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শব্দ। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্ত
আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্ভিক্ষার
কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত
হোন। এই আমার প্রার্থনা। কর্মকাণ্ড আপ-
নার প্রিয়, কিন্তু বোদ্ধাসিদ্ধান্ত আমার জীবন।
আমার যাক্সা, তর্কে পরাজিত করে আমার
কর্মকাণ্ডে সিদ্ধ করুন; আর আপনি যদি পরা-
জিত হন—আমার ব্রহ্মবৈতম্য আশ্রয় করুন।
পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার
নিকট আপনি পরাজিত—বীক্য করুন, আমি
প্রত্যাবর্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অহুমান হয়, আপনি সপ্রতি

এ প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কল্যাণী,
সোভন প্রভৃতি আমার সহিত বাসাস্থানে
ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, একপ বাক্য করব
আমার মূখ হ'তে নিম্নত হবে না।
উপযুক্ত তাত্ত্বিক, চিরদিনই তর্ক করি।
ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার উষ্ণি হয়ে না।
যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বৈদ্যবান
কি, তা প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্ত আমি সর্বদা
ব্যাকুল। মধ্যস্থ হির ককম—আমি বিবাহে
প্রস্তুত।

শব্দ। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাহে যার
পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ করে
বাদীর মত গ্রহণ করবেন। যদি আমি পরা-
জিত হই, আমি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক
শিখা ও বস্ত্রোপবীত গৃহস্থীর ধারণা করে আপ-
নার জায় গৃহস্থায়ম গ্রহণ করবো। আর যদি
আপনি পরাজিত হন, শিখামণ্ডনপূর্বক আমার
নিকট সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবেন। যে ব্যক্তি
পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্য-গ্রহণে
কুণ্ঠিত হবেন না, একপ পণ করতে আপনি
প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ
কলিতে নিবদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন।
আপনি মেধাবী দেখছি, আপনাকে সঙ্গারী
করতে পারলে সমাজের হিতসাধন করা হইবে।
কায়্রে মধ্যস্থ হির করবেন বিবেচনা করেছেন?

শব্দ। আপিনার গৃহীত।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি তর্কে আমার
গৃহীতী শ্রুতব্যাখ্যা প্রস্তুত আছেন?

শব্দ। হ্যাঁ—তিনি সাক্ষাৎ স্বরস্বতী, আমার এই
রূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন হির করুন।

শব্দ। আমি সর্বদাই বিচারের জন্ত প্রস্তুত, যদি
আপনার অভিমত হয়, কল্যাই বিচার আবশ্য
হোক।

মণ্ডন। উত্তম। আহন—অন্য রূপ। ক'রে ভিক্ষা
গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিলের প্রস্থান।

মুদ্রোহিত। এ কি, এই কি শঙ্করাচার্য? তেনেই,

শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং স্বাক্ষর করিতে সমর্থ।
কে জানে, বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

বর্ণনা কর্জেন, তাতে কেবল মন পাশে নিধ
হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ম পণ্ডিত। আছে।

(শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ)

মৃণম গভীক

বনপথ।

(তুইবন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় বাচ্চ—কি দেখবে?
মণ্ডনের গলদেশের মালা ওকথাই! মণ্ডন
নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২য় পণ্ডিত। মালা ওকথায় কি?

১ম পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থ
নিযুক্ত হন। তিনি স্রোযোগ্য মধ্যস্থই বটেন।
মণ্ডনের জী বদেন বে, একপক্ষে ভেৎগপুঞ্জ খতি
নারায়ণরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী সতী গীর
সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জ্ঞত কার জয় কার
পরাজয়—তিনি মুখে প্রকাশ করতে অসমর্থ।
যত্নের গম্বীর একটি মালা প্রদান করেছেন
স্বামীর গম্বীর অপর একটি প্রদান করে
ছেন। যাঁর গলদেশের মালা করে শুধু হবে,
তিনিই পরাজিত আত্মার হইবেন। আমি মণ্ড-
নের গলদেশের মালা ওকথায় দেখে এসেছি।
কেনিচি স্বর্জন্যে বাক্যে, লজ্জা রূপে বাবু আর
স্থান নাই, এককম বাক্যে এসে সমস্ত প্রবেশ
জয় করে যাব, এ অতি অসম্ভব বিশেষ মণ্ড-
নের পরাজয় জনকান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে, তা
হলে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাকবে?

২য় পণ্ডিত। চলে এলেন কেন? চলুন না, দেখা
বাক—শেষ কি হয়।

১ম পণ্ডিত। শেষ য, তা আমি বলতে এসেছি।
দ্রুত বালক—বোধ হয় যেন প্রায় জৈমিনিকে
পরাস্ত করতে পারে।

২য় পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১ম। দেখি কি উপায় করতে পারি। যদি কোন
রূপে ওর পরীয়ে যাব প্রবেশ করে, তা হলে
শিউলী হবে। আরও শুক-কামান-জমিত
নহাওয়াপ লিপ্ত হয়, তাই শুভ্র এসেছি।

২য় পণ্ডিত। আশুনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি কেবল

শিউলিনী। আরে মিলে, এখানে তো চাঁদকে
দেখছি নি। তবে কোন বিগে গেল রে? ভেঁকে
বল, আমি ফুলকো বানাচ্ছি, তুই বাছার লকে
যা। তুই গেলি নি—তুই নড়তে লাড়লি।

১ম পণ্ডিত। আর তুই কাকে খুঁজছিল?

শিউলিনী। আমার চাঁদকে খুঁজছি। ইঁা বাবা-
ঠাকুর, হলে বুদ্ধিতে কোন বিগে গিয়েছে,
বলতে পার?

১ম পণ্ডিত। দ্বিতীয় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে
কাকে খুঁজছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউ-
লিনীর প্রতি; চাঁদা তোর কে? তারে
খুঁজছিস কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপুধন আমার
পরানের পরাণ, সে চাঁদমুণ্ডে আমার না বলেছে
গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে। আমি তার
ওর মৌর ফুলকো কানিয়েছি, তো খার মিটে,
আমার পবার কং কং কচ্ছে।

২য় পণ্ডিত। সে তোর ছোলে না কি?

শিউলিনী। হঁ গো, সে আমার চাঁদমুণ্ডে না
বলেছে, আমার বুক জুড়ানো চাঁদ।

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি হু কেঁড়ে রস দেবো,
আমার চাঁদা কোথায় বাসে দাও।

শিউলিনী। আরে চাঁদা রে চাঁদা—থোসে আঁত,
থেষে তবে বেলাতে বাড়ি।

১ম পণ্ডিত। হোর চাঁদা কো কোথায় নাই।

শিউলী। তবে কোন বিগে গেল বাবাঠাকুর—
কোন বিগে গেল? হোর বুদ্ধি গো—বাবার
খাওয়া দাবো যখন থাকে নি। *

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আস, হোদের
চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো, মিলে তোমার
হু কেঁড়ে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুণ্ডে
জপানা ফুলকো তুলে দিয়ে পরাণটা জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আর। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার
তোমার বুক দেবো।

শঙ্করাচার্য্য

২য় পণ্ডিত। (জ্ঞানাত্মিকে) এ আবার কি কল ?

এদের নিয়ে কোথায় যাবে ?

১য় পণ্ডিত। চল না, তোনায় বগছি।

[মকলের প্রস্থান।]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাণীর বিচার-মণ্ডপ।

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং
কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। মালা শুক কর্তে মন প্রত্যক্ষ নেহারি,

পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।

তর্কশাস্ত্র-দিক্ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,

প্রতি ছুটে যুক্তি মম করেছ নিরাশ,

অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিস্তারণ।

মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,

মানাহ মানব তুমি নও ;

মান হত, দস্ত দিচ্ছিন্তি

প্রভাবে তোমার ঘর্ষীশ্বর।

শঙ্কর। কহি আমি সভ্যহলে হে পণ্ডিতবর !

তর্ক যুক্তি-শক্তি তব অসীম প্রথর,

বিশ্বাবৃত্তি শঙ্কজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।

পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী,

পরাক্রান্ত বহু কোন মতে ;

তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক তুরান।

কিন্তু —

মন মনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিজড়িত ;

বুঝ চিতে পণ্ডিতপ্রবর,

তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি শক্তি-বলে,

জ্ঞান মাত্র সর্বথের ধন।

জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,

বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।

বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—

মিত্য হের শত শত হয় ;

কিন্তু কেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রত্যাপ।

জমি-মাঝে ধরে বে বিষয়-অমুরাগ,

তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন :

প্রেমোন্মত্ত বিশ্ব অর্জন।

স্বার্থ ভাবে করে প্রতারণা—

মাগ-যজ্ঞে যতি বর্ণজন্মের কামনা ;

যুক্তি-তবে অন্ধ দৃষ্টি তার।

বিবেক আগ্রসে হুত তর্প বিদূষিত,

করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে।

যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়,

বৈরাগ্যে বিদ্বিত তব তর্ক-যুক্তি-বল।

প্রতিপত্ত ছিলাম তুচ্ছনে—

পরাজয় হইবে সাধারণ,

সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অগ্রেণ।

মান যদি পরাজয় হইয়াছে তব,

পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে।

কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা বরণে বসুধে।

মণ্ডন। যতিবর !

হীনজ্ঞান কোন্ হেতু করছ আশ্রম ?

পণে মুক্ত কর যদি তুমি,

কেন তাহা করিছ গ্রহণ ?

নিরাশ করেছ, আমি বন্ধ আছি পণে,

এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম গ্রহণে।

শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর !

স্বার্থের স্বভাব জেনো এতই প্রবল,

পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূষিত,

অভিমাণে পণে মুক্ত না কর গ্রহণ ;

কিন্তু জেনো—মমোদ্রম অভিমানহীন ;

অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার

স্বাধিপত্য। সন্তোষ-প্রদ প্রতিকার ;

মণ্ডন। সর্গীশ্বর, কষ্ট কাহি হও মম ভাষে।

দস্ত অভিমান পূর্বে নেহারি তোমা ;

দস্তে মোরে ধন কর মান,

অভিমাণে মম মনে হুর্কৈ সদী তুমি,

অভিমাণে সঙ্কল্পনে কবছ ভ্রমণ,

শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয়।

শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,

অভিমানি হুর্কৈ স্থান না পাইত আর।

ঈশ্বর-প্রদানে—

তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।

বাণী পাই হেরি কথা অজ্ঞান-তিনি,

যদি তথা বোর তম হরণ কাণে ;

যদি হেতু তব শ্রম দস্ত প্রয়োজন।

হিরণ্যে তম মতিমান।

অন্তবৎ নবম জ্ঞান-সমুদ্র।

কৰ্মজল জৰ্জলাত নগর নিশ্চয়।

কোটিধর জৰ্জলাত তাহে কিবা বল।

বোটিকর অস্তে বদি কোণ শেষ হয়,

হুখে সুনিশ্চয়—

পুনরায় কার্য-প্রবর্তন।

স্বৰ্গলাভ স্বৰ্গভয় পুনঃ পুনঃ হয়—

ভাষা হীর অশান্ত এ যোতের প্রভেদ।

কিছু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে দ্বন্দে,

সেই জ্ঞান আৱরিত মায়ার প্রভাৱে,

স্ব-স্বরূপ পায় দরশন।

লভে তার—

নিজ্যামক অনন্ত বিজ্ঞান।

হেন শক্তি চাহে যদি জ্ঞান।

কর নম আশ্রম প্রভন।

আরে নাহি জানে, কোণে দাঁত এ—

বোকে মায় সেই জন।

অবিনেদী জন,

স্বার্থ তার করে প্রয়োজন

নির্কাল মরুত সম।

কিছু স্তে দিত পানহনে

বুদ্ধিচাহে মনে

শক্তিলভ বিনা নাহি হয়। সুতবে,

সেই এই মহা-ভাষা—

যদি দ্বিতাপ-অপায়

পায় হুচাণ—

কর বিবেক আশা।

স্বার্থ হলে কর,

আৱরিত জ্ঞান-জ্যোতিঃ হবে উজ্জ্বলিত,

পাতি দেবী আদিয়েন দ্বন্দে তোমার।

মগন। গুরু—করতক।

অহেতুকী কৃপার আধার।

এক রূপ! একতম তোমার?

স্বাক্ষরী করি অঙ্গীকার,

সহি তিব্ভার,

এবেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে।

চল তব, দানে করে শাস্তিময় স্থানে।

২৪ গতিত। গিল। তুমি কুহকীর কুহকে কে-
বড় ভজ? যনানারী তও সম্যাসী ভোজবিজ্ঞা-
বটে তোমার পরাক্রম করেছে। এখনি আমার
মঙ্গল ও সম্যাসী স্মৃতি।

মগন। হাঁ, কুহকী বটেন। আর কুহকে ভুগন

বুঝে সেই কুহকী। আর সামান্য কি বসুধেন,

সামান্য হস্তও সামান্য—নঃ আমার জ্ঞান

ধীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন। শঙ্করাচার্যের

প্রতি) প্রহ, রূপা ক'রে অদ্বৈতজ্ঞান পান

করেন।

গুরু। বৎস, এ জ্ঞানবিকাশের পূর্বে একটি

কার্য্যস্থিতির প্রয়োজন। সে কার্য্য কাহারও

নিবৃত্ত অতি সহকর্মী, কাহারও পক্ষে অতি

কঠিন। কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তত্ত্বমসি

বাক্যে গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস বাতীত কদাচ

ধারণা হয় না। জেনো, ভব-সংসারে গুরুই

একমাত্র দার বন্ধ। জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা,

প্রেমপূর্ণদাতা—গুরু। পৃথকীত মায় কেছই

নাই। গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে, আমি মুক্ত,

বন্ধ নই। আমি বদ্ধ এ কলনামার; বদ্ধ

অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে

এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মায়ের হিতার্থে

মায়বীশ ঈশ্বর, নিঃস্বার্থের নরদেহ ধারণপূর্বক

গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈত-

জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে

বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞানবিকাশের পথ এক

অগ্ৰহৃত হয়। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য।

সেই কার্য্যকালানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব

তার স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও

তখন সেই অবস্থা পশ্চিচ্চাণ করে স্বরূপ-

দর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে।

শিউলী ও পিউলীকে লইয়া প্রথম পশ্চিমের

প্রবেশ)

অপভ্রিত। আরে যাকি, এই দেখ না, তোমার

চাদা ব'লে জাহ।

শিউলী। হই যে—সব উকিবাঁজ ভট্‌চাব বেগাচ

না। তা দেখে থাকুন, আমার বড় কিছু নেই,

আমার কাছে কিছু পাবে না। তবে রুমের

কেটেটা, ডেবের হাঁড়ীটে আর মোড়ের বাটী

করবার ডিম্বেটা। আর দেখছো তো—পাতা

শিয়োনো কাণ্ড পরনে। জোয়ান বটু বিজীও

লেনে যে, তোমাদের পূজা করে দেবে। তা

উধানকে আর কখনে সিরে যাজ?

পুত্রাশ্রয়। কৃষ্ণ-প্রকৃতি—শিউলী-শিউলিনী।
অবস্থিত। যখন আপনার শিক্ষাপাত্র—যখন
এঁরা যামান্ত নন—এ জ্ঞান আশ্রয় প্রার্থ্য।
এখানে আমার নয়ন উল্লীলিত। যখন
আপনার রূপ। যখন রূপ কীর দশন
কিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধ্বনি)
সকলে। অব শরভাচার্য্যের জন্ম। (সকলে
সঙ্গীত প্রণয়ন।)

মণ্ডন। প্রভু, দাপকে গ্রহণ করে দেবার নিয়ম
করুন।

শঙ্কর। তব মন, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ
করি।

সকলে। সচিবানন্দ। (সকলে সঙ্গীতধ্বনি
শিখায়েছেন।)

(উত্তরভাগীর প্রবেশ।)

উত্তর। মন্ত্রীপরিষদ। আমার প্রার্থ্যকে নিয়ে কাগজ
বাহন। পত্র প্রকৃতি দণ্ডায়মান।

মণ্ডন। (স্বতঃ) শিব তিহা। নারী সবভাষী তিহা
উত্তর করুন।

উত্তর। মন্ত্রীপরিষদ। আমার স্বামীকে
পূর্ণ পরাজয় করেন নাই। আমার স্বামী
স্বাধীন, কিন্তু শাসনত আমি তাঁর হস্তাক্ষ,
আমার স্বাধীনতা করে আমার স্বামীকে পূর্ণ
নয়।

শঙ্কর। দীর্ঘকালের সহিত তর্ক কিরূপে সম্ভব?

উত্তর। ততীকর, আপনি তো আসেন আসছেন,
যাকবর গাঙ্গীর সহিত এ জ্ঞান স্বরূপ সহিত
বাদ প্রবর্ত্ত হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হ্যাঁ হ্যাঁ বাক্য বলছেন। যিনি অষ্টরত্ন
মন্ত্রের মন্ত্রী, তিনি গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃত, তাঁর
সহিত আমি তর্ক প্রবর্ত্ত। আপনি প্রশ্ন করুন,
আমি যথাযথ উত্তর প্রদানে প্রস্তুত হই।

উত্তর। প্রশ্নর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচিবানন্দই প্রশ্ন। যখন প্রশ্নর কি?

উত্তর। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্য কিরূপে বাক্য
সেই উত্তরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। হ্যাঁ, সৌন্দর্য্য,
মণ্ডন, নমস্কে সেই বৃহৎ প্রশ্নর প্রশ্ন। মন্ত্রী
আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উত্তর। তবে নারীর হাস্যভাব—নারীর সৌন্দর্য্য
কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—এ উপলব্ধি তো বিশেষ
প্রয়োজন নাই। একে উপলব্ধিতেই ত
সমস্ত উপলব্ধি হয়। আদর্শ রূপ সমস্ত ব্যর্থ
কর্ত্তি। আসনার কিশোরী প্রসন্ন আছে—
অসন্ন।

উত্তর। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে
নয়ন শাসন, এই ধারণা আমার জগতে।
তবে কামনাশ্রম আলোচনা আমার সহিত
হয় না। বস্তু—কামকলা কিরূপ ও কয়
প্রকার এবং তাঁর আধার কি? নর-নারীতে
এই কিরূপ অবস্থান?

শঙ্কর। (স্বতঃ) মন্ত্রাধিকারের ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্ত।
কিন্তু মনোবাহ্য প্রবর্ত্ত, এঁকে নিরস্ত করা
আবশ্যক। (প্রবর্ত্ত) দেবি! মাসান্তে
আপনার প্রেমের উত্তর প্রদান করুন। আমার
প্রকাশ্য কাল সময় প্রদান করুন। আপনি
সমস্ত আলোচনা মনোবাহ্যে প্রবর্ত্ত অথবা প্রস-
ক্তি প্রবর্ত্ত।

উত্তর। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

(শরভাচার্য্যের প্রত্যনোত্তর।)

মণ্ডন। প্রভু, মন্ত্রাধিকার প্রবর্ত্তন না।

শঙ্কর। চিত্ত দূর করো, সকলই সময়মাপেক্ষ।
সমস্ত প্রেমের প্রবর্ত্তার মনোবাহ্য পূর্ণ
প্রবর্ত্তন।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

—সকল—

প্রথম গর্তাঙ্ক

প্রবর্ত্তি শৃঙ্গ।

শরভাচার্য্য, মনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ।

শঙ্কর। মন্ত্রাধিকার প্রবর্ত্তন না করিলে অর্থ,
জ্ঞানবাক্য হবে না প্রচার।

কিন্তু মহাবিশ্ব তাহে বাগ্‌দেবী!

মণ্ডনগৃহীতরূপে দেবী সবভাষী,

কামনা করি বন্দ মম দেবী মনে ।
কিন্তু কামচিহ্না বোধিলেহে অতি অসুচিত,
হয় তার সম্মান-পতন ।
কবি পরকার আশ্রয়গ্রহণ
কামনা করিয়ে অর্জুণ,
পরাজিত বণ্ডন-পত্নীরে ;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয় ।
কর্মকাণ্ড করিলে বণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরামাত্রে হইবে প্রচার ।

(নেপথ্যে দৃষ্টপাত করিয়া)

যোগদুষ্টে করি বিলোকন,
আদি ওই নরপতি যুগয়া কারণ—
মহা শ্রমে হইরাছে তত্ত্ব-তাগ তার ।
ওই দেখে এখনি পশিব ।
চল বৎস, অতীত-পর্বত-কন্দরে,
দাবধানে রণা কর যতি-দেহ মম ।
মাসিহ এ দেখে গুনঃ করিব প্রবেশ !

* সনন্দন । প্রভু, পরকার প্রবেশ-শ্রবণে হয় মম
স্নাতক উদয় :

পশি পরকার—
যোগিগেষ্ঠ শীমনাথ মুখ হইল তার,
কামক্ষপা কামকলা অঙ্গীকৃত তার ;
যোগীশ্বর শিষ্য তার গো বন্দনীয় নাম,
বিশেষ প্ররাদে মুক্তি কামেন গুরুবে ।

শঙ্কর । ভাজ ভস, না কহা সংসার,

হুই না হব কদাচন ।
বাহ্য মন বিভা-উপাচয়ন,
কামকৃষ্ণি-বাসনা-বর্জিত চিত ।
যেই জন বাসনা-বর্জিত,
কদাচিৎ না হয় মোহিত ;
ব্রহ্মধামে ব্রহ্মলীলা দৃষ্টান্ত তাহার ।

সনন্দন । প্রভু, শুনেছি ত্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি ।
কামচর্চা কাম-আলাপনে জনে সংসার,
বহু ক্লম-গ্রহণের হেতু তার হয় ।

শঙ্কর । শাস্ত্রমত বাক্য তব কে তীর্থ সঙ্গাসী
কিন্তু বৎস, করহ শ্রবণ,—
দেব-প্ররোধনে মম বরা অগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যান :

করেছি উজ্জম,
বাধি তার দৈব-বিড়ম্বনে
কোনক্রমে বিয় হয় মন,
যদি পশি পরকার, সংসার পরণে আমায়,
বুঝিব অস্তরে,
দেবকার্য উদ্ধারের তরে—
কিরিবারে মানবের দিত—

সহি বোধিত মহামায়া-চরনা-প্রভাষে ।
শুন বৎস, নিচ পার্থ মিব শিরকনে,
যে হয় সে হয়, কাম-লিপ্তা কাহ্নে অর্জুণ ।
দেবকার্য সাধনের তরে

না হব পশ্চাৎপর আত্মবিসর্জনে ।
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেবদেব-পদাশ্রিত আদি,
সংসার কভু না পশিবে, কার্যাসিত্তি হবে ;
নির্কিলে পশিবে পুনঃ এ ভোগি-শরীরে
বিমল অর্জিত-পদ্ম করিব প্রচার ।
এস বৎস, গুপ্ত হানে রাখিব শরীর,
দাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি ।] *

সনন্দন । অদিকল্প হয় প্রভু সংকল্পে তোমার !
শঙ্কর । চিন্তা কর হুই, চল পর্বত-গহবরে ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনস্থলী ।

পঙ্কিত চিতা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির মৃতদেহ ।

উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বাসিকা প্রভৃতি রাণীগণ,
সমুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ।

সরমা । (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি সুযোগ্য মন্ত্রী,
রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো ; আমি রমণী,
রাজ্যপরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয় । আমি
উদ্ধারের দিন পশ করেছিলাম যে, আমি জীবনে-
যরণে মহারাজের সঙ্গিনী । মহারাজ আমার
ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না ! আমি
সকলরূপে যাবো, তার উল্লেখ করা ।

মন্ত্রীরা রাণীগণ । কিহি, অম্বাসী তোমার দায়ী
সুখাসের ছেড়ে যেও না ।

মহা : হায় হায় ! কি দুঃসময়েই মহাবাজ চরণা
যাত্রা করেছিলেন !

সরমা : বাবা, ঐতঃকল্পে হানিমুখে কিংবা মিথে
একেন, কর্ণপাত না হ'তে উজ্জয়ন্তে ছাড়া গড়েন।
হায় হায়, আমাদের মত অজ্ঞানীরা কি যেই
কল্পগ্রহণ করেছে ! এ জালা কেবল জ্ঞানের
নির্মাণ হওয়া সম্ভব।

ব্রাহ্মণ : মন্ত্রিমহাশয়, আর কেন—শবদেহ চিত্র
উত্তোষন করুন।

সরমা : বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহনতা হব।
ব্রাহ্মণ : মন্ত্রিমহাশয়, বা হব, শব্দ করুন। দাঁদে দণ্ড
অতীত হয়েছে, আর শব্দ দেহ রাখা উচিত নয়।
বিলম্ব হ'লে প্রেত আবেগ বদন্তে থাকবে।

মহা : (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ
যেন এক উদ্ভীলন করছেন। দেখুন দেখুন—
মুগের ভাবের পরিবর্তন দেখছি। মা, আপনি
মুখে একটু জল দেন তো !

সরমা : মা জলী ছাড়া আশানি, মা, কখন কখন
রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—আমাদের আমি—এক
কে ?

সরমা : মহারাজ, কেন, জ্ঞানের অপমানের চরম
দাসী।

শঙ্কর : মহামহার কি প্রভাব ! কি ছিলেন, এ
তো আবার ঘান নয়। নিদারুণ কি জাগত
অবস্থা ! (প্রকাশে) তোমরা কেন ?

সরমা : মহাবাজ, চিন্তে পাচ্চেন না ? আমবা কতী !

শঙ্কর : হ্যাঁ, সত্য সত্য, আমি কে ?

সরমা : মহারাজ, হিব তন, আপনি বৃদ্ধার হাত
হয়ে মুচ্ছাণয় হয়েছিলেন।

শঙ্কর : হ্যাঁ, রাজকালে রাজা—জেনা, গুহে মাত।
জীবের গর্ভবাসের পর স্রুতি থাকা অসম্ভব। ঢলো
চলো—অহো, মহামহার কি ভীষণ প্রভাব !

* (মুত্তরাজ্য প্রবেশ)

কে তুমি ? মৃত রাজার প্রেতাঙ্গী ! এ দেহে আব
তোমার অধিকার নাই।

সরমা : মহারাজ কি বলছেন ?

শঙ্কর : না, কিছু না। (প্রেতাঙ্গার প্রতি) দেহের
নমতা এপনো পক্ষিত্যাগ করে নি। যাও, দেখ
দেবের বপল। প্রেতদেহ পক্ষিত্যাগ করে

দিব্যদেহ গ্রহণ করো ! মৃত দিন তোমার দেহ
ভোগ করি, তত বন তুমি স্বর্গলোভ করো।
কি হ'লো—কে 'আমি' ? আমি রাজা, এই
সকল রাজ্য। এপনো—এপনো পক্ষিত্যাগ, গুহে
বাই চলো। (উপবেশন)

সরমা : মহাবাজ, শিব তন—হিব তন।

শঙ্কর : চিত্রা করো না, আমি মরণ হয়েছি, এসো
প্রিয়ে। (পারোখানিকরণ)

অবাসিকা : (জনাতিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ
কি কথান প্রেত আশয় করেছে ?

শঙ্কর : না না, প্রেত দেহ-অবস্থা জাগ ক'রে
স্বর্গলাভ করেছে।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক

শঙ্করাজ্যের বাটার সম্মুখ।

জগন্নাথ ও মহামারা।

জগন্নাথ : হ্যাঁ, তুই কেমন পেট্রাটে বণ ? মন্ত্রির
হাকটা দেখছিস ? তবু তোর মনে ভাগু হয়
নাই ? মন্টার আগে এক দিনকে খুঁচে-
দাছাকে বিয়ে আদ।

মহামারা : সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আনো
কি ক'রে ?

জগ : তবে তুই কিসের পেট্রী ? তুই সে বলি,
মায়ের কাছে মানবে ?

মহা : সময় হ'লে আসবে ?

জগ : তোদের আবার কেমন সময় ? মাখী ম'লে
এনে কি কববি ?

মহা : আমি থাকতে মরবে কেন ?

জগ : তুই থাকতে যদি মরে নি, তবে তুই বলি
কিবে ?

মহা : আমি হো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ : তুই তো ভারী মিছকতুরে, তোর কথা
প্রত্যয় আব থাকবে নি।

মহা : কি ক'রে জানলি—আমি বয়েছি ?

জগ : জাস্ত মাতন আর কে কোথায় পেট্রী হয় ?

মহা : আমি তো পেট্রী নই।

জগ : তোর বাপ পেট্রী।

হা। আমার তো বাণ নাই।

গ। না থাকে নেই, আমার কথা এমটা কন্বি?

হা। কি বল?

গ। বুদেদাদা কোনখানে আছে, খানখান
বল দে।

হা। সে এখন অমনক রাজা হয়েছেন।

গ। ভূত চিন্তে পারে?

হা। তা পারে।

গ। তবে স্বপ্ন, আমার বাড়ি মৃত্যু ঘরে
মেরে ফেলে ভূত করে দে।

হা। কেন—ভূত বলে কি কন্বি?

গ। কি করবো, তা তখন তোকে জেনোয়।

বুদেদাদাকে এনে মাঝিকে দেখাবো।

হা। হিঃ হিঃ, ভূত হাঁসে আছে।

গ। তা তোব কি বল না—আমার দাঁড়ি এখন
মথ হয়। তেজা হিঃ হিঃকারে আর কাছ
নেই। আমার ভূত করে দে, মাগীর হুঁতু
আর আমি দেখতে লাগছি। আমি বুদে-
দাদাকে বাড়ীতে আনিবো।

হা। তোর কথাই যে আসবে কেন?

গ। এসবে, এসবে—আমি তার কাছে গিয়ে
বলবো, “আমি তোর জগাদাদা, আমার
কাঁবে চেপে সেখানে এতবার বেড়াই চলে।”
চাখাচাখি হাঁলে সে আমার কথা আর ঠেলতে
নায়ে। ধব্ ধব্—বাতা মূচুচে স্বপ্ন।

হা। অপরূপ, তোমার যে প্রেম, তুমি মজাঝা,
তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

গ। হাদে, তুই ও সব কি বলিস বল তো? বুদে-
দাদার কাছে লিখিস্ না কি?

হা। সে না শেখালে আমার কে শেখাবে বল।

গ। আচ্ছা, তাই মা মাগীর উপর তোর দরদ হয়
নি কামনে?

হা। না হাঁবে আমি সেবা করতে আসবো কেন?

গ। তোর চাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখ-
ছিন্? তবু একবার ছেলেকাকে এনে দেখাতে
লাগুনি?

হা। কেন আনি না আনো? যেদিন ছেলের
মখে মাগীর দেখা হবে, সে দিন তার শরীর
শাকবে না।

গ। না থাকে না থাকবে, বোঁকে আর কি

করে, না হা, মৃত্যুর চামুচখান দেবে
মববে।

হা। সময় না তো দে, আর দেখা হবে না।

গ।

বল?

বিশিষ্টা। মা, তুমি বেশ গম্ভীর হয়ে
আসছেন। তুমি সামান্য মত, দাঁড়ি কপাল
কাঁবে মথ দিচ্ছে, পাখনা দিয়ে কণ্ঠে করো।

হা। কেন না, আমি তো তোমার কণ্ঠে, বাসি
তোমার মেরে।

বিশিষ্টা। মা, আমার চাতিও না, আমি যখন
দেখছি, তুমি আমার শরীরের অঙ্গসং। আমার
কে পাগল হয়েছে, আমার শরীর আর আমি ভিন্ন
নয়। বিশিষ্টা না দাও, আমার কণ্ঠ—সত্যই
কি দেবদেব নামের মতের অন্যতর করেছেন?

হা। মা, দেবদেব তো আমি তেজস্বী এ কথা
বলেছেন।

বিশিষ্টা। মা, কেন না, আমার পত্র ফানে
বহুত। তবে যেন আমি তার চামুচ একদণ্ড
ভুলতে পারি না। আমার মন, আমি মহোদয়
আচ্ছা? আমি ও সব দিনে মন এ না! আমি
তো দেহে মনে পুঙ্ক হারছি, আর কেন দেহ
জেড়ে হোত পাঁচু না?

হা। মা, তোমার যে কামনা, তোমার পুঙ্ক
হাতে অর্চি নিবে, দেহ ভুল করো।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

হা। দেবমন্দিরে চণ্ড মা, দেবদেব স্বয়ং তোমার
এ কথা বলবেন।

বিশিষ্টা। মা, আমার কণ্ঠেই তোমার
তোমার কথা দেবদেব কথা পূর্ণ নয়।
তোমার কণ্ঠেই আমার পুঙ্ক, মা উল্লসিত
হয়েছে। আমি মা, তবু আমার পুঙ্ক
মায়া কেন বলছি, আমার কণ্ঠে তোমার
আমার একটি মাত্র পুঙ্ক আছে, আমি তোমার
দেহে বাসি জ্বালা দিয়ে আমার কণ্ঠে
বসে এসে।

হা। তুই স্ত্রী পেয়ে কণ্ঠে একদণ্ড
আদর আছে।

সরমা। না না, বাঁধা—তুই পেছী গম্।

[বিশিষ্টা ও মনমোহন প্রবেশ।]

মনমোহন। ওঠা কে ওঠে? খুদে নাদা! বিদ্যাশক্তি
না, এতো ধাক্কী মাগী! তোর মনে কি? ওঠে
ওঠে—মেনে মেনে—মেনে মেনে—এক দিশে—না
না করে—হহায়া? আর! ওঠে পেছী বর
খুদে নাদা! কি? খুদে নাদা! ওঠে, —ওঠ
মামার খুদে নাদা! নাওবো! না থাকে বরষে,
পরের মেয়ে মানিবো কি, ওকে চেয়ে বরষা,
বলবো—বল পেছী, তুই কে?

[সরমা।]

চতুর্থ দৃশ্য

অমরক রাস্তায় অজ্ঞানপুরুষের উপস্থান।

অমরক রাজকোষাধিপতি মনমোহন।

মনমোহন। বিদ্যাশক্তি অজ্ঞানপুরুষ—

অজ্ঞানপুরুষের কোথায়?

দিবানিশি কি কোন তেছি তুলে!

সৌদামিনী—রাসক সন্ধ্যা;

হয় কল আবেশিত প্রাণ,

যেন কোন জ্যোতিষ্মতি হেরি বিদ্যাময়,

হয় তার আকুল অঙ্গুর।

কাজি কোন আবেশ দিগন্তে;

অজ্ঞানপুরুষের নবীণ,

যেন পূর্ণ মাস মে মাইরে,

প্রবেশে—কোন্ পথে;

এ কি! বেলা আমি—

অজি বড় এই জুড় কারি।

জানি হয় তক্ষণে ব্যাপ্তি মম কান;

[সরমা, অজ্ঞানপুরুষ প্রাণে ব্যাপ্তিগণের সম্মুখে
সহকারে প্রবেশ।]

সরমা। এ কি মহারাজ, ওঠানে পালিয়ে এসেছ?
তা বাও—আর তোমার সঙ্গে কথা কব না—
আমরাও চল্।

মনমোহন। তনু স্ববদনি, হয়ে না মানিনি,
কামকলা-বিহারকুশল,
নাগি পরিহার, সুদোষ্য যোদ্ধা তব নট।

বিশ্রাম কাবনে, এনেছি এ হাতে

দীক্ষা পূর্ণ করিব গ্রহণ।

সরমা। কিবা নবরক দেবির রশ্মি।

যেথ বেশ হতেছে অরণ—

মোখা—কোথা—এ কি যোর আবেশ?

মনমোহন। [উদ্ভাসিত] বোনি, তোরা মহারাজকে
সিঁই উপবনে বা। আমি মহিষহাশয়কে চাক্রে
প্রাণিত, মহাবাজের বনে মুচ্ছিতান হয়ে
কেনে অস্ত্র হুগেছিল, এখন মাথে মাথে
আবার সেই অবস্থা দেখছি।

অজ্ঞানপুরুষ। দিদি, দিনারাজ অস্ত্রপূর্ববদে হয় তো
মহারাজের মস্তক ফাঁদ হুগেছে। বাঁলে করে
মহারাজকে রাজকোষে পাঠান থাক্।

সরমা। না দিদি, এর বিশেষ বড় কারণ। আমরাই
প্রাণিত, ওতে মস্তক বিদগ্ধ কি নিমিত্ত হবে?
অবশ্যই এর কোন গুহ্য কারণ আছে। মহীর
সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন।

মনমোহন। পরিতর্কনের নিমিত্ত প্রবেশ।

কট। মোখা—কলি তরবার।

[মহারাজার প্রবেশ।]

অজ্ঞানপুরুষ। এ কি! এ যে কোন যোগীর পূর্বপ্রতি
শেষ হুগেছে।

সরমা। আমায়ও সেইরূপ অনুমান হয়। বাও,
মহা উদীপক রূপে আমার ঘরে আছে, নিম্নে
পাঠ দাও।

অজ্ঞানপুরুষ। তাহেই বা কি বল হয়ে, তরবার
পারি না। স্বাভাবিকভাবে মহারাজের তে
কণিক চকনগাও কখন দেখি নাই।

সরমা। বাও বাও, মহী আসছে।

[অজ্ঞানপুরুষের প্রবেশ।]

[মহীর প্রবেশ।]

মহী। জননী রাজারানি, রাজ্যের আশীর্বাদ গ্রহণ
করুন।

সরমা। মহি, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করেছেন?
যে দিন মহারাজ মর্ত্যগত হন, তার পর হুগে
মহারাজকে কি পূর্ববদে দেখছেন?

মহী। বা, আমরা রাজকর্ষক বিশেষ মিলিত হয়ে
গোপনে এই পরামর্শ করেছিলাম। পূর্বে
রাজকোষে মহারাজে একথা পাঠানো ছিলেন না,

শকরাচারী

লাজামাণে পাকিস্তানী শরাজিত নী,
আপনি কিরূপ লক্ষ্য করেছেন ?
না। নন ইনি পূর্ব-মুপবর।

—বিশদময়

তাই কহি শত্রুর লাজ পরিহরি—

বলিচ বিনাসে ময় বিকা-সামিনী,

রক্ষয়-কৌতুক কলাপে রত,

কিন্তু কোন আসক্তি হেরিনে কত।

পূর্বে মুপবর,

ব্যখিত হুতন চাক কটাক-গ্রহারে।

এবে যেন শিকার কারণ,

শিক্ষাগ্রিৎ বালক যেমন,

অনিষ্টে কটাক-টেকশ করে।

অঙ্গপর্শে নাহি শিহরণ,

পুরুষ-উচিৎ নাহি আগ্রহ এখন,

মুদ্রাচিত নহে জুরাপানে।

আনজি-বহীন,

কামিনীর পক্ষ হই নীন,

শত নারী ঈর্ষা-হীন প্রভাবের রাজার।

লয়ে কুল্যাতী, গোপিনী দ্বন্দ্বী,

শ্রীপতির বাসনীলা বিহারে প্রাণ,

নারী মনে বিহার রাজার।

জনে জনে মানি পরাভয় :

ঈর্ষ্যান্বয়ে না চার মুখী

পৰস্পর প্রতি,

পূর্ণমনোরণ সবে রাজার সেবার।

কতু মুপবর শুনিয়ে বচন

কাপে প্রাণ মম !

যেন কোন পূর্বপ্রতি হয় উদ্বীপন,

বিমন সতত হেরি !

তাই জাম হয়,

বুঝি যতীষর কোন মহাপদ,

পশি মুত মুপতির কার

ভোগ ইচ্ছা করেন যখন।

মহী : বহিন্তী শকরাচারী সম ভূমি রাণী,

করেছ বরূপ করমান।

ভবে কি উপায়

গোপিবর আশ্রয় রাখিতে মুপদেহ ?

ইহায়ে বুদ্ধি আশ্রয়

ভোগে অরমান প্রাণ

ভোগে অর

প্রবেশবে নিজদেহে।

সরমা : কর, বস, উপারবিধান,

আশ্রয়ানু মোরা যবে

নিশিদিন আশ্রয় বিকল পতন।

মহী : না, মোরা মজরা করে শুভ্রদেহে মৃত প্রেরণ

করেছি, যখন শবদেহে পানে তখনই তা দখ

করবে। প্রতি শবদেহের মূলা শত মুদ্রা, আশ

যোগীর শবদেহের মূলা শত মুদ্রা যোগ্য

করেছি। উপহিত এ উপায় ভিন্ন অর্থ কোন

উপায় তো লক্ষিত হুচে না।

সরমা : বাবা, এ কার্য আমাদের পূর্বেই করা

উচিত ছিল। যেকপ লক্ষণ দেখছি, বহুদিন

যে যোগীর এ দেহে অবস্থান করতেন, কোন

সম্ভব নয়। পূর্বস্থিতি জাগরিত হ'লেই যোগিবর

নিজদেহে গ্রহণ করতেন। তৎপর হউন, অতাই

মৃত নিবৃত্ত করুন।

মহী : হ্যাঁ মা, দ্রব হওয়াই কর্তব্য। কয়দিন

কয়েকজন যোগিপুরুষ মহারাজের অত্মদান

করে, আমি তাদের রাজপুত্রের আশ্রয় নিবারণ

করেছি; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা শিষ্য,

শ্রুতর সন্ধানে এসেছে, যেকপ গোবন্ধনা

মীনমাত্রেব অত্মদানে এসেছিলেন।

সরমা : দতক থাকুন, কোনরূপে না রাজসর্শন পায়।

[উভয়ের উভয় দিকে গ্রহণ।]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

নগরপ্রান্তে পথিপাশে কটরুগতম।

শান্তিরাম প্রভৃতি শকরাচার্যের শিষ্যগণ।

(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি : দেখ দেখ, আমাদের সেই সহাবাসী গণপতি

নয় ? জেহ গণপতি—গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজনে ! সেই শাস্ত্রে বোটা

শান্তি : কি হে গণপতি, চিন্তে পাছ না না কি

গণ। ভূমিও চলেছ, আমিও চলেছি, জেনাচিনিতে

কাজ কি ?

শান্তি : কেমন আছি ?

গণ। জেমনরা কেমন আছি ? বাবা, আমি সাত

বুঝে চলে এসেছি, কিছু পেলো? না জন
তোলা আর পা টেপাই গার!

শান্তি! তরপুর পেয়েছি, শুকদেবের সমস্যায়ে অভাব
কিসের?

গণ! তা তো বটে, অভাব অন্নবস্ত্রের!

শান্তি! তুমি কোথাও কিছু পেলো না কি?

গণ! কোথাও কিছু নেই—বুঝে? বুদ্ধির জোরে
যে যা করে নিতে পারে।

শান্তি! তোমারি তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু
বাগাসে?

গণ! বাগাতো কি, তেমন বাগমাকিল তোলা
পাচ্ছিলে, নইলে এখানে গোপাড়া খুঁজিল!

শান্তি! হল না, আমকাই না হয়, তোমার তোলা
হুজি।

গণ! ভাই তা যদি হও, তা হলে বাপের কাজ
করো।

শান্তি! কি মেঘাটাই বলো!

গণ! দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে মন
ক'রে চিত্তের উড়াতে যাচ্ছিল, পায়কা বেচে
উঠেছে। এই না—নগরে দিনরাত্রি আমন
চলেছে: সন্ন্যাসিন্দ্রব্যবহর—বুঝে আদ্য
রাষ্ট্রদেব কাছে পরীক্ষা দেতে পারে! আর
শান্তি এসে খুঁজছে, কিনে রাজাকে বশ করতে
পারে। রাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার—পরমা
সুন্দরী। রাষ্ট্র-দুহি নাগরকে পান্ডার প্রান্ত
এটা হুজুও লাগতে পাশ। তোমরা যদি
আমের শিক হয়ে আমার জাহিদ করো, তা হলে
দেখ নতুন নতুন পাকা বাড়ি। কামিনী চাও—
কামিনী, কামিনী ও কামিন, সব বকম মজা
চলে। আর পরম মাম, রাজ্যের মাগাধ দিয়ে
পা দাও।

শান্তি! তা আমরো শিক হব কেন, তুমি কেন আমা-
দের শিক হও না?

গণ! আরে শোন না, রাষ্ট্রের কেনন তোমাদের
মত মন দিয়ে রাষ্ট্রেরো শক্তি নি। তাই মনে
কচ্ছি, আমি থাকবো মৌরী, তোমরা সব বুলি
কাড়বে। এই এক গাতি মন বেলী চাপ,
জাও নিও।

শান্তি! রাজার সঙ্গে আলাপ করবে?

গণ! সে হো নাই বাবা। রাজা শান্তি মন

রাষ্ট্রদের নিয়ে আছে—দিনরাত্রি সরাপ চলচে—
আমোর চলচে—গান চলচে।

শান্তি! রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা করতে পারে
না?

গণ! হুজুটা গাঠিয়ে শুণীকে কখনো ডাকে।
সন্ন্যাসি-ককিরের রাজার কাছে যেমবার কো
নাই; মজী বেটারা খেদিয়ে দেয়। এত মদ্য
দেশ—বুঝে, একটা মড়া—একশো একশো
টাকার বিক্রেত, সন্ন্যাসী-মুকোদের দাম হাজার
টাকা।

শান্তি! মুকোব নিয়ে কি করে?

গণ! কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি উড়ায়! তিগা-
স্তর মাঠে রাষ্ট্রের চিত্তের মত চুলি জ্বলচে, পুণ-
কায় ক'রে দিনরাত্রি মড়া এনে কেন্দ্রে।

(সন্ন্যাসের প্রবেশ)

শান্তি! সন্ন্যাসের নিকটবর্তী হইরা জনান্তিকে
সন্ন্যাস, ওদেহে এই স্থানে নিশ্চয় আছে।

সন্ন্যাস! (জনান্তিকে) আমারও তাই অম্মান
হয়! নগর ভ্রমণ ক'রে দেখেবো, পরবাসীরা
দিয়েবো, জানলে মগ, —কোথাও কোথাও, শোক-
দেহ ম'রে। অতি সুখবতার রাজ্য প'রে
চালিত। আরোও প'রপ'র জগী-দেববর্জিত,
যেন এক পরিচয় বসে এতদে বাস বচে।
আরো, উপরনে দেখেবো—সাময়িক শক্ত,
সাময়িক কল্পমূল অপরাধাত্মকে বরদী উৎপাদন
করেছেন।

গণ! (স্বগত) শি লোবলি বচে! (প্রকাশে)
কি হে, তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন
না কি?

সন্ন্যাস! তিনি কামকপী, সর্বস্থানেই বিরাজমান।
(জনান্তিকে শান্তিরানের প্রতি) এমো, রাজার
সহিত কোনরূপে সাগাং করা প্রয়োজন।

গণ! ওহে সন্ন্যাস—ওহে সন্ন্যাস! না—পদপাণি
না বলে কি উত্তর দেবে না?

সন্ন্যাস! না, তুমি পদপাণি বলো নাই, তোমার
সঙ্গে আলাপ করবো না। (জনান্তিকে শান্তি
বামের প্রতি) এমো, রাজার সহিত সাগাংয়ের
কিরপ উপায় হয়, দেখি। যেম হব, মহাপুরুষ
যে রাজদেহ প্রবেশ করেছেন, কোন্ বিচক

যাকি তা কল্পমান করেছেন, এই কল্প শবদের
বাহন করে। শীঘ্র গুরুদেবের কন্যার ন্যে
প্রত্যাগমন করবে বিশেষ আশঙ্কা আছে।

[সম্পত্তি ব্যক্তিগত সকলের প্রস্থান।]

ব্যাটারা কি বলাবলি করলে, কি ধারণা
কিরে। এই সেই তাত্ত্বিক ব্যাটা, যে ব্যাটা
শঙ্করাচার্যের ভাব করে। গুরুজি, গুরুজি,
শোনো শোনো—

(উপভোগ্যের প্রবেশ)

ধ। কি বলছ?

। যদি ছোটো একটা বিশেষ ছাড়ো, তুমি বা
খুঁজ চ, আমি বলে দিই।

ধ। আমি কি খুঁজছি? কি বলে দেবে?

। আরে, আমার চিনতে পাচ্ছ না? কালীতে
তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্যের শিষ্য
ছিলেম, তুমিও তরী বইয়ে নিয়েছ। তবে
তোমার কাছে চা-চাটা শিখে নিয়েছি বটে,
তাইতে একরকম চলে যাচ্ছে।

। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

। বাবা, আমার চেয়েও সাক্ষি মিথ্যা বাড়তে
জানো! তা শোনো, শঙ্করাচার্যের শিষ্যেরা সব
এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য কোথায় আছে।

। আজ্ঞা, তুমি আমার নিকটে কি বিজ্ঞা চাও?

। ঐ ভেলকি বিজ্ঞা—গুলোকে সোনা করা
শেখাবে?

। হ্যাঁ, শেখানো। তুমি যদি আমি সেকপ
বলি, সেইরূপ করে আমার কার্যের সহায়তা
করো।

। কি করতে হবে, বলো?

। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা
করো, কি আমার মন্থনা প্রকাশ করো, তা হলে
তোমার নিস্তার নাই; বরং শিবও তোমার
পক্ষা করতে পারবেন না। আমার পক্ষি
দেখো—(খুলিয়ার লইয়া মণ্ডুখস্থ বটবৃক্ষে
নিষ্কেপ ও বৃক্ষের অগ্নিরা উঠা, পুনরায় ধূলি-
নিষ্কেপ ও বৃক্ষের পূর্বাভাষপ্রাপ্তি)

। তুমি আমার পরম-বাবা, তুমি কি বলবে,
আমি তাই শুনে।

। এই পুণ্ড্র নামে রাজার কাছে প্রবেশ

গণ। বাবা, দয়ায় তো হকুম দিলে, আমার চুকলে
দেবে কেন?

উগ্র। এই তোমার মন্তকে দিল্লের টিপ দিচ্ছি
কেউ তোমার নিবারণ করবে না।

(টিপ দেওন)

গণ। (স্বগত) বাবা! এ বেটা আজ্ঞা বুজুক তো!
বেটার কাছে থাকতে হ'লো! তবে মন-মুণ্ড
ঘাটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে
স'রে পড়েছিলুম।

উগ্র। কি ভাবছো?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমার প্রাণ
সম্পূর্ণ বন্দি। আমি সোনা করা বিশেষ-টিপে
চাই না—ঐ দিল্লের-পড়াটা শিখিয়ে দিও।
সেখানে সেখানে যেতে পারলেই আমি এক-
রকম চালিয়ে নেব। এখন কি করতে হবে, বল?

উগ্র। রাণীকে এই কুকট দাও তো। (পুষ প্রদান)
বলো,—এই হল রাজাকে উক্তে দিলে রাজা
তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর
নিকট পাঠাবো, তাঁদের অষ্টম্রহর সেন রাজার
সঙ্গে থাকতে দেন। বলো, তা হ'লে আর
রাজপুত্রীর ত্যাগ করে বোগী নিজপুত্রীরে যেতে
পারবে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি?

উগ্র। পরে জানবে, শও—আজ্ঞামত কার্য
করো।

[সম্পত্তি প্রস্থান।]

নিশ্চয় রাজপুত্রীতে শঙ্করাচার্য প্রবেশ করেছেন।
রাজাকে বলি দিতে পারলেই যোগিবরকে বলি
প্রদান করা হবে, আমি অষ্টমিদি দাত করবো।
এখন ঘাই, অবিন্দ্য-শক্তি নারিকাপণকে
আহ্বান করে রাজসমীপে প্রবেশ করি।
তারা সম্ভাবিত পূর্বস্ত রাজাকে শ্রুত করে রাজকে
নিশ্চয় পাববে।

[প্রস্থান।]

(সম্পদন, শাক্তিরাম ও শিবগণের প্রবেশ)

সম্পদন। তাই, মর্কটাম! কোন প্রকারে তো
হাসিলনি পাওয়া গেল না। সম্রাটের রাজার
নিকট যাকিমা একবারেই গিয়ে। গুরুদেব

তো সেখি, মহামায়ার প্রভাব রাজপুত্রীয়ে
আবিস্কৃত হয়েছেন। এ দিকে তো শবদেহ নাহনের
আজ্ঞা অচার হয়েছে। কি জানি, যদি কোন
শতদূর দূত শুক্লদেবের সোহেব সন্ধান পায়,—
তা হ'লে তো-দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে
যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা তো রাজ-
শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিষম
সঙ্কট উপস্থিত। শুক্লদেব স্বয়ং না উপায় করলে
তো উপায় দেখা দিবে না। তবু, আহিং! মহান-
গণের প্রতি বিরূপ হইব না। তবু, স্বয়ং উপায়
উদ্ভাবন করুন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা।—

(গীত)

পূরনে পরে মাধের বাঁধন, গুললে গোমে ন
কটি দিয়ে কাটা সোণা কথায় চলে না।

সোনার সোঁহায় বাসে বাঁধে,

তবে সোঁহার শেকল খসে,

যত্নে গড়ে সোনার শেকল কিন্তে বিসে না।

সে শেকল দুলে লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধনি কাঁচ,

হাঁচ বাঁধে পরছে গলে, অমনি ফেসে না।

সোঁহার শেকল মনে হ'লে,

তখন তার সে শেবল গোলে,

তোম, দে তোম এসেছ, তোম না পৌঁছে না।

মনন্দন। দেবী—সত্য ভাই, এ তো সামান্য রমণী

নয়। সঙ্গীতের ভার বেঁচেছে, তেনে দাবিদ প্রণী

সম্পূর্ণভাবে অবগত। সঙ্গীতস্থলে আমাদের

উপদেশ প্রদান করলে, যেন—নিজস্বাধার সংস্কারে

বিস্তারমায়া ও অবিজ্ঞামায়া পরস্পর দ্বন্দ্ব না হ'লে

জীবের চেতন্ত্বলাভ হয় না। (মহামায়ার

প্রতি) যা, তুমি কে গো?

মহা। তোমাদের মা।

মনন্দন। যদি যা, মহা বিপদে আমাদের উপায়

করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ দেশে রাজদর্শন

পাবে না। এস, তোমাদের গায়ক ও বাদ্যী

সাজিয়ে দেই।

মনন্দন। মা, আমরা তো ব্রহ্মবিজ্ঞা ও সঙ্গীত বিজ্ঞা

কোন বিজ্ঞাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমরা তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

মনন্দন। (অজ্ঞাত শিষ্যদের প্রতি) এসো—

শান্তি। কি হে, এ উদ্ভাবনীয় সঙ্গ কোথায় যাবে?

আমাদের একদিনে সঙ্গীত-বিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা

হবে না কি? অপর উপায় করা কর্তব্য।

মনন্দন। তাই তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে স্নিহিত

পাও না? ইমি বাতীত উপায় নাই।

শান্তি। তাকে ধরো। তুমিই আমাদের স্নেহা,

যে রূপ বলবে, তাই করবো।

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্তীক

অমরক রাজার বিশাস-গৃহ।

সরমা ও অঙ্গালিকা।

সরমা। রাজাকে কলটি শুকতে দেবো কি না?

অঙ্গালিকা। কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট

আমার ও সন্ন্যাসীকে বিধায় হয় না।

অঙ্গালিকা। কল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। * অবশ্য কোন অবিজ্ঞাশক্তির প্রভাব এই

কলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন, আমার

বারণা হয়েছে; কিন্তু এ শাস্ত্র সংসারের অহিত-

সাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের

শরীরে সত্যই প্রবেশ করে থাকেন, তিনি রাজ-

দেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা;

কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্ট-

সাধনে মহাপাপের সঞ্চার হয়।

অঙ্গালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই

চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত

হ'লে সেওরা কোনরূপেই উচিত নয়। তা হ'লে

আমাদের বৈধব্য ঘটবে, রাজ্য হারবারে যাবে।

যদি উপায় থাকে, কেন না করবো? তোমার

যদি ভয় হয়, আমার সাঙ, আমি কুল শৌঁকাছি।

সরমা। কিন্তু * এই যোগীর নিকট কি পণ

করেছি, জানো? যদি আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়,

মহারাজকে নিয়ে ঘোষ সন্ধান উপস্থিত

হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে

পারবে না।

মহা। যে তখন সেপা যাবে।

সরমা। * কুল শৌঁকাতে রাজ শৌঁকাতে। কিন্তু হ'লে

১০০০ সন্ধ্যাসা—কাল্পনিক। হাপাখিকের
কাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

না। না না, তোমার ভাই সকলেই সম্বন্ধ।
আমরা কীং কেটে ধরেছিলাম, তাই আমাদের
প্রতি ক্ষমা করেছেন।

না। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল
শৌকোবো।

(অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্যের প্রবেশ)

র। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,

স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।

ভোজবাজি প্রায়

এই আছে এই কোথা ঘর,

নির্গম না হয় কিছু তার।

বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব।

সপন-পাঠিত বহে অনন্ত সময়

বর্ণ মর্ত রসাতল—অনন্ত এ স্থান,

সপন-স্বপ্ন-বিনির্মিত।

ব্যাস ধর্মীর হল জল চন্দ্রমা তপন,

স্নান-স্নান-বিশ্ব স্বপনে সৃজিত।

বার বার—

প্রিয়—স্বপ্ন-বুদ্ধি—স্বপন সকলি।

তা কিবা কে জানে সন্ধান।

নশা জ্ঞানবান্

ভ্য-ভ্য-বরিবে প্রচার;

মনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিকলিত।

মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—

মন সুন্দর আশ্রয়।

(ফুল লইয়া আশ্রয়পূর্বক) কে বলে

!—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই

সুন্দর সংসার।

মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয়?

ফুল নহে সুন্দর সুন্দরী—

করাপণে সুন্দর কুমার,

মার অধর-রাধে সজ্জিত প্রহর,

ভক্ত—পরশি তব কর,

ধর্ম-পাঠিত তব কার।

।। প্রিয়ে বিলম্ব না কর,

সুখার আশে তুমি এ প্রাণ,

যি অনল খেলে কটাক্ষে তোমার।

আমিলনে কর ত্যাগতল।

আনন্দ—আনন্দ—অনন্দ অনল,

ভোগত্যাগ-হলাহল হটক প্রবণ,

ভোগমাত্র মার বস্ত মানব-জীবনে।

(নেপথ্য সঙ্গীতধ্বনি)

মরি মরি! বায়াকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!

অনিলে মিশিল যেন।

সঙ্গীত-নিপুণ কেবা সহচরী তব?

বিমুগ্ধকারিণীগণে আন সরিধানে।

অশালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টপাত করিয়া সরমার প্রতি
জনান্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সরাসী মন্দের গান
করতে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, তারা
আসচে।

(উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

চান উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বার।

সোহাগে গাইছে পাখী, চাকর উধাও ধার।

অবশে এলোকেশে, অরুণ-আখি চাহ আবেশে,

কঁচনী পড়ে কঁদে, কঁঠর পিঁপড়ায়।

ভর সোহাগ-জলে, তরঙ্গ-রুদ্ধে চলে,

হিরোজ কমন মেলে, উৎসে মধু বায়।

শঙ্কর। মাত পাণ্ড, কর পান আনন্দলহরী,

গাও গাও, সুরাপাত দেহ বিমুগ্ধ।

তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—

বয়ে বাক বিলাস নির্যাস।

(বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও যমহস্তে বনন্দন,
শাস্ত্রবাস প্রভৃতি শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

কা তব কান্তা কন্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীবিবিচিত্রঃ।

কুংক বা কুত আয়াতস্তদ্ব চিত্তির তদিতঃ জাতঃ ॥

মা কুরু বনজনবোবনগর্ষং,

হরতি নিমেষাৎ কাঃ সন্ধম।

মাদ্রাময়মিদমখিলং হিহা,

ব্রহ্মপদং প্রবিশাত্ত বিদিত্বা।

নলিনীমসুগতজলগতিভরণং,

তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম।

কথমিহ সঙ্কমসমুত্তিরেকাঃ,

ভবতি ভবাব্যবতরণে নৌকা ॥

গিরি-প্রবাসী

শাবন্ধন ভাবধারণ,

ভাবন্ধননী-জঠরে শরৎ

ইতি সাদরে ক্ষুণ্ণতর প্রাণ,

কথমিহ মানব হৃদ মতে যঃ ॥

ব্যামিত্রো সাজপ্রাণঃ, নিশিরবসন্তো গুনগোরাগঃ :

দঃ কীড়তি গজত্যাযুক্তপি ন মুখত্যাশাবায়ঃ ॥

অরবসান্নিতরতনলবাসঃ,

শয্যা ভূতমজিনঃ বাসঃ :

মর্যপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ,

কন্তু স্মৃৎ ন করোতি বিরাগঃ ॥

অষ্ট কুলালো নষ্ট সুবাসঃ,

বন্ধপূরনরদিনক-কুপ্রাণঃ ।

ন ইহ নাইং নায়ং শোক-

করাপ কিমর্থঃ ক্রি়তে শোকঃ ॥

নিমন্তাবৎ ক্রীড়াসময়কণাশ্রয়গুণীরকঃ

কৃত্যবচ্ছিন্নাশ্রয়ঃ পরমঃ ব্রহ্মণি কোহপি ন লভ্যঃ :

কির । এ কি এ বি, বোর আবারণ ।

সত্য বোধ অনিত্য প্রগমে ।

কি বোধ চলনে—

কতোত আবার এই স্থানে :

দিগন্ত-আগা বন্ধ এই ক্ষুণ্ণ দেহে ।

(গবিদ্যাসঙ্গিনীগণের নীত)

রমণী রমণকুণ্ডলা ।

বরে পরা পেচনা তর মনল বিদ্যাসা,

শিগরে আবেশতবে প্ররত-বিশা ॥

গর । যাও যাও—

নাহি আর মাধুরী এ গীতে,

জ্ঞানাক্ষেপে বিকসিত চিত্ত-পতঙ্গ ;

বিদ্যাবিত্ত আবেশা আশার ।

আর বন্ধ রাগিতে নাশিব ।

দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি ।

কিন্তু তোরা পথ ?

কোন পথে হব বাহিগত ?

গবিদ্যাসঙ্গিনীগণ । মহারাণি, মহারাণি,—এদের

আকিমে প্রব, নইলে সর্বনাশ হবে ।

মহারাণি । (অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পতি)

এলো, বেশে আনার শরীরে,

আর কার নাহি অধিকার ।

বান গন্ত, সুদিন আগত,

নাহি হবে আমার প্রভাব আর ।

এলো বিদ্যাক্ষেপে হই পরিণত ;

ভক্তি স্থান নাহি যথা অধিকার ।

(বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত)

হইয়া মহারাণীর সহিত প্রস্থান ।

গর । সত্য সত্য, এই তো নেহারি—

মন নিজ স্থান পরিত্তরি

ভমে গুহ-লিঙ্গ-নাভিহলে,

দামপূর্ণ স্থান,—শাশবীর ইচ্ছার প্রসুতি ।

এই কলুজিত স্থানে ভমে সদা মন ।

দামান্ত মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রস্রানী,

সেইরূপ নিম্ন-পদলে ভমে মন,

জড়প্রায় নাহি কোন জ্ঞান ।

কংপদ—যথা ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তিমান—

সারেক না উত্তিবারে চায় ।

উঠ মন । তুমি অধুমক্ষিকার প্রায়,

কংপদে বসি হের

উজ্জ্বল পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ঘোড়শব্দে,

অন শুন ব্রহ্মগাথা ইহাভেহ গান,

অন্ত শব্দ তরু সমুদয় ।

উঠ উচ্চতর—জয়-মানে,

নেহার দিমল-গগ্ন দামিনী-পঠিত যেন,

জ্যোতির্ময় স্থান ।

২৪ স্থির ! হের মন—

কিবা ব্যবধান

তুমি আর মহাপ্রায় পদমাঝে ।

কর যটু পদ্ম ভেদ,

ব্রহ্মরঞ্জে হের স্তুতিপদ

ব্রহ্মরঞ্জে পদ—ওজরঞ্জে পথ ।

দে পদপাদ—

ব্রহ্মরঞ্জ ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অধরকরাজদেহ

পরিভাগকরণ এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রস্থান ।

অন্য । সর্বনাশ হ'লো, সর্বনাশ হ'লো । কে

আচ্চ, বাক্যবদ্ধকে সংবাদ দাও ।

গর । কত সংবাদ দেবে? বোদিরাজ রাজ-

দেহ দমিত্যাদ করেছেন । এসে, আমরা

প্রায়ত হই, চিত্তাভঙ্গ বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ

করবো । চলো, রাজদেহ ভুলসীমকে গড়ে বাই ।

মগুন মিশ্রের বাটী।

মগুন মিশ্র।

মগুন। এতদিন এক স্রোতে বহিত সময়,
অন্তরের দশ মম না ছিল কখন;
এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।
*[অজানিত বিস্তৃত সমুদ্রে পহাঁচয়,—
একদিকে টানে বাসনার,
অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।
আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,
কিন্তু বাজে বেদনা ফসরে।
সত্য জ্ঞান করিভাম যাহা,
অশোভিত সূন্দর সংসার,
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল।
মহা বন্দ—হয় তাহে আকুলিত মন।
সত্যমুক্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।
প্রপঞ্চ সকলি।
জ্ঞানান্যোক-বাক্যকে ব্যথিত হয় প্রাণ।
সত্য মুক্তি মনোহর বিবেক-নয়নে,
বাসনা-জড়িত চিত্ত করে দিচলিত।]*

(উত্তরভারতীর প্রবেশ)

উত্তর। কি মিশ্রমশায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—
যাবেন, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু আচার্য্য
আমায় না পরাজিত করলে আমি ছেড়ে দেব
না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার করবেন
বলেছিলেন। কিন্তু কই, একমাসের অধিক তো
অতীত হয়েছে। তবে আর কেন, এসো—যেমন
হিস্ট্র, তেমনি থাকি।

মগুন। আমার ইচ্ছা বাটে, কিন্তু যেমন ছিলুম,
তেমন আর থাকবার উপায় নাই। ইচ্ছা
হয়, আবার বিশ্বাস করি—সকলই সত্য, কিন্তু
উপায় নাই। যখন ছিন্ন চিত্তায় রমি, আচার্য্য
শ্রবণ করে চিত্তপ্রবাহ যে কোথায় যায়,
তা নির্ণয় করতে পারি, অক্ষম। আনন্দময়
অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত
হয়। যেন হয়, স্বর্গীয় ভূত্ব কামিনী লয়ে নি
প্রকারে এতদিন করুণাক্ষে নিযুক্ত ছিলেম।
ভেবেছিলাম, করুণই সর্বত্র, কিন্তু কেন—কিদের

উত্তর। আমার কণ্ঠ কি? কিন্তু সেই

আবার তোমার করুণার স্তনুতে পাই,

কিন্তু, সন্ধানপথে পতিত হও, তখনই

কিন্তু—কিন্তু, এই তো ভোগের

মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?*

উত্তর। অমর গভীর হয়ে কথাবার্তা কইলে পারি
কিন্তু তোমার কাছে থাকবো না। হারিয়ে
কি ভরই দেখানুম। আমি চলে গেলে তুমি
তুমি বাচো।

মগুন। তোমার আজ এ কোতক-কলাপ কি
নিমিত্ত? দেখছি, তোমার চিত্ত অতি প্রকম;
বোধ হয়, আমার প্রতি ঘোষ দিয়ে, তুমি ইচ্ছা
করেই চলে যেতে চাচ্ছে।

উত্তর। কোথায় চলে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা?
এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর
থাকবে না।

মগুন। তোমার কথাই ভাবত আমার অহুত্ব
হচ্ছে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা
নির্গত হবে না। তুমি এই বৃত্ত্যর জাগার
সংসারে বলছ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাকবো?
যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল
মরণাবধি।

উত্তর। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা
পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে
ছিড়তে পারবে না। আর এই অনিত্য বন্ধন-
মুক্ত হয়ে সেই চির-বন্ধনে পরস্পরে এক হয়ে
থাকবো।

* [মগুন। উত্তরভারতি—উত্তরভারতি, তুমি কি
আমায় ছেড়ে যাবে?

উত্তর। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হচ্ছে
অবিচ্ছেদের নাম বৃষ্টি ছেড়ে যাবে! তুমি
মনে করছ, বৃষ্টি সম্রাস নিয়ে আমায় ছেড়ে
যাবো? তা ছাড়বে না—পালতে পারবে
না। আর পালবেই না কোথায়? তোমার
আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার করতে আসবে
না। আমার আতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ পণ্ডে
শেখে না, ঠেকে শেখে।]* মিশ্র, মিশ্র—শুভকণ
উপস্থিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পয়স।

শঙ্কর। মা, তবে বর দেন যে, যত দিন আমার বাবা
এতদিন থাকবে, তত দিন আমি আমার
মহাশয়ী হবো না। মা বিজ্ঞানপিনি, তুমি না
নন্দারে বিজ্ঞান থাকলে আমার তুমি গৃহিণীতে
লুপ্ত হবে।

উত্তর। বৎস, তোমার কারো আমি মহাশয়, তোমার
ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাকবে না।

শঙ্কর। উত্তরভারত, উত্তরভারত—তুমি কে? এত
দিন তোমার চিনি নাই। এত দিন তুমি পাবেন
নাও মি! পরিচয় দাও—তুমি কে? কি পেশা
আমার গৃহিণী হয়েছিলে?

উত্তর। শোনো শি! একসময়ে যখন বেদনা
কাজল, আমি চতুর্দশ বছর পার্শ্ব ছিলাম। রবি-
মণি বেদনাশয়ী ছিলেন হওয়ার আমি ছাত্র ছিলাম।
সে নিমিত্ত মণি লক্ষিত হইল। চতুর্দশ বছর
হয়ে আমার অভিলাষ প্রাপ্ত হইল যে, যখন
এই পদবীতে অবতীর্ণ হই। অভিলাষে আমার
আনন্দ হইল।

শঙ্কর। এ রকম অভিলাষে আমার?

উত্তর। শোনো শি! কি নিমিত্তে অভিলাষে বেদ-
নাশয়ী ছিলাম? যখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার
হওয়ার সময় মণি লক্ষিত হইল। সেই সময়
দেবদারাও মণি লক্ষিত হইল। চতুর্দশ বছর
আবৃত্ত হইল। সেই আনন্দে উৎসাহিত হইল, বিমল
অবিত্ত-পুত্র। যখন চার মাসের মণি লক্ষিত হইল,
আমি উৎসাহিত হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল
কখনো? সেই মণি লক্ষিত হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল
হয়। সেই মণি লক্ষিত হইল। এই আমার
আনন্দ হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল
পরাভূত হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল
এই মণিতে তোমার সহিত এই মণি লক্ষিত হইল।
কিন্তু এখনো, আমরা আনন্দে। আমি কে জানে,
তবুও আমার আনন্দে উপভুক্ত করবে—তুমি কে?

[উত্তরভারতীয় অংশ]

শঙ্কর। তোমার মণি।

উত্তর। মণি লক্ষিত হইল। সেই মণি লক্ষিত হইল।
কিন্তু এখনো, আমরা আনন্দে। আমি কে জানে,
তবুও আমার আনন্দে উপভুক্ত করবে—তুমি কে?

পট-পরিবর্তন

কমলবনে সরস্বতী।

(কলাবিজ্ঞানের গীত)

কবি-রবি-হবি নথরে হিকরে।

বাগ-রস-সুজরে করে, মোহ-নাশি দেহহাসি অপরে ॥

বান-নাশি দেহ-মুরতি, দিব্য-মুরতি দেহ-জ্যোতি,

ভূ-মণি-ভূ-জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে ॥

কলা-স্বপ্নী ভারতী, শেত-মণ্ডলে আবহি,

আলোকিত ভাতি-রাতি, দেহ-কিরণনিকরে ॥

পঞ্চম অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্তাঙ্ক

প্রবী-প্রবী-প্রবী

প্রবী-প্রবী-প্রবী

১ম বালক। বুড়ী হব কে? বুড়ী বুড়ী হব।

২য় বালক। বাবা, মণি দেব না? আমি দেবো

না, বুড়ী হব চুপ করে বসে থাকবে

৩য়। ওর ওর—এই হাওয়া আমছে, ওকে

আম।

৪ম বালক। মা, মা—ও ইচ্ছে হয় বসে না।

উঠে কোথা চলে যাবে।

৫ম বালক। আমার ভাই, ও অমন কেন? একটা

পেছনে চলে না।

৬ম বালক। তবে আর হাওয়া কি? ওর মা খাবার

দিচ্ছে, আমি কত দিন ওর হাত থেকে কেড়ে

নেতামি, কিছু পাবে না।

৭ম বালক। ওর মা খাবার দিচ্ছে, মাগো।

৮ম বালক। মণি দেব না, আমি খাবার দিচ্ছি।

৯ম বালক। মা, তুমি ওকে দেবে তোমার মা।

১০ম বালক। ওর, ওকে তোড়া করবি?

১১ম বালক। না, না—কেন বামুনের গিঠে

আম দেবে?

১২ম বালক। তবে আর না, আর না—ও কখন

নিজে খেয়ে দেবে না এখন।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ, থেলা দাও।

(খাবার হস্তে খাবার প্রবেশ ও চূপ করিয়া একস্থানে উপবেশন)

এই হাবা এসে বসেছে।

১ম বালক। (অদ্ভুত বালকের প্রতি) ওরে, খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২য় বালক। কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি?

৩য় বালক। তোয় ইচ্ছা না হয়, তুই খাস্ নি।

(খাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া ২য় বালক বাতীত সকলের আহার) হাবা বুড়ী হোক, নাও চোখ বোজো, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চোখ টিপে পর না, কিসের বুড়ী হলি? পর না চোখ টিপে,—(মাথার চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে?

২য় বালক। কেন ওকে মারিস্? নে পেল।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হয়েছে—তু দিয়েছি, লুকাবো না, ছৌ দেখি?

তাড়া দাও, তা হব না, চোর হয়েছ—চালাকি?

ছাই জানিন্ লুকোটুরি;

তুনি? তোর মুরোদ ভারি,

এক ছুটে ছৌব বুড়ী, ভাজবে তোর জাগী,

সাত চাঁদ গায়ে দেব, কাড়বো মাথায় চক্কাতি।

(৩য় বালকের কুটির আসিয়া প্রথমে হাবা বুড়ী চাক স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুরেছি, তুই চোর হয়েছিলি।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে, তার পর তুই আমায় ছুঁয়েছিলি।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিন্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক। আচ্ছা, বুড়ী বলুক। হাবা, বল তো, আমি আগে ছুঁই নেই? আমি আগে ছুঁয়েছি, তার পর তু তোকে ছুঁয়েছে। বল না—বল না বোঁ! (প্রহারকরণ)

২য় বালক। কেন ওকে মারিস—কেন ওকে মারিস?

১ম বালক। ওরে, ওর মা মাসকে—পালানি চল্—(বালকগণের পলায়ন)

(প্রভাকর ও প্রভাকর-পত্নীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী। কেন বেশি বাদে বাদে মার খাচ্ছে। খাবার হাতে দিলে তারিবে আসে, আর ছেলেগুলো কেড়ে নেয়। তুমি তো ছেলেগুলোকে কিছু বলবে না। মেরে হাড় ভাঙো করে নেয়, খাবারগুলো কেড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, নি এতটাই চৈতন্য হয়। এদের নড়ে খেলতে ইচ্ছা হয়, কি রাগ হয়,—তা হলেও বুঝবো না, প্রসন্নতার হচ্ছে।

প্রভাকর-পত্নী। আর তোমার মার খেতে জানে কাজ নেই। পোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আর বাছাকে বেরতে দেবো না।

(জনৈক প্রতিবাদীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিচ্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধরে পড়—আমি ছেলেটাকে পায়ে কেলো দাও। ক্ষমতার কথা বলবো কি হে, আমি সচক্ষে দেখুম, মরা ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিলে।

প্রভা-পত্নী। ইয়া জ্যাঠা,—সত্যি?

প্রতি। ইয়াগো, মরা ছেলে কোনো করে মা-মারী কাঁদচে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই জ্ঞান দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্ছেন,—দেখে দয়া হতো, বলেন, 'কাঁদচো কেন, তোমার পুত্র ত যবে নাই।' ওমনি যতপুল যেন ঘুম ভেঙে উঠলো।

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে?

প্রতি। অবশ্যই হবে, উনি দয়ার সাগর।

(শঙ্করাচার্য্য এবং মনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আমলগিবি,

চিংমুপ, ভোটকাচার্য্য, শান্তিবাগ

প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। হুরেবর, এ কোন দেশ? যেন কোন্ মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্ছে। দেখ দেখ,—মাধব-দাদাটী পরম্পর আদিত্যিত ও পশিত,

দুচ্চরপ বস্ত্রগত সাক্ষী যেমন—

সেই নিত্য জ্ঞানরূপ বরুণ আনিব।

রূপাচার্যী হব প্রভু, জাতিত ভোগ্য,

যে গুণ, যে বিকার-বিহীন মহাশয়,

কটিকর পার্শ্ব বহুভঙ্গ্য সঙ্গাণে

আরও কটিক হয় জান,

চক্র-প্রতিবিম্ব যথা চক্রের সঙ্গিলে

বহু চক্র হয় অসংখ্য,

পরমাত্মা পরমপূর্ণা তুমি দেব,

তোমারি এ বহুভাবের মাঝে পাকট,

চূর্ণ কর নিবারণে কখন!

শঙ্কর। হে বানক, তুমি কী করছ? তোমার বহুভাব

আমলকীফলের স্থায় রসকর ভোগ্য নয় বহুভাবতী

তুমি হস্তামলক কামে ভোগ্যে সিদ্ধান্ত হও।

তুমি বহুভাব ভোগ্যের ফলে মহতান বর্জিত

তুমি একভাবতী অসংখ্য, একজ্ঞানে আশ্রয়

করো। (প্রত্যকরে প্রতি) শক্তিভবন,

প্রত্যক দেবদেব—আমার পুত্র এক নয়!

আমনি গুণী; আমার পুত্র আমনি প্রিয়

জন নাই। এ পুত্রদত্তান আমার দাম করুন,

প্রভা-পত্নী। না-না, আমার যেমন গুণ ছেলে ছিল,

সেই গুণ ছেলে থাকুক, আমার একজনাই

ছেলে চাই না। আমি ও মস্তান তোমার

দেব না,—আমার বাচ্চা গুণ হয়ে আমার

পুত্র থাকুক।

শঙ্কর। না-না, পুত্র বহু? অরণ করো তুমি

তোমার পুত্র-পুত্র বহু বহুনাশ দান কবুতে

নিষেধিক; আমার পতিত হয়ে তোমার

শক্তি পানবাধু নির্জিত হয়। এই সাধু তোমার

মোদনে অস্বস্তি হইবে তোমার শিশুর শরীরে

প্রবেশ করেছেন! তুমি ভেবেছিলেন, তোমার

পুত্র বুর্জীপন্ন হয়েছিল—না নয়, তুমি এই

মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এনেছ। পুত্রের সংস্কার

স্পর্শ করে, সেই নিষিদ্ধ জড়ের স্থায় হইল

অবস্থান করতেন। এই সাধুর প্রসাবে ও

এদেশে শান্তিপুর। যা, তোমার গৃহ

নবরোগ আকর, পুত্রভাবে তাঁর দেবা করো,

বংশবীর স্থায় নাশায়-পুত্র লাভ করবে।

প্রভা। লাক্ষ্মি, এসো—বৃহদী আবার বোম্বের

প্রদোষন নাই। পুত্রজ্ঞানে এত দিন যে এই

একবিদ মনোভোগের ফলে, অসংখ্য প্রকার

প্রাপ্ত হয়েছে, সে—আমনি বহু ভোগ্যের

পুত্রের মনোভোগে যে ভোগ্যের বহু অর্শন

করে।

প্রভা-পত্নী। বৃহদী, এ সময় তোমার পুত্রের আর

যেই পুত্রের আশি এত দিন পুত্রজ্ঞানে পালন

করেছি—পুত্রজ্ঞানে পালন করুন কখন আমনি

মতি, আমনি এক ভোগ্যের? আমি প্রতি

অভ্যাসিনী

শঙ্কর। না-না, আমি পুত্রজ্ঞানে, পুত্রজ্ঞানে পুত্র

করো—যদিও আমনি পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে পুত্রজ্ঞানে

পরিচয়। সুখের, প্রারম্ভ বহুবাহু: আরকে
তুমি মগন দেখে মগন ক'রে নাচপতি
মিষ্টরূপে তোমার কায়, সমাধি ক'রে।
কখন আমার ভাবের দীপা জ্বলি যবে।
সেখনি, হরি কোন আশ্রয় দেখে কি,
ক'রে।

শব্দ। অশ্রুত অশ্রুত হ'ল আমার আশ্রয়
আমার পোষাকের মাথা।

শব্দ। আমার চেহারা অপরোক্ষরূপে মগন
ক'রে। দেবী মগন হ'ল তোমার গৃহ
আবদ্ধ হিমালয়—এখন তোমার মাস্তুলী,
মস্তক প্রকাণ্ড টোকা দামাঙ্গ শক্তিতে প্রবৃত্ত
হয় না। (হস্তাম্বলের প্রতি) হস্তাম্বল,
তোমার তো কণ্ঠে নেই, তুমি মগনরূপে
যেমন ছিল এ আশ্রয়ও সেইরূপ। তা
তোমার কোন ভাষা-রচনার সাদৃশ্য করে
তোমার অশ্রুতের পিতৃ করবো না, তুমি
নিজের রচনামণ্ডলী অবস্থান করো।

(কবির প্রস্থান।)

স্বর্গীয় গজেন্দ্র

নির্ভোষারি কপালিচ্ছবো নোহনো মিহীর্ভী বন।

শব্দ। কবির,

শব্দ। এ কোন্ দেশ? প্রকৃতি গেল কোন
গৈশচিক শক্তিতে আগুনে। অকলত্র
মদিন, বিহ্বল বদহীনা—কেন অস্বস্তির
আবাসস্থান।

(শ্যামলের প্রবেশ।)

শ্যাম। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়বো না,
আমার সকলের মাথাতে জিজ্ঞাসা করে
প্রজ্ঞা করে, সবাই হাসে আনন্দে, এরা
এত আনন্দমুখ! আজ একলা দেখেছি,
ছাড়বো না। আমার বড় গোল বেগে
গিয়েছে, আমি মেদাহীন—আমি কিছু বুঝতে
পারি না।

কি বাপ, কি বুঝতে পারো না?

শ্যাম। এই পাতা বলেন,—অবিশ্রী, অসঙ্গ, অবজ্ঞ,
স্বাভাবিক এক প্রকার নিভমান—আমি বকবো

মায়ার আর দেবদেবী, নেড়াছড়ি বা দেখানে
দেখেন, অমনি ছন্দে-বন্দে স্তব রচনা করেন।
গঙ্গা, নন্দী প্রভৃতি যে দেখানে নদী আছে,
এমন কি, তোরা নদী বসি ঘর না, তার গুণ
আভ্যাস,—দক্ষকেই তো মুক্তিপাতা বলেন।
বিশ্ব বৈষ্ণব এনে তাতেও থক'রে দিচ্ছেন।
শৈব এসেও তাই,—আমি যে উপাসক
আছে, বুঝে বুঝে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত
করেন। এর বেশীটা ঠিক আর কোনটা
অসিদ্ধ, আসি বুঝবে, বলুন?

শব্দ। এত দিন চোখেরি রহে,

পূজা, স্তব, মাগবজ্ঞ আতি প্রয়োজন।

মুক্ত-আত্মা অস্বস্তি রহেন পূজারত

মত দিন দেহবুদ্ধি রয়।

সমাধি দানীত নহে দেহবুদ্ধি নয়।

এম হেতু মুক্ত-আত্মাগণে

দেহত বহেন দেবদেবী-পূজারত।

দেহত বহেন, দেবদেবী বজিরে মাগব

মুণ্ডে থেই হয় নাহমত;

উপাসক বস্ত্রে আছে কয়ে প্রিয় জ্ঞান,

ধানমুগ্ধ অহনিশ রহে,

ইষ্ট-মুক্তি হেরে সে স্বদরে।

কমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে

উপাস্তা মহিত হোবে যতন আপনি;

দেবদেবী উপাসনা তেই প্রয়োজন।

শান্তি। প্রভু আপনার কথা ভারি গৌণমোহে,

যদিও সব প্রয়োজন, তবে দেশ-বিদেশ গুরে

তর্ক করেন কেন?

শব্দ। জীববুদ্ধি নহে, বিজ্ঞান-মতভাবে

জীবজ্ঞান করে মুহু ভিন্ন মাথাকে।

অহঙ্কারে ভাবে আস্ত অস্ত সম্প্রদায়,

সত্য উপাসকি মাত্র কেবল তাহার।

শান্তি। আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—

অবৈতবাদই সত্য, আর সব ত্রিবিদ নয়। যে না

দলভে ছাড়ে, অমনি যুগ পাবড়ে গিয়ে তো তার

মত উঠে-উঠে।

শব্দ। দিব্যজ্ঞান প্রদে মনে যেই ভাগ্যবান,

ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের বরূপ

নিভ্যানন্দময় কিছু ব্যাপ্ত চরাচরে,

ইষ্ট ধার প্রিয় নিজ গম,

তাকে গ্রাহ্য করিবে সে যাহা মনে।
অতি, অতি, অতি—এই মহাবাক্যের
কবিতা, বাণ, মন তরুণেরোজন,
ইহার অধিক নাহি পাঠ্যশিক্ষা আর।
সেই প্রিয় বৈজ্ঞানিক আশার সমান,
পাঠ্যক্রমে পাঠ্য ভজ্ঞে তবু,
ও অতি এতক—প্রিয় যে মনোরম বার,
যেবৎ যত্ন করে জীবনের সনে।

শান্তি। ও বান,—আপনার ছেলে কথার জেতর
আমি ওঁদোতে পারবো না। আমার বলে
দিন—এম পর্যন্ত তো বুঝতে পারি, জন্ম পর
আমার বসন্তরূপ আবার কি?

শব্দ। মন পর্যন্ত তো জানেন? কার মন বলা দেখি?
শান্তি। বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা করেন কি
না! তা জানলে আপনারকে বিব্রত করতেন
কি না, আমিই আচার্য্য বনে যেতেন। আপনি
মরা মানুষ বসন্ত, বোকা কথা কওরান।
আমার একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু
বুঝতে পারি।

শব্দ। বসন্ত, সাধন পরোজন। সাধন করো—
মনস্ত বুদ্ধি।

শান্তি। যা করতে হয়—সে আপনি করুন। সাধন
করে তো মন বশ করতে বলেন? সে আমার
কথা নয়। সে সব গল্পপাদ প্রভৃতিতে বলা।
আমি যোগ বলে মন স্থির করতে চেষ্টা
করলে, মন যেটা বরাং সোজাস হিঁ ভাব,
চোপ বজলেই, তখনই শক্তি-সংসার হুগে
চলো। এ মন নিয়ে—কি সাধন করো
বলুন? আমি একটা সোজাছলি বুঝি, আমার
খিটখিট লাগে—

“খানখান গুরাখুটি পুজাখুটি শুকোত পান্ন।
ময়খুটি গুরোকাখ্য মোখখুটি গুরোত রূপা।
এই মজ আউড়ে খানি নমস্কার করবেন, যা
করাব—করবেন।

শব্দ। বসন্ত, সার শুভ তোমার উপলক্ষি হয়েছে,
বহু সাধনকালে এ বাণশা হয়েছে। বসন্তের
তোমার কলকাত।

(হঠাৎ হঠাৎ বিদ্য। আশীর্বাদ)

শান্তি। বসন্তের আপনি মাঝে মাঝে জাফি

চাখেন। কানি মকালে মরি প্রকৃতির বা হয়,
কালি আবার আপনার কান গোপালি করবো,
এই বলে রাখছেন।

শব্দ। দেখ, এ অতি কবিতা বান। এ বানে
আশ্রম করা উচিত না। বসন্তের প্রভৃতি
ডাকো, আমরা জন্মে এ জ্ঞান পরিভাষা
করবো।

[শান্তির গানের গায়ন।

(উগ্রভৈরবের গায়ন)

কে আপনি?

উগ্র। আমি আপনার চক্ৰাশ্রিত—ভিত্তাশ্রিত।

শব্দ। কি, আচ্ছা কখন?

উগ্র। আমি আশ্রয়তির ইচ্ছা কলি!

শব্দ। আমার উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক কি?

উগ্র। না, আমার মজ পক্ষ, অহৈত-পক্ষি
আমি শান্তির পিয়ারী দিকান্ত-অর্জন আরা
কামনা।

শব্দ। তবে কি নিষিদ্ধ? এমানে আশ্রয়?

উগ্র। আপনার দ্বারা সেই দিকটি খাত করবো।

শব্দ। কিরূপে, এককাকরন।

উগ্র। আমি বহুদিন মৈত্রের উপলক্ষ্য পর
খিনি প্রসন্ন হয়ে আমার মজ এমানে যে যদি
কোন বাগা—মিথ্যাস্থ মাপের মতক হোমে
আহুতি প্রদান তবুও নাহি, শেষে অতীত দিক
হলে, অসিদ্ধি লাভ করবি।

শব্দ। মহাশয়, যদি অহৈত-পক্ষি অবলম্বন করেন,
অষ্টমিদি প্রভৃতি ক্ষত মজ পদমল্লিত কীর
আনন্দধানে উপলব্ধি করেন।

উগ্র। না, আমার দান তাই প্রার্থ্য—আমার হঠাৎ
নিষিদ্ধি বাণশা। আমার কিসা আপনি আমার
বাসনা পূর্ণ করুন।

শব্দ। আমি কিন্তু আপনাকে কতো পূর্ণ
করবো?

উগ্র। যদি আমার উপলক্ষ্যে তাহা করেন, অন্য
মানেই পারেন। আপনি পর্যন্ত এতদূর জীব
থাকেন, ও অসিদ্ধি পক্ষি পদমল্লিত মজ
করে রাখাই করবো। মজ পদমল্লিত মজ
বাক্যের পক্ষি পদমল্লিত মজ পদমল্লিত মজ
পক্ষি পদমল্লিত মজ পদমল্লিত মজ পদমল্লিত

হঠাৎ করি, কোথায় করি সেই কার্য
করুন।

শব্দ। আবার কি করিতে বলেন?

উগ্র। নিবেদন করছি, এক নির্জন সাধু মন্তক
আছতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি মন্তক
তান অধেশণ করে পবিত্র সাধু কোথায় দেখে লেন
না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের
চিত্র আমার ভ্রাস সমল। অতএব আপনি আপ-
নার মন্তক ত্রিকা দিন। প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ,
আপনার অবিন্দিত নাই, পরকার্যে দ্বীতি আপ-
নার অধি প্রদান করেছিলেন, আমার মন্তক
প্রদান করে জগতে দ্বীতির ভ্রাস বশবী হউন।

শব্দ। উত্তম! আমি এ ভবুর দেহ তোমার কার্যে
প্রদান করবো। যথার্থ বলেছি—পরকার্যে দেহ-
অর্পণ যামবের উচ্চ কর্তব্য। কিন্তু নির্জন
কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার
কার্যে ব্যাবাস্ত উপাদান করবে।

উগ্র। আহুন—আহুন প্রভু, এখন আপনার
শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—সান্নাথ আশ্রমে
আহুন—সে অতি নির্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গণপতির প্রবেশ)

গণ। কি করবো, কোথায় যাবো! পথ চিন্তে
পাচ্ছি না, কেন এ ছরস কাপালিকের কাছে
এসেছিলুম। আমার নরবলি দেব তো নিস্তার
পাই। হায় হায়—ইচ্ছা করে আপনার সর্বনাশ
করেছি।

(সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিত্তহর,
হতামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি
নিযাগণের প্রবেশ)

সনন্দন। কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন?

গণ। পরপান—পরপান—বসি করো।

সনন্দন। কি গণপতি,—কি হয়েছে?

গণ। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে
পড়ে আমার প্রাণান্ত পরিস্থিতি।

সনন্দন। কেন—কি হয়েছে?

গণ। দেহ, মত মত কুৎসিত কর্তব্য আমার করতে
হয়,—মতীক ভগ্নিরে আনুতে হয়, কোথায় জেন

চঞ্চাল আছে, অহুসানি করে তাঁকে ভুগিয়ে
আনতে হয়। যদি না করি—মারে, পেতে দেব
না। পালাতে পারি না,—পালাতে গেলে—
কি যাচ্ছ করেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে বাই।
সাত দিন বুঝে কিরকির গুরু, আত্মনার এসে
পড়তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে
দিন আর ব্যাধার শেষ থাকে না। যে সব যুযুতী
স্ত্রীলোক কুকার্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন
কি—বারা জানে যে, তাদের বলি দেবার জন্তে
এনেছে, মেয়েই হউক, পুত্রসই হউক, যে ধর্মের
পড়েছে, পালাতে পারে না। তাই, তোরা
আমার বক্ষা কর।

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গণ। এখানেই থাকে। কিন্তু সে কোন্ স্থান—
আমি চিন্তে পারি না। আমি কোথায় রয়েছি,
আমি বুঝতে পাচ্ছি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের
শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোন শোন,—আচাষা এখানে জ্ঞানবেন, তাই
এই পর্দাতে কাপালিক এসেছে। সে গুরুদেবকে
ধোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়। উনি কোন দ্বন্দ্ব-
শরীরে বধন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার
জন্তে ঘুরছে। তাই, তোরা পাগের বুলো দে।

(সকলের পদগুলি গ্রহণ)

তোরা কি জানিস, এ কথা মার কাউবে
বলতে গেলে কে বেন আমার গলা টিপে
বধতো, কিন্তু তাদের তো বলতে পারতুম। আমি
গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা বলে করে
আমার অপরাধ মাফ করতে বলিস। (চমকিত
হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিরেছে, এই
যে আমি পথ চিন্তে পাচ্ছি? ও তাই—ও তাই
—তোরা পাগের বুলো দে, আমার আর পাগে
তৈলি নি আমার জোঁদের সঙ্গে রেখে দে!
(পুনরায় সকলের পদগুলি গ্রহণ)

সনন্দন। এসো, তবু দরাস সাগর, তোমার মার্জনা
করবেন।

গণ। ও তাই ও তাই—আজ কি ভিবি, অমাবস্যা
কি? হা—আজ অমাবস্যা,—আজ গুরুদেবকে
বলি দেবার চেষ্টা থাকে।

সন্দেহ। তুমি কি দেখো ?
 শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে, সমন
 হোমাদের ডাকতে পারি একজন ডাক্তার— দ্বার
 মালা গন্ধার, কপালে রক্তচকন সেপন করেছে
 বোম্ব হুদা, আশ্রমের দিকেই আসছে। শুধুদেব
 কি কারই সঙ্গে গেলেন ? তিনি বহাগর, যে যা
 আশ্রমী কাম, তারই আশ্রমী বন্ধা করেন।
 সন্দেহ। ও— কি সন্দেহ ? তোলা—কোথায়
 কাপালিকের আশ্রম আছে ?
 শান্তি। এনা—এনা
 সন্দেহ। তোলা, সেই সময়টাই শুধুদেবকে অবস্থতি
 করতে দেওয়া যায় না। উনি পরকার্যে
 মন্থক দিতেই প্রস্তুত করেন।

[বকালর স্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শুধুদেবের আশ্রম।

শুধুদেব, ও উগ্রভৈরব।

শুধুদেব। তুমি এসেছ হও, আমি তোমার মস্তক
 দেবার জন্য ধ্যানস্থ হচ্ছি।

উগ্র। আমি এসেছি, কেবল খবরপূজা করে ঘর
 গরম করি।

[খবর আনিয়নার্থে প্রস্থান]

শুধুদেব। মেদিনীয়ে কৃত্তিকা মিশা
 মিল করে সলিম মেহের,
 ফানিলে বানিল, তেজ মল তেজ,
 লট নামে গটীকাপ আক্রমণে মিশাও।

[সমাপ্তি হওন]

[খবর নিয়ে উগ্রভৈরবের প্রবেশ]

উগ্র। এইবার মনোময়না শিক হইছে, এইবার কষ্টগিহি
 লাভ করবো। এ কারাগারে—ইচ্ছা, ইচ্ছা, অপর
 রূপ পর্যন্ত জীবিত থাকবো। কেবল ভোগ—
 কেবল ভোগ। ভোগ অপেক্ষা মোক্ষ কি হুয়।
 বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল ভোগ।
 ভোগের জয়ান বহু উপভোগ, ব্রহ্মা ওয় চন্দ্র
 মনোরম সেবা গ্রহণ, ইচ্ছা মনোরম সেবা, ইচ্ছা

শুধুদেব। (স্বপ্নাচার্যকে সম্বোধন করিয়া)
 শিক্তি হবে নাহি, ইচ্ছা কামোচ্চা।
 ইচ্ছাশক্তি !

[উগ্রভৈরবের প্রবেশ]

শুধুদেব। আরে চাচার শব্দ! মন্থকী জেতা—
 (গর্জন করিয়া) শুধুদেবের মন্থকী জেতা প্রকাশ
 হইয়া বসন্তাশ্রমে বিদ্যমান।

শুধুদেব। (স্বপ্নাচার্যকে, চন্দ্র, শান্তিমায়া,
 হস্তাচার্যকে সম্বোধন করিয়া)

শুধুদেব। এ কি! শুধুদেব কি মুসিহদেবের মায়া
 হন করেছেন। শুধুদেবের কৃপায় জামরা সকলে
 কৃত্য।

শুধুদেব। (মুসিহদেবের পদ)

শিকার নর, কেশরী উচ্চ,
 প্রকট ভীম তর অস্ত্রবিলাস
 নগ্নে মুসিহদেব।

দ্বিলাকশিপু-নিপাত নগ্নে
 শব্দরূপ বিহু তারিতে নগ্নে,
 মুক্তি-আদায়ক এম।

অনাবি এক খুইপ্রান্তে,
 প্রহ্লাদ-বচনে মন্তন শুভে,
 ভক্তাধীন নগ্নে।

নরক-নিবারণ, গুহুর্জ-হরণ,
 ভীত-মিহাশব্দ-সঙ্কট শরণ,
 চরণ-বর্গপ্রাণ হস্তে।

গর্জন-শব্দিত অস্ত্রপ্রদানে,
 গর্ভ নিপাতিত ভীষণনায়ে,
 দুর্জন কম্পিত নায়ে।

দয়া-পয়োহি, মিথি-নন্দনদাতা,
 হাতুল পদ ভব-অর্ণব-জাতা,
 বীনতারণ ভাগে।

কষ্টবিভিষা-বিধানকারী
 ভক্ত-হনানন নিয়ত বিহারী,
 দ্বাষিত স্বর-র-নায়ে।

দয়া-মহু-দিকৃপন ভীষিত,
 উপলিত পদ—সবর বৃষ্টি,
 বীনশিত হন নায়ে।

[মুসিহদেবের প্রবেশ]

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন দেখুন—সাজাহীন গঙ্গাদি
মহাশয়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ, প্রকৃতিত হও,—প্রকৃ-
তিত হও, শান্তি—শান্তি।

মনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এখ থেকেই হই
কাপালিক? একে কে নিখন করলে? ওমদেব
—ওমদেব!—তিনি কোথায় গেলেন তিনি
কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অহঙ্কার কত—তুমি জানেন?
তিনি যাত্র হৃদয়বাসী, আমার মত নষ্ট কবি
তার হৃদয়েই প্রবেশ কবেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

মনন্দন। ভাই, আমি ওমদেবের বিপদ জেনে
নৃসিংহদেবকে স্মরণ করছিলাম, তার পর আর
আমার কিছু শক্তি নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, মাধার্য ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য
গঙ্গাবকে পর প্রকৃতিত হয় না। তোমার
সাধনমতে রক্ষাকর্তী নারায়ণ—নৃসিংহরূপে আমার
রক্ষা করেছেন।

মণ্ডন। (মাতীদ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ
মার্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপা-
লিকের সংবাদ গেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। ওন গণপতি, শুক-
শিখের সঙ্কল্প তুমি জান না। এই জন্য আমার কত
ক্লেশ দিয়েছে, তা তুমি অহঙ্কর কথো পার নাই।
তুমি নিজে গ্রহণ করেছিনে, সন্নিহান হয়ে
আমার স্থান ত্যাগ কবো। তুমি ভয়ান করেছিনে,
কিন্তু নিজেই আমার অশ্রুস্রাব্য তোরান মননের
নিমিত্ত তোমার দহিত অবস্থান করেছে, এতে
আমার কিরূপ আনন্দ জানো? হেতু কোন
সংসারী ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিকটেষ একবার
পূজা গৃহে প্রত্যাগমন করলে তার হৃদয় আনন্দে
পূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। পাপ-পন্থা কিরূপ
তীব্র, দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ-মূর্তি
প্রকাশ করে জীবের কল্যাণসাধন করে।

[বকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাক

কাপালিকগণ ক্রকচের আগ্রহ

ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! অনুভব, আমার প্রিয় শিষ্য
উগ্রভৈরব কাপালিককে বধ করেছে। যথার যার,
তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার
দূত সংবাদ এনেছে যে, কাপালিক-বিনাশে ক্রত-
বাকর হয়ে রাজা অশ্বাধী সসৈন্তে সজ্জিত।
আমাদের কিংবা-বনে শিশ্য শঙ্কর ও সর্দসজ্জ
রাজা অশ্বাধীর বধ সাধন করা শঙ্কর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে
জন্মে অভিভূত। শিষ্য শঙ্করকে বা কি নিমিত্ত
অভ্যবে? আমাদের মতাবস্থায় কবি থাক, তা
কি সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবশ্য-
মস্তক হবে।

১ম কাপা। তুমি কি মান করছ, শঙ্কর নামাঙ্ক
ব্যক্তি, তুমি কটাকে অভিভূত করবে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো শুভা, স্বয়ং শঙ্কর
বিচলিত হয়েছিলেন। আমার পবীত্রা কথো
দাও। সন্নিহিতম, অঙ্গসংস্থাপনের নিমিত্ত
শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আশঙ্কা যে
পেয়েছে, তারে বণ করা অতি সহজ। আমি
প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তারে বশীভূত করবো।

ক্রকচ। হাঁ, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।]

আমাদের আর নিকিত্ত থাক উচিত নয়।
যথার যে জৈন ও বৌদ্ধ তাত্ত্বিক,—বৈষ্ণব,
শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পক্ষোপাসকরূপে প্রচুর
ভাবে অবস্থান করছে, তাদের নিকট সংবাদ
প্রেরণ করেছি। তারা নব সুসজ্জিত হয়ে
আসছে। আমরাও সুসজ্জিত হয়ে অঙ্গসংস্থ হই,
নাগদান্দী প্রস্তুত করে রাজা অশ্বাধীর গতিরোধ
করি। পরে ভৈরবদেবকে পুষ্যার কষ্ট করে,
তার মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট করবো। এদো—
আমরা অঙ্গসংস্থ হই।

[সকলের প্রস্থান।]

শঙ্করাচার্য

পঞ্চম পর্ভাঙ্ক

হটবৃক্ষতল।

(কাঞ্চনকান্য প্রবেশ)

কামকলা। ককট, তুমি জ্ঞানহীন। আমার দাস
ক'বেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝে নাই।
তুমি কাপালিক, মস্ত্র প্রানো, রমণীর মন্ত্র অব-
গত নও। সমস্ত বঙ্গোত্তে কে কোথায় শতীর-
হারী, যে নারীর কটাক্ষে না রিক্ত হয়! শঙ্কর
তো পরকায় রমণীর আশ্রয় পেয়েছে। সে
আমার হাবভাব, অঙ্গসজ্জা ন দর্শনে, আমার
দশাং পশাং কুত্বেরেব জায জাহ্নবাসী হবে।
আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দস্ত
কিসের? বুঝি আসছে, আমি সঙ্গিনীবেষ্টিতা
হয়ে মাধুরীজাল বিস্তার করবো। দেখি—
যোগিনী আদ্য হর কি না।

[প্রস্থান।]

(শঙ্করাচার্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। বহুকার্য্য এখনো সমুদ্রে।
সাজা, পাটঙ্গল, মীমাসক, ত্রাণ,
বৈশেষিক দর্শন অতৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত তপন-অভ্যাসে।
পরাজিত শঙ্ক উপাসক,
আছিল নির্মলচিত্ত যে পদী যথায়,
করিতেছে শিষ্টর গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত-প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বোধগম্য প্রকৃত হইবে
অদ্যাবধি নানাতাবে আছে নানা স্থানে।
স্বার্থপর পাবণ্ড সকলে
মানব অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিরত।
সে নদার বিনাশ ব্যতীত,
পান্ত নাহি হইবে স্থাপিত।
স্বহস্তিত বস্ত্রি যথা দক্ষ করে সুই,
সেই মত সে সবার সিক্তিক মত,
বিনাশিবে পৈশাচিক-মত।

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ)

(স্বতঃ)

হা হেবে সাধুই যে সঙ্গিনী শঙ্কর।
হি হি সখি, দিছে পায়িত্ত্ব কিসের তরে।

করে না নারীর আশ্রয়, এত তার বিস্ময়
কিসের এত ভয় নিয়ে থাকে সে সে ভয়
তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে কো পায়

তার সায়ের হাজরা কি সর যায়?

প্রেমরসে যাব গ্রাস রসে না,

ভুকিয়েছে আঁধ জোর ক'রে।

কামকলা। আহা, মরি মরি। তোমার পুণ্যেবন,
বৃন্দভীলক পরিভাগ করে নিমেষ কেন বাঁধে
আজ? তুমি পণ্ডিত, বিবাহি করেছ, তাকে
পণ্ডিতকে নিবাস করতে পারে। কিন্তু খণ্ডন
বিনা যে একান্তনা লাভ হয় না, তা কি জানে তুমি
না? জানরা দুয়তী, পুরুষের সঙ্গ্যাত্ত
তোমার দেবার জন্ত এনেছি। তুমি ভোগের
জন্ত পরদেহে প্রবেশ করেছিলে। রাজরাণীরা
অশিক্ষিতা অঙ্গনা, তাদের সহিত কি আশ্রয়
পাবে? আবারের সেবায় নর-শরীরে মিত্যানবের
আশ্রয় আঁধ হবে।

শঙ্কর। সাগত জননি,—

এসো এসো অবিন্যাসপিনি,

মাধাশক্তি স্বকপিনি—

মহাকাব্যে হও মা সহায়।

করো সংহারিণী প্রভাব বিহার,

অনাচারে নাশ অনাচার,

বিদ্যাক্রমে বিহর সংসারে,

এসো কুৎসিতাকপিনি,

হৃদয়ের শান্তিবিধারিনি,

ভ্রমতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।

রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,

কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,

হও নিজ সংহার-কারিণী।

(কমণ্ডলু হইতে বারি নিক্ষেপ)

কামকলা। দেহে অস্বিক্ষণ হলে, কোহাই শঙ্কর—
কোহাই শঙ্কর! ক'বো ক'বো! আমার প্রতিজ্ঞা
কছি, তোমার শত্রুবিনাশে সফল হব।

শঙ্কর। যাও যা যাও, হৃদয়গণের পায়সিকান করো।

কামকলা। শঙ্কর আজ হতে আমি তোমার দাসী,
আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনীশ্রীমত লভ
করেনিলায়, তোমায় কমণ্ডলু বারিগণে আমি
শক্তিহীন। আজ হতে তোমার দাসী।

কিন্তু কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন কিন্ন
জ্যেৎ জ্যেৎ এ কে বৈকে ॥

তুড় তুড় তুড় তুড় তুড়ি, হাঁকি চিহ্নি,
তুড় তুড় তুড় তুড় তাপি, হাড়ে হাড়ে ঢালি,

ঘুট ঘুট ঘুট ঘুট কেঙ্গে মেখে ঢেকে,
ঝড়ি বুড়ী ছোটে, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ ছেকে ॥

কল্ কল্ কল্ কল্ চলে মোণা জল,
তাখাই তাখাই জাঁতি মাতি খাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আঙুনেনে কে ॥

শব্দর : মহাবিজ্ঞান হও যা উদয়,
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ ।

(বিকটগণের অন্তর্ধান)

কাপালিক, দেখ, মস্ত বিকল তোমার ।

ক্রকচ । ভয় দন্ত,

এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব ।

ভূত প্রেত পিষাচ নানব,

হুত আবির্ভাব—

কত পতাব এই হিংসক যোগীনে ।

(হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান)

(ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত

মে—মে রে মে রে মে না হানা ।

মার মার মার মার ধর ধর ধর ধর,

কাট কাট কাট কাট খা না খা না ॥

তড় তড় তড় তড় জোড়ে জাড়,

মাটি ফাঁড় পাড় পাহাড়,

মোড় জা ঘাড়, চিরো হাড়,—

গুমে গুমে পোড়া হাড়ো

ভল্কে ভল্কে উঠুক ধোঁয়া

জোল রোস গুণগোল,

আকাশ জোড়া ভুলান জোল,

লোকের কণা গাঙ্গে এসে,

ছনিয়া মেখে মেখে মা' বিহে

এক গাড়ে—নিঃসন্দেহে,

যে আছে—না বিচোঁ, ন

বুড়ী হবো নাশী ॥

শব্দর : হর শক্তি হে নন্দিকেশব,

শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার ।

(ভূত-প্রেতগণের অন্তর্ধান)

কাপালিক,

এখনো করহ মিত মঙ্গল সাধন,

কুমতি করহ পঙ্কিয়ার ।

ক্রকচ । তিষ্ঠ—তিষ্ঠ !

এস এস বিকট ভৈরব,

বিপদের দণ্ড চূর্ণ কর আবির্ভাবি ।

করি এই স্তবের নিধন,

নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন

রক্ষা করো আশ্রিত সকলে ।

(হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান)

(হোমকুণ্ডে হুতের ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব : আবে প্রোভার কাপালিক, তোর এখনো

জ্ঞানোদয় হলো না ? পুজা দেননি,

বিখ্যাসকারী অমঙ্গল শক্তিসকল আরাহন করে

ছিলি, সমস্ত শক্তি যার শক্তিতে নিমুদ্র হ'লো

এখনো তার পূজা না করে বিলম্বাচার

কচ্ছিস ? এখনি তোর বিনাশ সাধন করি

ধরার অমঙ্গলশক্তি মঙ্গলময় নরকনী শব্দরকে

অবলম্বন ক'বে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক !

ক্রকচ । আমি যে হই, আপনার আমি নিকট আমি

অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক ।

ভৈরব । তই উপাসক নহ, মন্ত-বলে নামীয় বশীকৃত

করবি, এই তোর কাম্যকেন্দ্র । কিন্তু সবই

তার পিন্ন উপাসন করেছিল, কাম্যসত্ত্ব হই

আমার পূজার প্রবৃত্ত হইছিল, তোর পূজা

পত্ত, তোর মন্ত্রে আর আমি কাধ্য নই । বিনাশ

প্রাপ্ত হ । তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রভাব

হোক যে, উৎকট কাম্যজিয়ার ধ্বংস হবার

আশঙ্কা আছে । নিকাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি

অন্ত আধারে কিছুদিন অবস্থান করে না ।

(ভৈরবের পূজাঘাতে কাপালিকের মৃত্যু)

হে প্রভু, হে কেশব, হে ভবভূ, দানবের আজ্ঞা

দেন, এই ক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমাগত নন্দিকেশ

কাপালিককে ভয়ানক করি ।

শব্দর : হে ভৈরবদেব, কে শিবদেবের পুত্র

গিরিশ-গ্রন্থাবলী

পাখীসকল ভাঙে ঠেঙাবের উপরে অর্পিত
—মানবের মঞ্চানবিশ্ব কখন।

শিবাজী। শিব-আজ্ঞা শিরোধারী। হে জনগণ, তুমি
জীবন্ত হয়ে কাপালিকগণকে ভয় করো। ভেঙে
দেখো বিনষ্ট হোক, পৃথিবীতে দরদার, মনবের
পত্নিত্ব মানবীর কার্যকলাপ কণট-
চিরণের বহিত ভয় হোক।

(ভৈরবের অভয়ান)

(শাহিন্দার প্রবেশ)

শাহিন্দা। প্রভু, প্রভু—আশ্চর্য ঘটনা! কাপালিকগণ
মহাশয় উক জয়গাম, নরেন ক'রে নৈজ-
দামস্ত বিনষ্ট করাত প্রায় হয়েছিল। মহাশয়
বিজয়বরী এক বহন সেই মায়াশেষে দিতা-
রা করেছেন। বহু উপাত্ত উৎপাদন
করেছেন। সেই সময়ের মধ্যে মনস্ত
বিলম্ব হয়েছে। মহাশয় যেন দৃষ্টান্ত হ'লে
মহা-আদি উদ্বিগ্ন হয়ে কাপালিকগণকে ভয়
করে।

শিবাজী। সে বহন, হুতগণ নিজ দুর্ভাগ্যের অধিকার
দয় করে। উপস্থিত এ হলে আমাদের
কাপালিকগণ। এখনে কাপালিকগণ
পরাভূত হ'লেই আরও বেশি কোন স্থান
অপরাধিত থাকবে না। (সংকট হইল)

শাহিন্দা। প্রভু, জয়গাম একটা চকল হলেন কি
নিমিত্ত?

শিবাজী। আমি দাতব্যে মন দিচ্ছি। না
যেমন প্রভু, আমি মনে তার কত-
কিছু জানি। তোমরা সকলে মিলিত
করে মন দাও। অতিবে অদন হও।
আমি মাতৃগণের মন দাও উপস্থিত হলো।
হুত। গাং আজ্ঞা।

(শাহিন্দার প্রস্থান)

শিবাজী। হে, মনবীর মন

কখনো বহু মনে মানবীর মন।

[গণমাগে গুরুতর প্রস্থান]

নৃপতিগণ

শকুনাচার্যের পাঠ।

(গণমাগে বিনষ্টার নিবট মহামায়া) (জয়গাম)
বিশিষ্ট। কত মা, তখন তো আমার শকুনা
না? আমার তো সে বলেছিলো, আমি শকুনা
করলেই সে আসবে। সে তো আমার মিশা
বাসী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব করে?
এ জীবদেহে তার অবিকল্প তো এত থাকবে
না—আমি জোর করে ধরে রেখেছি, আমি
বাছাকে একবার দেখাও বলে ধরে রেখেছি,
যেতে দিই নাই। সে আমার 'মা' বলে
ডাকবে, শুনে তলে যাবে। তবে কেন না—
সে বিলম্ব করে।

শিবাজী। (মহামায়া প্রতি) হে মা, তুমি যে হও
বাছা, তুমি কিছু বড় ভয়ভীত। আমাদের মত
পরাভূত জোয়ারের দয়। তোমার দুখপাক
খাওয়াই বৃদ্ধ—জট যুগপাকই বৃদ্ধ। মা-
য়ের দরদ জানো না। দিয়ে দেয়া, যদি একবার
দেখ মরুক। ও—গুণের একবার দেখা পেলে
কানহটা বগুড়ে ধ'বে বিচুড়ে আসতুম। "জগা
দাদা—জগা দাদা" কইতো, আমি জীবন্ত মাল
মানব। মহামায়া তার দিবে চলে নাই।
সেইজগলে তার আরণ্য পাঠ নি, ভালমানব
সেইজগলে পেটে ঢেলে হন। আমার যদি কেউ
হলে হ'লে আমতা তো ভালো কেড়ে তাতা-
তুম—হয় তোমার একতা। যদি মারামার মাথা
থাকি, তবে মাথার খরকে কেন মারি? গাছ
দেকে বুলে পড় কেহাই। তার দলক লিবি লে,
বাগি দিতে হয় লে, মাথা বুদ্ধতে হয় বুজো,—
কে তোরে কি বলতে যেতো।

বিশিষ্ট। বাবা শিবাজী, আমি যে তোমার আশাপথ
তোমার এখনো জীবন দেখছি। বাপ আমার,
আমি কি মাকে দেখা দেব না? তুমি যে
আমার মাগর-হেঁচো মালিক। আর বাপ—মরুক
সময় দেখা দে। বাবা, তুমি তো দিখাবাদী
মত, তবে কেন দেখা দিচ্ছো আসব না?

(শিবাজী শকুনাচার্যের পাঠ)

শিবাজী। এত যে না—আমি এবেছি।

মহা। খুদে—খুদে—তুই কি কুড়ি বাবা! একবার
চোখ চেয়ে দেখ—মাগীর কি হালি করেছিল।
এই তো উড়ে এমতে পারিল, এত দিন একবার
এমতে মারিলি, তা হ'লে তো মাগীর এমন খেয়াল
হয় নি।

মহা। জগন্নাথ, এসো, আমরা একটু আশ্রয়ে যাউ,
ওদের মারে-বেটার কথা হোক।

জগ। খুদে, একবার মা বলে ডাক,—মাগীর প্রাণটা
নীতল হোক, আমি ভনে যাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহুর্তে প্রলাপ করছ,
তোমার অন্তঃকরের আশ্রয়ন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি ছপ খেয়েছিলি? মাগীর মাঠেরে ছপ
ছিল না, পাণর-কুচি দিয়ে তোরে পেলেছে।
আহা, বা হোক, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখলে।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান।)

বিশিষ্টা। বাবা, আনার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য
কর।

শঙ্কর। (শিবের জ্ঞান।)

নগোজ-নবিনী-নাথ নিত্যনন্দ।

নিদি রজতনিভ নন্দন।

শিশানাথ নবরঞ্জিত মুর্দনী,

নয় নীলগল নাগধর ॥

নকারায় নমঃ।

মর্যমর্দন, মুরতি মহান,

মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।

মহামায়াধর মহিমা-অণব,

নুড় মৃত্যুন করাল কাল।

মকারায় নমঃ।

শিব শুভশঙ্কর শশধরশেখর,

শক্তিসম্বিত শিখরবাসী।

শ্রেষ্ঠ অস্থিদল শরীরশোভিত,

ভদ্রবৈষ্ণবিত ভদ্রহে হানি।

মকারায় নমঃ।

শাখাধর বিহু বিরিকি-রুদিত,

বিবেকর বর অভয়কর।

বোমকেশ ভব, বনবোম বনব,

বাহনবৃত্ত বিধাধর ॥

মকারায় নমঃ।

তীর্থর মত বাজি কোণেশ,

যোগাদেশ ইন্দ্রেশ্বর।

যোগমোহিত যোগী বাগবত,

বশবিন্ যুগ-অম্বকর ॥

মকারায় নমঃ ॥

বিশিষ্টা। বাবা, ভয়-কানি শুদ্ধি, আমি শিব-
লোকে যাবো না। শিবে আমার প্রহরানি
হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা
করতে পারবো না। নারায়ণ আনন্দের কুণ্ড-
দেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করে আমি
আমার প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-
দেবার নিম্নে আছেন,—আমি তাঁর সহিত
মিলিত হয়ে নারায়ণ-দেবার নিম্নে থাকবো—
এই আমার সাপ।

শঙ্কর। (নারায়ণের শব্দ।)

নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা।

নরগে দেহি চরণ ভ্রাতা ॥

নারকবর নব জলধর।

রাধা-রমণ বসিক-প্রবর ॥

যজ্ঞেশ্বর জগজীবন;

মকার নিত্যানন্দ হন ॥

(পট-পরিবর্তন—বিজুলোক।)

বিশিষ্টা। এই যে—এই যে গোশোকবিহারী মুন্সী
ধারী! এই যে আমার স্বামী পরিসমকপে
তাঁর পায়ে। আমি ভাগ্যবতী, সার্বক পুত্র
গর্ভে ধারণ করেছিলাম! নারায়ণ—(মৃত্যু)

(পট-পরিবর্তন—পুনরায় পূর্বদৃশ্য।)

শঙ্কর। মা মা,—যে রূপে গর্ভে হান দিয়েছিলে,
যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপে
হরণ করলে! বিশ্বজননি! মজানকে তুমি
থেকে না।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ।)

জগ। ওই বা—আহা, ছেলে নেংবার ভেঁটে মাগীর
প্রাণটা ছিল। আহা, কলঙ্কবিনী গো—জগ-
হতিনী! মিলে মাগীকে পেটে খাব নি, তাকে
একখানা পুত্র নি,—পুত্রের লেগেই পাগল।
আমি ছায়ায় ছেলে, মা বলেছিল,—তা
হুমেকে চেঁচো পুত্র করে আমার গোলমাল দে

শব্দ: জগা নন্দা—জগা দাদা—আজ আমার
মাতৃহীন হইল।

শব্দ: কামিনী—কামিনী মনে, শব্দ: হৃদয়ে, এত
এত বেটীর কান্না শুনি: আমি—এত—এত—
শানকে—হাই—কি—করি? মাটির একবার
দেখে যেতুম, মা বলে ভাবতুম—একটা
ছোট্টুম। আমি এখন কি করি—বলুন—এত—
করি। জগা নন্দা, জগা দাদা—হুঁমি—এত—
চিরশুলা হবে থাকবে।

শব্দ: আর পারিবে কান্না নি। এখন কবে যদি
তুই এক একবার দাদা বলে মনে করি।
(চমকিত হইয়া) হা বে কুনে বি ভেৎকী
দেখাও তে? ওরে, মাথপাকা শব্দ যে মাঝ হয়ে
বাজে যে। হুঁমি মনে—তোমার চিনে গিয়েছি।
(মহানন্দার প্রতি) মামী, মামী, জেনেছি, হুই
কে। আমি এক—আমি অনেক। আমি
—আমি নই, এতই আমি—এইই আমি।

শব্দ:

মহানন্দা। আরও কি দাবি—এত—এত—
শব্দ: ইজামার, সে—এত—এত—
নয়। হুঁমি দত দিন ধোয়া, দত দিন ধোয়া।
এখনো তো বঙ্গেরে অপরাধিত, এখনো তো
আমায় মঙ্গারে মারজ প্রচার করে। মামী:
এখনো তো কান্দীয়ে মাতঙ্গাপীঠে বিদ্যা শ্রম
মনে কান পাই নাই। আমি যেমার ইজা-
গীর, তোমার ইজা—হুই না! হুই আমি
কিন্দাশ বিজ্ঞান পাঠ্য।

শব্দ: জগা নন্দা—আমায় দাবি এই কি। আমি
আর কি কান্না, আমি—এত—আমায় নই, কেঁদে
বেত।

প্রধান।

(সামান্য ও মারামের প্রবেশ)

সামান্য। এই যে শব্দ, হোয়ার কি মনে করে?

শব্দ: মাতঙ্গ প্রাঙ্গণ করবে।

শব্দ: বটে, তোমার হেঁদে—এত—এত—
হুই? মুখাঙ্গ কবে—এত—এত—
করী হবে। আমার দাদা—এত—
কিন্দাশ হোয়ার দিগু, মামী—এত—
এত—এত—

শব্দ: আমি মঙ্গারী, মঙ্গারী তো প্রাঙ্গণ নই।
শব্দ: কান্নার মঙ্গারী কি না, তাই মুখাঙ্গ করবে।
তার পব—এত—এত—
বিশ্ব কোড়ে মনে, তা—এত—
একটা করে, আমার ও—এত—
তোমার মঙ্গারী—এত—
বটে ছিল না, তোমার বা—এত—
মঙ্গারী। মেজো—এত—
হাকলে—এত—

উভয়ে প্রধান।

শব্দ: শুদ্ধকান্তে মাতঙ্গ হোক আচ্ছাদিত,
এত—এত—
প্রাঙ্গণ ইহত—এত—
শব্দে দধ বেন হয় গৃহনায়ে;
ভিক্ত আমি ভিক্তা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিগেব, বরে মম হও প্রজলিত,
দধ করি মাতঙ্গ।

[সুস্মা শুদ্ধকান্তে শব্দে আচ্ছাদিত ও

অগ্নি প্রজলিত হইল।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কামরূপ—কামরূপের বীর নাটমন্দির।

অভিনব ওপ, তৎশিষ্ট ও পল্লবিত

বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব। হানে, শব্দজ্ঞান আছে কেউ? তপ-
মঙ্গ—এত—এত—
শব্দ: হুই—এত—
নি, এত—
এত—

শব্দ: বটে, আমি শব্দ—এত—
শব্দ: বটে, শব্দ—এত—
এত—
এত—
এত—

জৈন প্রকৃতি একরূপে আছে, তাদের
বিশ্বাসাধীন করে। আমরা পণ্যরূপ করে
ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে এসে
আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই করচ, মহামারীর প্রসাদ পাতি
থাকো, চক্র কর্তৃপক্ষ থাকো, শঙ্করটাকে আসক্তি
দাও, তখন বোঝবার পারবা—শঙ্করাম কেডা!
এখন যাও—নিশ্চিন্ত হওয়া বাসার ব'ল যাইবা।
ভয়ভা কিসের? দ্যাখবা এনে শঙ্কর আইসা
পদসেবা করবা।

যৌদ্ধগণ। প্রহু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের
রক্ষা ভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বলচি যে—নিশ্চিন্ত হওয়া যাও।
[বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।]

শিষ্য। কর্তৃপক্ষ, আপনি শঙ্করীর সাথে তর্ক কর-
বার চাপ না কি? অমন কাজে যাইও না,
মান খোঁরাবা—কল্যাব। মূই তার তর্ক দ্যাখছি,
কথার তোর উত্তরিত থাকে, টিকবে কেডা! তাই
বলতেছি, একটা উপার করো, তর্কে যাইও না।
অভিনব। হ—হ—ওনছি বড় তর্কিক,—ওনছি
বড় তর্কিক।

শিষ্য। যা শোনচ, তা পাকা জানবা।

অভিনব। তুমি কি করবার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ
চাইনা নিয়া শঙ্করীর শরীরের মধ্যে প্রবেশ
করাও।

অভিনব। ঠিক বলচো—ঠিক বলচো—ওই বগদর
যোগটা চালয়, যমথার চোটে এ রোগ ছাইরা
রর বিবে।

শিষ্য। মারণ করবার চাপ না ক্যান?

অভিনব। তার বিয় আছে। ওনছি—বর যৌদ্ধ,
তার মারণে বিয় আইলেই আসন মরণ উপস্থিত
হইব। ওই কর্কট কাপালিক মারণ চাইনা-
ছিলো, বিয় হওয়ার তারে তৈরব যাইরে
ফেলাইতে। ওই বগদর সৌম চালন করয়।
খাইই মাতারাইতি মরণ—শঙ্করাম, তুমি।

শিষ্য। অমন এই বৈজ্ঞানিক কলার পানচি,
শঙ্কর আইজই তোমার শিষ্য বিচার করবার
আসিবো।

অভিনব। আইজই, তুমি এখানে বস, আমার শিষ্য
আছি। কাইন যাইবা বিচার করম। [অস্থান।]
শিষ্য। জালো ভালো—কটিল আর বিচার করবো
কেডা। বগদরের আশাতেই অস্থি করবো।

(শঙ্করচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। আপনি কি আচার্য অভিনব জন্ম?

শিষ্য। না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এখন পূজার
আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট
লগ্নে বান, আমার মন্তব্য আচার্যের নিকট
প্রকাশ করবে।

শিষ্য। মাচ্ছা, চলেন। (স্বগত) এখনই তাঁর
পাইবেন অনে।

[মণ্ডন বিশ্রমে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।]

(কামাখ্যাসেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো,
তুমি বৃথা পরিশ্রম করে এ দেশে এসেছ। এ
কপটচারী বামাচার্য প্রবেশে মরণ অবৈতপন্থা
প্রদীত হইবে না। তুমি পুনর্বার বঙ্গদেশে জন্ম
গ্রহণ করে বিকুলীলার সহায় হবে, তখন এই
বামাচার্য দমিত হবে অবৈতমার্গ গ্রহণ করবে।

(অন্তর্ধান)

শঙ্কর। মা কামাখ্যাসেবী কি সন্তানকে মরণ
দিনেন? হননীর আদেশ শিরোধার্য।

(ভগবদ্র ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর। তুমি কে?

ব্যাধি। আমি ভগবদ্র ব্যাধি, অভিনব শঙ্করের
অভিচারে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু অমুয্যতি
ব্যতীত আপনার দেবদেবে প্রবেশ করতে
সাহস কচ্চি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অভিযার?

ব্যাধি। হে মরকট, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদেশ
প্রবেশ করে নাই।

শঙ্কর। আপনি নিষাপ নই, আমি ভগবদ্রের শাসন
নিষ্পন্ন করে জন্ম করেছি, তুমি আমার

শিখিশ-দ্বিত্বাবলী

শ্যামল। প্রভু, অগতঃ পাপ গ্রহণ করেছেন মতা, কিন্তু সে পাপ আঁদমার অত্মমতি ভিত্তি আপনাকে স্মরণ করবে পাঠের না। আমি আশঙ্কিত হচ্ছি, অশুভি স্বপ্নে ব্যতীত আর কোন প্রকারেই স্মরণকারি নাই। আমার নিশ্চয়ন এই, আমি স্মৃতির স্তম্ভের অস্তিত্ববশত তা হতে বঞ্চিত, যদি আপনাদের দেহে স্থান না পাই, আমি মৃত্যু পর্যন্তের দেহে আবদ্ধ হইব। তবে তাঁর পক্ষেই হস্ত-নিয়ম করণী।

শ্যামল। না, তাহলে অতি ন-বিদ্যা কর্তব্য হবে। বিদ্যা শাস্ত্রমতে, আমি প্রাণ-রক্ষার্থে এসেছি, কিন্তু নই বরংবা না। এসে আমি আপনাকে আমন শরীরে কলিকার করণের প্রার্থনা।

শ্যামল। প্রভু, অগতঃ পক্ষ হইব কিন্তু আপনাদের সন্তান, আমাদের কোন জন-কলিতবাবী স্থান করেছেন?

শ্যামল। তোমরা জন্ম-মহিষের নও, তোমাদের মাতামহ পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে। তোমরা আপনাদের দেহে প্রবেশ করবে।
উল্লসিত প্রস্থান।

অবগম দ্বিত্ব ৩

কলিকার-প্রদর্শন-প্রার্থনা

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে। তোমরা আপনাদের দেহে প্রবেশ করবে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে। তোমরা আপনাদের দেহে প্রবেশ করবে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে। তোমরা আপনাদের দেহে প্রবেশ করবে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে। তোমরা আপনাদের দেহে প্রবেশ করবে।

(হস্তমলক ও বহুভাষ্যের প্রবেশ এবং
হস্তমলকের কথোপকথন শ্রবণার্থে
সমুদ্রে বসতিস্থান)

শ্যামল। কি হস্তমলক?

হস্ত। প্রভু, আমার আর্থনা পূর্ণ করুন।

শ্যামল। আমি আপনাদের আর্থনা নিশ্চয় পূর্ণ কর, তোমাদের আর্থনা পার্থনা কি?

হস্ত। প্রভু, আমি আপনাদের দাস, আমার বদনা করাবেন না।

শ্যামল। তাহ, তোমরা শোন শোন—আমি মৌলী নামের আমার নিশ্চয় কি প্রার্থনা করে। আমন। গুরুদেব, আপনাদের নিকট তো বহু বস্তু

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শ্যামল। আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শ্যামল। আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

হস্ত। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

হস্ত। আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

হস্ত। আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

হস্ত। আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শ্যামল। প্রভু, আমি আপনাদের পক্ষিগুণলয়ে কর্মবৃত্তি প্রবেশ করে।

শব্দরচনা

কপটচারীর প্রবেশ করতে নিরন্তর হব না।
হে শুকদত্ত কেমন হয়ে! তোমার প্রভাবে থল
রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ
করুক।

(অভিনব গুপ্ত ও তৎক্ষণাতঃ প্রবেশ)

অভিনব। ওহ ওহ—আমার অভিচারের বলটা তুমি
—বগবতের প্রেরণে কেনে! (প্রকাশ্যে) শব্দইরা
কেটা? আমি তর্ক করার আইটি।

শব্দইরা। হে থলব্যাপি, যদি এই দণ্ডে শুকদত্তের
শরীরে তাগ করে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না
করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমার বিনষ্ট
করবো।

অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপ রে—বাপ রে—
মইল্লাম রে—মইল্লাম রে—গ্যালাম!—

শব্দইরা। স্থির হোন্—স্থির হোন্—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন, আমারে ক্ষমা করেন।
ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মটবে চড়া আমারে
মারবার আইনতেচে—কেনে বাবু—
শব্দইরা। ধমালগে যাও।

[শিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।]

শব্দইরা। পদ্মপাদ, কি করলে? তোমার বাক্য তো
ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

শব্দইরা। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাপক, আপনার
দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। চুষ্টের নরণে
পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, অপ্রিয়তম গভীর সত্যের
রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পশুর পরিক্রম দর্শনে
ভীত হয়ে আর চরম ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না।
আর আমি আপনার নাম স্মরণ করে জন-
সমাজকে আলীকাদ করছি, যে শব্দইরা
আলোচনা করবে, তার প্রতি হইলিকি বলহীন
হবে।

শিষ্যগণ। তব নরহত্যা শব্দরচনারের অর্থ।

শব্দইরা। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রকল্পে আমি
দের কার্য সমাপ্ত, আমার কাশীর অভিনবে প্রবেশ
করবো। যেমন সমস্তাধী ধরার অভিনবে সকল
কষ্ট, শুদ্ধীপে বৈরাগ্য, অসুখ, বৈরাগ্য
প্রারম্ভের মধ্যে শব্দইরা প্রবেশ—

সর্ববিধা প্রকাশিনী শারদাদেবী বিরাজমান
অতীতকালে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান]

কত দিনে হবে মম কার্য অবদান,
কর্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ;
ধন্য মহানারী—
ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন মার অদ্বিত প্রভাবে।
প্রারম্ভ গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়
কার্য অবদান বিনা।
বলবান কার্যের অসঙ্গতি অপ্রবেশ;
বিত্ত বা অবিত্তা মায়া উভয়েই শূন্য
যত্ন-লৌহ শৃঙ্খলের প্রবেশ যেমতি
বিত্ত আর অবিত্তার প্রবেশ সেরূপ;—
উভয়েই বন্ধন,
কার্যে কার্যক্ষম বিনা বন্ধন না যায়।
কে বলিবে কত দিনে কার্য ফুরাইবে।

(গৌড়পাদের প্রবেশ)

এ কি, আমার পূরন সৌভাগ্যের উদয়! পূরন-
শুক গৌড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন করলেম।

গৌড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত; আমার
পূরনশুক ব্যাসদেবের দর্শনলাভ করেছে, তুমি
আমাদের ভাষা-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছে, তোমার কার্য
সম্পূর্ণপ্রাপ্ত। তোমার ভাষা-প্রচারের অর্থবা শব্দ-
ব্যথা খণ্ডিত হয়েছে, পৃথিবীমি ভীরুদের এক
প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একতান প্রচা-
রিত। তোমার বৈদ্যুতভাষা ব্যাতীত বৌদ্ধ-দর্শন
খণ্ডিত হইতো না। ভগবান্ নারায়ণ বৃন্দশরীরে
বেদ অধীকার করে বোধিসত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন,
তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্গাদা রক্ষা হয়েছে;
বৌদ্ধ-দর্শন যে বেদের অন্তর্গত, তা তুমি সপ্রমাণ
করেছ। তোমার অম কার্যই অবশিষ্ট আড়,
কাশীরগমনে কার্য পূর্ণ হবে। তথায় বগদেবীর
মিত্রাভ্যাসন স্থাপিত। সেই মিত্রাভ্যাসনে উ-
বেশন করে সংসারে প্রচার করো যে, তোমার
অদ্বিতীয় গাই-প্রেরণ। সর্বত্র ব্যাতীত বিত্তা-
ফুরাইবে, উপবেশনের কার্য অধিকার নাই।
তুমি সেই মানিকের দায়বদ্ধ অপরাজিত

পণ্ডিতগণকে পরাজিত করে অজ্ঞাব্যবস্থাটিকে
চলিয়ে যার উদ্ধৃতপূর্ণক আদর্শ গ্রহণ করে।
পণ্ডিতগণের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে
যে তুমি সর্বজ্ঞ। তোমার মতের প্রকৃত যোক্ষণের
বলে গৃহীত হবে। আমার বয়ে যোগশক্তিতে
সমিষ্ট মানসিক স্থান অতিক্রম করে অচিরে
স্বাক্ষর উপস্থিত হও।

শব্দ। প্রভু, আপনার কথা কতটা হলো।
আমার কাণ্ডা পিকল নয়, আপনাকে আশাসনাকো
প্রীতি হতে জানাবার কারণে শতকোটি
জন্মবন্দন।

গৌড়। প্রভু, বর প্রার্থনা করে।

শব্দ। প্রভু, আপনার বর প্রার্থনা করেছি, আমার
আর বর প্রার্থনা কি? আজ্ঞা করুন, নিমিত্ত
ব্রহ্মত্বের নিমিত্ত থাকি।

গৌড়। ব্রহ্মত্ব (প্রশ্ন)।
(ব্রহ্মত্ব বিবেচনা প্রকাশ)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা ভূপতি আপনার নিমিত্ত বর প্রার্থনা
করছেন।

শব্দ। বর, সত্যদেব পদব্রজে বাতীত তো আমার
রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজদর্শনে গমন
করি।

(সকলের প্রস্থান।)

দশম গর্তাংশ

কাশ্মীর—সার, গঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এইমাত্র কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণা-
বাদ্যি কণ্ঠের মতন—এই বালক সন্ন্যাসী
দ্বারা বিবর্তিত হবে? মাত্র বন্দিতের দ্বারা
ইতিহাসী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জন্মে জন্মে
অধিতীয় দার্শনিক, যাদের তর্কশক্তি সমস্ত
জগতে প্রচারিত, যাদের বশ্যত্ব হ'লে কেহ
কখন সন্দেহী হয় না। এই বালক তাদের
প্রতিভা নিম্নে করে—বিনিমি এই বালকের
স্থান হ'লে, বিজ্ঞান-পণ্ডিত বাক্যের

অবনত মস্তকে এই বালকের দ্বারা পরিচালিত
হচ্ছেন। মাত্র মাত্র কি আছে—কে জানে।
এই বালক কি সর্বজ্ঞ? তার বিজ্ঞা-ভ্রান্তি কি
অধিকার করবে?

(কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয় সর্জন। কে এ বালক?
এর সন্মুখে বাকশক্তি বিজড়িত। বৈবেকিক,
নৈয়ামিক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অধিতীয়
পণ্ডিতগণ পরাজিত হয়ে দ্বারা পরিচালিত করেছেন।
দাংধা, দার্শনিক, যার বিজ্ঞান-পতাকা এতাবৎ
কাল গর্ভে উচ্চীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসী
নিমিত্ত পবাক্ষর স্বীকার করেছেন। দিগন্তপথী
পথপ্রদর্শক করেছেন, কিন্তু তার উত্তম নিশ্চয়
বিকল হবে। বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও
জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার বন্ধ।
দিগন্তপথী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই
বালককে নিবৃত্ত করবেন। যা সাধাদেবী—
নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা করবেন, বিদ্যা
ভ্রাসনের গৌরব কখন নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

৩য় পণ্ডিত। ঐ বোন—দৈববাণী শোনো।

৪ম পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত।

(দ্বার উন্মুক্ত হ'লে—শঙ্করাচার্য ও সনন্দন, মণ্ডন
মিশ্র, আমলগার, তেওঁকাচার্য, ইন্ডামলক,
চিৎসুগ, শান্তিশ্যাম, গণপতি প্রভৃতি
নিয়োগের প্রবেশ)

শিলাগণ। ভয় সর্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্যের জয়।

মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য? পণ্ডিত
বিজ্ঞানদেব কি এই বালক কর্তৃক অধিকৃত
হবে? দৈববাণী কি মিথ্যা? (শঙ্করাচার্যের
প্রতি) পণ্ডিতগণ, আপনি বিজ্ঞানে পণ্ডিত
বর্গকে পরাজিত করে দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত করেছেন,
কিন্তু আমার নিবৃত্ত করুন। যে বালক নিবৃত্ত
চিন্তা নথ, তাহে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করা কেহ
পারে না। কেবল তখনই বালক পণ্ডিত
বিজ্ঞান-পণ্ডিত হয় না, প্রভু কালিদাসই বিজ্ঞান
পণ্ডিত। আপনি যদি শঙ্করাচার্যের

কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই, আমাদের নিমিত্ত আপনি সবকিছু প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু আপনি আমাদের আনন্দের জন্য চিত্ত আনি কিভাবে অবগত হব? সে পরিচয় যা পেলে, এ সারসংক্ষেপে বিচার-ভ্রমাসনে আপনাকে আমি দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের রূপায় আমি এই স্থানবন্ধার নিষ্পত্তি আছি।

তোটকাচার্য। আপনি সারসংক্ষেপের পীঠ-রক্ষায় নিষ্পত্তি থেকেও কি নিমিত্ত একজন জ্যোতিষিক ভাষা প্রয়োগ করেন? মস্তিষ্ক পূর্বকমে কেউ শূন্য থাকে, পরজন্মে জ্ঞান হলেও কি তাহার বেদে অধিকার হয় না।

শঙ্কর। হে মহাত্মন, আমি আগার আশ্রয়-তপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণরূপ ব্রাহ্মদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে সর্বত্র বংশে যদি আমি প্রামাণ্য না হয়, তা হলে আমার ভাষ্য জন-সমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানভাষ্য সর্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেবদেবের আজ্ঞা-বর্তী হয়ে আমার ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি কৃতকার্য হতে থাকি, সারসংক্ষেপী স্বয়ং আমার স্থান দান করবেন।

দেববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য, অন্যকোন্টো আসনে গ্রহণ করো, তোমার উপবেশনে আমার মধ্যস্থতা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ধর্মপ্রণেতা,
কুটুর্ভি মানবের নিরাস কারণে,
দমিবারে চার্লস সকলে,
মেশকাল অল্পসারে করেছেন দর্শন রচনা।
যোগমার্গ কথ্যমার্গ আমি
বিরচিত সমস্ত-উচিত প্রয়োজনে।
এব মুক্তিপথ প্রদানিত ঈশ্বর-রূপার।
হেদাঙ্গবন্ধের অর্থ জগতে প্রচার,
আমার প্রকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মলীলা আশ্রয়-সরলন,
মহাত্মার 'উৎসর্গ' প্রকাশ করুন।
মহাত্মার কলিনাবে কলির শত্রু—
যমদেবে আশ্রয়-কর আশ্রয়।

মা সারসংক্ষেপে সব পাঠে
মম কাব্য বোঝে সন্দেহান।

(শঙ্করাচার্যের সারসংক্ষেপে উপবেশন)
মাল্লিক-বন্ধক। শ্রুতি, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ মাজনা করুন। আপনি যে স্বাক্ষর জ্ঞানময় শঙ্কর, সজ্ঞানতাবশত তা আমার উপস্থিতি হয় নাই। সর্বত্র বর্তীকরণ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এতদিন সারসংক্ষেপের প্রাদুর্ভাব-রক্ষক শিষ্য, আমি হতে আপনায় স্থান-বন্ধক দিতে নিষ্পত্তি করে কৃতার্থ করুন।

শঙ্কর। শান্তিভবন, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে কোন্টো স্থান দিয়েছেন মায়। মাতার আসনের আপনাই যোগ্য বন্ধক।

সকলে। জয় নরেশ্বর শঙ্করাচার্যের জয়!

শঙ্কর। হে নিরন্তর সন্ন্যাসিগণ, এখনো ত্রুটিবাক্য সম্পন্ন হয় নাই। তোমরা দেশদেশান্তরে এই অদ্বৈত-ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদারনাথ দর্শন করে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক। তোমাদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করবে,— এসো—আমরা অদ্বৈত বাজা করি।

[সকলের প্রস্থান।]

একাদশ গর্তীক

কৈলাস-দলিকটস্থ পর্বতপ্রদেশ।

(মহামাতার প্রবেশ)

গীত।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিহনে,
বিরহ-পাখা খরে খরে গাঁথা
রহিবে নীরব বিজনে।
নয়নবারি মিশ্র ও নীহারে,
ধন খাদ মিশ পবনে,
দমরতাপ তপনে মিলেও,
কতিন কারা মিলে গিরিসনে,
শুভ্র আশি গগনে।
বিনা প্রাণধার, আমি আমি নই,
আপো-আপো বাণী তাই প্রাণ-মই,
কতই সহিছে কত কত আশ

সিঁছার কেন বাঁসই—

বিফল আশা ফল-ফাঁসে রাখিব কেমনে যতনে ॥

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি। (স্বগত) ও রে বাপু রে! সেই কাপালিক ব্যাটার অবস্থা। এখানে কি কব্জে মরতে এসো। পালাই—বেটী না বেধে।

মহা। বাবা,—শোন—শোন—

গণ। কেন বাছা,—তুমি পরেব মেয়ে—পরেব বুউ, আমি সন্ন্যাসী মাচ্ছ, কেন তোমার কথা শুনো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুনবে না?

গণ। মা আজ মা—ই আছ, তুমি ভাব্য ভাব্য পণ দেখ, আমিও ভাব্য ভাব্য পণ দেখ। আর বাছা, তোমার পাতায় পড়ছি নে।

মহা। শোন না, তোমার গুরু সংবাদ দিচ্ছি।

গণ। কে—সেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অন্ধা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমার ধোঁকা নাগাতে এসেছে?

মহা। তুমি কি মনে কর? আমি সে তো নয়, আমি যে ভোম্বা নহি। না। তোমার চোপ ঢাকা করেছে, আমি তোমার চোপ খুলে দিচ্ছি এসেছি। তুমি আমার কক ভয়ে করছে? আমি সে নয়, সে তোমার বিমাতা। আমি তোমার সতি মা।

গণ। বাছা, তোমার আর মা শিপিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ চেয়ে দিলে পণ দেবুত পাবে না। তোমার চোপের আবরণ এখনো ধোঁচে নাই। তুমি একমো তোমার গুরুকে চিন্তে পারো নাই। তাই তোমার সন্তে এসেছি, তোমার গুরু মাচ্ছ নয়, তোমার গুরু মাচ্ছাং শঙ্কর। এই কথাট মনে রেখ, তা হ'লেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটা তো নয়। (প্রকাশে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লো তো কব্জে পারবে না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি যে দিন মরণে, সেই দিন চিনবে।]*

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

* [গণ। জাই তো—তাই তো, আমি যেম আর এক রকম সব দেখছি। আমি নিস্কিন না জাগ্রিত। আমি কোথায়, আমার শরীর কি হলো! এ সব কি? শুকদেব—শুকদেব—চরণে স্থান দাও!]*

(মণ্ডন মিশ ও সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। অষ্টাবধি ভাবতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজয় করে কাশ্মীরের সায়দাপীঠে বান্দেবীর সিংহাসনে উপবেশন করতে কেহই সমর্থ হন নাই। শুকদেব যখন সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজয় করলেন—অকস্মাৎ দৈববাণী হলো—“বৎস, আনার আসনে উপবেশন করার তুমি একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞায় অগ্নি গ্রহণ করে ভারতবর্ষে ‘সর্বজ্ঞ’ নামে প্রচারিত হও।” তাই তুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে অদ্বৈত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানহর্ষে আলোকিত। তাই, তুমি আনন্দ-সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে কেন?

মণ্ডন। সুন তাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।

তুমার-আবৃত পোর গর্জিত-প্রবেশ,

নিত্য রজনীতে—

বামাকণ্ঠে কেবা করে দক্কন গান?

যেন কোন নারী বিরহ-বিধ্বা,

মনোবাণী কহে এই জননী-স্থানে!

দেখ দেখ, নারীমূর্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হতেছে অরণ,

পূর্বে যেন এই মূর্তি করেছি দর্শন।

আছিলে শুকদেব যবে পরকায়,

নাহি পাই কোনরূপে রাজ-দরশন,

অকস্মাৎ রূপা কবি আমি এক নারী—

দক্কে করিল মাতা উপায়-বিধান।

হেরি অবয়ব মম হয় অচুমান,

অগ্রগামিনী রমণী-মুরতি সে অদ্বারী।

মহা হিতৈষিনী সেই জননী-রূপা,

তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্ত নারী হয় অদ্বারী।

প্রধানা প্রকৃতি।

মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেন ধরায়,

তার বিরহ-সঙ্গীতে জর হয় চিহ্নে

অজিতের বা শিবনাথের হয় না মিলিত।

১. মুখ, ডোঁটবাহাণী, কান

अस ५७६३ अ० ११३०

ਪਾਣੀ। ਪੜ੍ਹ, ਆਰ-ਦੇਵਨ, ਕਰਕਾਰ ਸਿਖਿਸ਼
ਏਨ ਮਾਰ ਰਹਿਨ ਤੀਤਿ ਹੁਕਮ ਪਤ੍ਰ, ਸਿਕਰ
ਏਨਾਪ ਵਿਗਨ ਹੋਕ ਪਾਇਰ।

শব্দক । সাংসার, ভগবতী স্ত্রী, কৃষ্ণাঙ্গী, কালী
 হোমসী, লাক্ষ্মী, শীতল, জিহ্না, হেষ্টি, সেই স্ত্রী
 এই উক্ত প্রকারে জিহ্না, হেষ্টি, ইঞ্জিন, ভগবতী
 এই উক্ত প্রকারে—এই উক্ত প্রকারে—এই
 প্রাণীর কোন কারণ নাই ।

[illegible]

১০। বাবা—বাবা, তুমি শিব, আমি জগন্নিবাস
মায়ায় বসেছেন।

1889: 100000, 100000, 100000, 100000, 100000.

SECRET

[illegible]

শ্রী: ১। প্রকৃতি, মানস এবং বস্তু
 অর্থাৎ—বাস, স্থান, এবং বস্তু
 এবং বস্তু (১৮)

শব্দ : 'দ্বিবিধ আত্মার' প্রসঙ্গে এখানে 'অবতার' শব্দটি আত্মার অবতার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, 'অবতার' শব্দটি 'অবতরণ' বা 'অবতরণ' শব্দটির অর্থ।

[illegible]

ଦେବ ଶକ୍ତେ କାମଦେବ ଶକ୍ତେ ଶାନ୍ତି । ଦେବଶାନ୍ତି

জাহাঙ্গীর উদ্দীন মল্লিক

गदि क. नं. ३०७ पृष्ठ १२५, ५४।

कैलाश चण्डिका मन्दिर, जयपुर, राजस्थान

प्रथम काल विज्ञान के अन्तर्गत विज्ञान है।

पञ्चमः अध्यायः ।

[illegible]

1. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

ଜେନେରାଲ୍ ସିକ୍ସ୍ ସହାୟତା ଦେବ, ଶ୍ରୀ ।

भक्त । वरुन, नरसी, उदयान राम ।

५. शिक्षा कार्य-उपस्थित कुलपति, मन्त्रालय.

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

कार्य अन्तर्गत,

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१७७७ २२. आपनि मौल मखद्व कइजेन.

विष्णु आदिभ्यः कर्त्तव्यं श्रुत्वा ।

ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା, ସେହି ଅବିଭାଗ କଲେ । ସେ ହଲେ

ଦେଖାଦେଖି ହେଉଛି - ୧୭୩ ନମ୍ବର

১৯৩৩ চন হিচ, ২৪ জুন মতে নিচতঃ আৰু:

62-95790-1

(- ५७१४ - ३६०९)

কৃষ্ণ-ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই ব্রহ্ম-স্বরূপী বামে ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কম্পন-মিত্র

[illegible]

১৭৭৩ খ্রিঃ ১২/১১/১৭৭৩ খ্রিঃ ১২/১১/১৭৭৩ খ্রিঃ

निर्देशक (प्रमाण) दि. १०/११/२०१७

